কালিদাসের পাখী

শ্রীসত্যচরণ লাহা এম-এ, পি-এইচ-ডি, এফ্-জেড্-এস্, এম্-বি-ও-ইউ

প্রণীত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

কলিকাতা

১৯৩৪

কালিদাসের পাখী

ভূমিকা
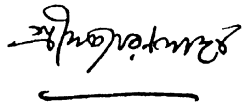
কালিদাসসাহিত্যে বিহঙ্গপরিচয়ের প্রচেষ্টায় কিঞ্চিৎ আলোচনা আমার "পাখীর কথা" গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল; সেই আলোচনায় কালিদাসবর্ণিত বিহঙ্গগুলির সম্যক তথ্যনির্ণয় হইতে না পারা কিছু বিচিত্র ছিল না, গ্রন্থখানির আলোচ্য বিষয়ও বহু ও বিভিন্ন ছিল। আজকালকার বৈজ্ঞানিক আলোচনার যুগে পক্ষিবিজ্ঞান যেরূপ প্রসার লাভ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে তাহাতে পক্ষিতত্ত্বের নূতন আলোকরশ্মিপাতে মহাকবিবর্ণিত পাখীগুলার রহস্যোদ্ঘাটনে বিশেষরূপে সহায়তা হয় এই উদ্দেশ্যে বিশদ গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছি। "কালিদাসের পাখী" এই গবেষণার ফল।

কালিদাসসাহিত্যে যে সমস্ত পাখীর নির্দ্দেশ হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে এখনও পর্য্যন্ত আমাদের অজ্ঞতা নিতান্ত কম নয়, অথচ মহাকবির বর্ণনায় বাস্তব পক্ষিজীবনের যে সন্ধান পাওয়া যায় আধুনিক পক্ষিতত্ত্বজিজ্ঞাসার দিক হইতে বিচার করিয়া তাহা অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা হয় না। এদেশের নিসর্গচিত্রের বিভিন্ন পরিবেষ্টনীর মধ্যে একই বিহঙ্গের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া কিছু বিচিত্র নয়, কিন্তু দেশকালভেদে সেই বিহঙ্গের হাবভাব, আহারবিহার ও চালচলনে যে তারতম্য ঘটে মহাকবির সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে

তাহা এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। একই বিহঙ্গের বিভিন্ন আচরণের যে পরিচয় কালিদাসের কাব্যনাটকগুলির মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে আংশিক হিসাবে বিচার করিলেও তাহার যাথার্থ্য অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু বিহঙ্গবিশেষের স্বরূপনির্ণয় করিতে হইলে কালিদাসের এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত পরিচয়গুলি একত্র করিয়া আলোচনার বিষয়ীভূত করা আবশ্যক হয়, তাহাতে সন্দেহের নিরাকরণ হইয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্যে রঘুবংশকুমারসম্ভববর্ণিত পাখী সম্বন্ধে তথ্যনিরূপণের সুবিধার জন্য আমি কাব্যদ্বয়ের একত্র আলোচনা সমীচীন মনে করিয়াছি। মহাকবির নাটকাবলী সম্বন্ধেও ঐ পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

নানা প্রতিষ্ঠান ও শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণের সহায়তা আমার এই গ্রন্থপ্রণয়নের সৌকর্য্যসাধন করিয়াছে, তজ্জন্য আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। দেশবিদেশের বিশেষজ্ঞ ও প্রত্যক্ষদর্শী মহোদয়গণের যে কয়খানি চিত্রসন্নিবেশের অনুমতি লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ বোধ করিতেছি তৎসম্বন্ধে স্বীকারোক্তি চিত্রনিম্নে মুদ্রিত করিলাম। সূচিপ্রস্তুত ও প্রুফসংশোধন কার্য্যে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি-এস-সি মহাশয় প্রভৃতি সাহায্যপ্রদান করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

কলিকাতা
৬ই ফাল্গুন, ১৩৪০

শ্রীসত্যচরণ লাহা

সূচিপত্র

মেঘদূত

ঋতুসংহার

রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব

নাটকাবলী

চিত্রসূচি

মেঘদূত

১

হংসপ্রব্রজন

মহাকবি কালিদাসের কবিপ্রতিভা সাহিত্যরসিক কাব্যামোদীর রসলিপ্সাপূরণের অবসর বহু দিন যাবৎ দিয়া আসিতেছে; সত্যান্বেষী অনুসন্ধিৎসুর সমালোচনাস্তূপেও সেই রসলিপ্সাপূরণের এমন বাধা বিপত্তি ঘটে নাই যাহাতে সমালোচকের প্রতি আমাদের অযথা সন্দেহ ও আশঙ্কা পোষণ করা সঙ্গত মনে হইতে পারে। এই সব সমালোচনা বরং বিশেষরূপে বাঞ্ছনীয়, তাহাতে কালিদাসের প্রতিভা সর্ব্বতোভাবে আলোচিত হইবার অবসর ঘটে। কালিদাস-সাহিত্যের স্তরে স্তরে মহাকবিবর্ণিত উপাখ্যানগুলির নায়কনায়িকার back-groundরূপে যে বিশ্বপ্রকৃতির চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়, কুতূহলী তত্ত্বজিজ্ঞাসু তাহাতে মানুষ ও তাহার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে একটা বিপুল সমন্বয়ের সন্ধান পান। ইহার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ

করিতে হইলে আমাদের বিশেষ করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হয় কিরূপে এই বিপুলা প্রকৃতির পটভূমিকায় আকাশ, মেঘ, পাহাড় ও নদীসৈকতের মধ্যে কালিদাসের অতুল তুলিকায় মানুষ যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক লতা, গাছ, পাখী, ফুল একটা সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া আশ্চর্য্যভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের সুখ, দুঃখ, বেদনা, বিরহ, হর্ষ তাঁহার সেই তুলিকায় লিপিচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা হিসাবে চরিত্রাঙ্কনের উপকরণ মাত্র হয় নাই, সেই সমস্ত ফুটাইয়া তুলিতে আনুসঙ্গিক প্রাকৃতিক আবেষ্টনের সঙ্গে সেই মানুষের নিগূঢ় সম্বন্ধের চিত্র অঙ্কিত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্যরসিক অনেক সময় হয় তো ইহার সন্ধান ভাল করিয়া না পাইতে পারেন, কালিদাসের প্রতিভা সর্ব্বতোভাবে আলোচিত না হইলে বিষয়টির প্রকৃত অনুধাবন হয় না, তত্ত্বান্বেষীর সমালোচনার মধ্য দিয়া নানা দিক হইতে মহাকবির কাব্যসাহিত্যের উপর রশ্মিপাতের সুবিধা প্রদান না করিতে পারিলে সমগ্র সৌন্দর্য্যটি অপরিস্ফুট থাকিয়া যায়।

কালিদাসের কাব্যগুলির মধ্যে মেঘদূতে মহাকবি বিরহী যক্ষের বেদনা বুঝিবার জন্য মেঘের দৌত্য গ্রহণ করিয়াছেন; সেই মেঘের অভ্যুদয়ে প্রকৃতির রহস্যযবনিকার অন্তরালে বিক্ষিপ্ত পারিপার্শ্বিকের যে চিত্র কাব্যমধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে পাখী তন্মধ্যে কতখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে, মানুষের সুখদুঃখের সহিত তাহার ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস কিরূপ গ্রথিত হইয়া গিয়াছে,

কাব্যামোদী ব্যক্তি ভাল করিয়া হয় তো তাহার খোঁজ রাখেন না; এই পাখী কালিদাসের কাব্যনাটকের মধ্যে তাঁহার নিপুণ তুলিকায় যে সৌন্দর্য্যের রেখা টানিয়া যায়, রূপে ও শব্দে যে মাধুর্য্য বিকীর্ণ করে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের দিক হইতে বা রসসাহিত্যের উপাদান হিসাবে সাহিত্যরসিকের তাহা উপেক্ষণীয় নয়; মহাকবির এই বিহঙ্গচরিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পক্ষিতত্ত্বজিজ্ঞাসার দিক হইতে আলোচনার সূত্রপাত করিলে কালিদাসের সূক্ষ্মদর্শিতা ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির যথার্থ পরিচয় পাইবার সুবিধা হয়, তখন তাহাতে তাঁহার যে প্রকৃতিবিশ্লেষণসৌন্দর্য্যের সন্ধানলাভ ঘটে রসসাহিত্যের উপাদান হিসাবেও তাহা হেয় গণ্য করা যায় না। মেঘদূতে যে সমস্ত পাখীর উল্লেখ হইয়াছে তাহাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিচয় কি সে সম্বন্ধে গবেষণার যথেষ্ট অবসর আমাদের শিক্ষিত সমাজে আছে; মেঘের সঙ্গে তাহাদের নিবিড় সম্পর্কের কথা কাব্যমধ্যে দেখা যায়,—নৃত্যপর কলাপী পর্ব্বতে পর্ব্বতে কি ভঙ্গিমায় কলাপ বিস্তার করিয়া মেঘসংবর্দ্ধনায় তৎপর হয়, মেঘের আগমনে গর্ভাধানক্ষণপরিচয় পাইয়া বলাকা নভোমণ্ডলে আবদ্ধমালা হইয়া উড়িয়া বেড়ায়, শিপ্রাতটে বিচরণশীল সারস পটু মদকলে অন্তরীক্ষ কাঁপাইয়া তোলে, চাতকের নাদ মুহুর্মুহুঃ শুনিতে পাওয়া যায়, বর্ষাগমে বিসকিসলয়পাথেয় মুখে করিয়া মানসোৎক রাজহংস কি উদ্দেশে কৈলাস পর্য্যন্ত মেঘদূতের সহযাত্রী হইতে প্রয়াসী হয়, তাহাকে গিরিদরী লঙ্ঘন করিয়া হংসদ্বার দিয়া পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হয়—মহাকবিবর্ণিত নিসর্গদৃশ্যের বিচিত্র আবেষ্টনে এই সমস্ত

বিহঙ্গের অপূর্ব্ব জীবনলীলা পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে আলোচনার বিষয়ীভূত না হইলে আমাদের ভাল করিয়া বুঝিবার সুবিধা হয় না উহা আধুনিক আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে কিরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে। কালিদাস রাজহংসের মানসপ্রয়াণের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—

> कर्तुं यच्च प्रभवति महीमुच्छिलीन्ध्रामवन्ध्यं
> तच्छ्रुत्वा ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानसोत्काः ।
> आ कैलासाद्बिसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः
> संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः ॥

বর্ষাগমে এই রাজহংস ভারতের জলাভূমি হইতে বিসকিসলয় পাথেয় সংগ্রহ করিয়া মেঘগর্জ্জিত অন্তরীক্ষে উত্থিত হয়, কোন্ এক অন্ধ শক্তির প্রেরণায় সে উত্তর অভিমুখে গিরিরাজ হিমাচল অতিক্রম করিয়া কৈলাসের দিকে ধাবিত হইতে থাকে, তাহার ভিতর কিসের যেন একটা উৎকণ্ঠা আছে;—কাব্যবর্ণিত চিত্রটির সমগ্র সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে ইহা মাত্র কবির খেয়াল-প্রসূত বলিয়া তাঁহার লিপিচাতুর্য্যের উদাহরণ হিসাবে ধরিলে চলিবে না; এই রাজহংসের বিচিত্র যাযাবরত্বের কথা ভাবিয়া দেখিতে হইলে হংসপ্রব্রজন লইয়া পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। আমাদের প্রথমেই মনে রাখা আবশ্যক যে শুধু মেঘদূতে নয় কালিদাসের কাব্যনাটকগুলির মধ্যে যেখানেই বর্ষায় এই প্রসঙ্গের উত্থাপন হইয়াছে সেইখানেই রাজহংসের

উৎকণ্ঠার * উল্লেখ আছে; কিন্তু মহাকবির বর্ণনার মধ্যে যখন বর্ষাপগমে শীতঋতুতে এই রাজহংসের ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের সন্ধানলাভ হয় তখন তাহার সেই উৎকণ্ঠার উল্লেখ দেখা যায় না, তখন মানসসরোবরের স্মৃতিটুকু লইয়া যেন ফিরিয়া আসায় তাহাকে "মানসরাজহংসী" † বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। হংসের এই যাওয়া-আসা, তাহার হিমাচল অতিক্রম করিবার জন্য এই যে একটা নিগূঢ় শক্তির প্রেরণা, ঋতুবিশেষে তাহার এই উৎকণ্ঠা—এ সমস্তই আগাগোড়া কম রহস্যময় নয়! বর্ষাগম বা বর্ষাপগমের সঙ্গে এই হংসপ্রব্রজনের কোনও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে কি? নহিলে মহাকবি মেঘের শ্রবণসুভগ গর্জ্জন শুনিয়া মানসোৎক রাজহংসের নভোমণ্ডলে উৎপতিত হইয়া কৈলাসযাত্রার চিত্র অঙ্কিত করিলেন কেন? দশার্ণগ্রামের হংসের যে পরিচয় কালিদাস দিয়াছেন—

त्वय्यासन्ने परिणतफलश्यामजम्बूवनान्ताः
संपत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसा दशार्णाः ॥

তাহাতে জানা যায় যে সে এই জায়গায় কতিপয়দিনস্থায়ী ভাবে অবস্থান করিতেছে। কেন তাহাকে কতিপয়দিনস্থায়ী বলা হইয়াছে? যে বিসকিসলয় পাথেয়টুকু সম্বল করিয়া হাঁসের ঝাঁক মানসযাত্রা সুরু করিয়াছিল সেটুকু নিঃশেষ হইয়া যাইতে অধিক বিলম্ব হয়

* ১২৫ ও ১৮৭-১৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
† ১২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

না, পথের মধ্যে আবার কিছু খাদ্যসংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া কি স্থানে স্থানে তাহাদের এক আধ দিন থাকিতে হয়? তাই আসন্ন বর্ষায় মানসযাত্রার পথে দশার্ণগ্রামে এই হাঁস এখন কতিপয়দিনস্থায়ী? পাখীর এই যাযাবরত্বের মত আশ্চর্য্য নৈসর্গিক ব্যাপার খুব কমই আছে। প্রব্রজনশীল পাখীগুলি এক অব্যক্ত নিয়মের বশে ঋতু-বিশেষে চঞ্চল হইয়া বাহির হইয়া পড়ে, অহোরাত্র আলোকে আঁধারে তাহারা সহস্র যোজন পথ অতিক্রম করিয়া কোনও প্রকাণ্ড মহাদেশ পার হইতে থাকে; প্রতিবৎসর পক্ষিতত্ত্ববিৎ লক্ষ্য করেন কোনও নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে তাহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিয়া ঘড়ির কাঁটার ন্যায় তাহারা যথাসময়ে স্থানবিশেষে উপস্থিত হয়। কেমন করিয়া তাহারা এইরূপ করে এ রহস্যের সম্যক সমাধান আজও হয় নাই, কিন্তু এই যাযাবরত্ব কতগুলা পাখীর পক্ষে এত স্বাভাবিক! ইউরোপ মহাদেশের যাযাবর পাখীর পক্ষে যেমন ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করা চাই, এসিয়া ভূখণ্ডের কতকগুলি পাখীর পক্ষে সেইরূপ হিমাচল অতিক্রম করা একান্ত আবশ্যক। প্রতিবৎসর এক নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে মধ্য এবং উত্তর এসিয়ার এই পাখীগুলি দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া হিমাচল পার হইয়া ভারতবর্ষে, শ্যামে, সিংহলে, যবদ্বীপে উপস্থিত হয়; অপর এক বিশিষ্ট ঋতুতে তাহাদের উত্তরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকালেও হিমাচল অতিক্রম করিতে হয়। কাব্যবর্ণিত রাজহংসপ্রয়াণের কথা এখন হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয় না। এই রাজহংস কৈলাস পর্য্যন্ত মেঘের সহযাত্রী হইতে প্রয়াসী হইয়াছে, তাহার চিত্তে এখন এক অন্ধ আবেগ

দেখা দিয়াছে। কেন এই প্রেরণা, কি নিমিত্ত সে উত্তরাভিমুখে গমনের জন্য উৎসুক—ইহার সদুত্তর পাইতে হইলে পাখীর যাযাবরত্বের কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়। এসম্বন্ধে পক্ষিতত্ত্ববিৎ আমাদিগকে প্রধানতঃ দুইটা ব্যাপারের প্রতি মনোযোগী হইতে বলেন,—খাদ্যাভাবের তাড়না ও প্রজননঋতুর প্রেরণা। বৎসরের যে ঋতুতে কোনও বিশিষ্ট স্থানে পাখীর আহার্য্যের অভাব হইবার সম্ভাবনা থাকে সেই ঋতুর প্রাক্কালে তাহার এমন স্থানে প্রব্রজনের আবশ্যকতা হয় যেখানে তাহার খাদ্যের প্রাচুর্য্য আছে। পক্ষিতত্ত্ববিৎ মিঃ হুইস্‌লার * লিখিয়াছেন—"India lies south of the great mass of Northern and Central Asia, where winter conditions are very severe following on a short but luxuriant summer. It is not strange therefore that a huge wave of bird-life pours down to winter in India where insect and vegetable food is so abundant. The movement starts as early as July, and reaches its greatest height in September; it crosses the Himalayas from both ends, and gradually converges down the two sides of the Peninsula spending its strength until it ends finally in Ceylon. In spring the wave again recedes, starting at the end of February,

* Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. xxi.

and all the migrants have gone by the end of May." আরও একটা বড় কথা আছে। বৎসরের মধ্যে ঋতুবিশেষে যদি কোনও স্থানের জলবায়ু এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই যাযাবর পাখীর সন্তানজননের অনুকূল হয়, তাহা হইলে এইরূপ স্থানে প্রব্রজন করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ঋতুবিশেষে সন্তানজননের প্রাক্কালে জীববিশেষের স্নায়ুমণ্ডলে শিরায় উপশিরায় এক অননুভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা আসে; সেই অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুহিল্লোলের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির আকাশ-তরঙ্গে ও বায়ুহিল্লোলে কি এক নূতন স্পন্দন ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়; তখন সেই জীব স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, এমন জায়গায় গিয়া পড়ে যেখানকার প্রাকৃতিক আবেষ্টন তাহার সন্তানজননের অনুকূল।*

আহার্য্য ও শাবকোৎপাদনসমস্যা পাখীর যাযাবরত্বের বিশিষ্ট হেতু বটে, ইহা ঋতুবিশেষে তাহাকে চঞ্চল করিলেও পরিচিত

* গ্রন্থকারের "পাখীর যাযাবরত্ব" প্রবন্ধ (প্রকৃতি ২য় বর্ষ, ১৩৩২ সাল, ২৭ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

প্রব্রজনের প্রাক্কালে পাখীদিগের এই প্রকার চাঞ্চল্য পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণ লক্ষ্য করিয়াছেন। ডাঃ এ, এল্, টমসন্ Problems of Bird-migration (1926) গ্রন্থে লিখিয়াছেন—There is at least evidence that the urge is, when aroused, a very potent force. A great disquiet comes upon the birds until at length they depart: the flocking and restlessness before departure in autumn are well known in this country in the case of many species. It has also been well described by Hudson with reference to South American migrants: "This same spirit of unrest, or of a 'state of nerves,' was observable in the majority of the migrants, and manifested itself in an increasing wildness." Pp. 292-293.

বাসভূমি ত্যাগ করিয়া অপরিচিত সুদূর প্রান্তর, সরোবর অথবা জলাভূমিগুলি আহার্য্যবহুল হইলেও তথায় যাত্রা করিবার আয়াস স্বীকার করিতে এই যাযাবর পাখীকে কখনও কখনও পরাঙ্মুখ হইতে দেখা যায়। পক্ষিতত্ত্ববিৎ * প্রায় লক্ষ্য করিয়া থাকেন যে যদি কোনও উপায়ে—নৈসর্গিক অথবা কৃত্রিম—তাহার অনুকূল আহারবিহার ও সন্তানজননের ব্যবস্থা কোথাও থাকে কতিপয়দিনস্থায়ী যাযাবর পাখীদের কেহ কেহ তথায় দীর্ঘদিনস্থায়ী হইয়া পড়ে। মেঘদূতে অলকামধ্যবর্ত্তী যক্ষের উদ্যানে হংসগুলার বর্ণনা পাওয়া যায়—

वापी चास्मिन्मरकतशिलाबद्धसोपानमार्गा
हैमैश्छन्ना विकचकमलैः स्निग्धवैदूर्यनालैः ।
यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं संनिकृष्टं
नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसाः ॥

ইহারা এই জায়গার বাপীসমূহে এত আনন্দচিত্তে অবস্থান করিতেছে, মানসসরোবর সেখান হইতে বেশী দূর না হইলেও তাহারা মেঘ দেখিয়া আসন্ন বর্ষায় স্থানত্যাগ করিয়া উড়িয়া যাইতে প্রয়াসী নয়। কেন প্রয়াসী নয় তাহা উপলব্ধি করা এখন সহজসাধ্য; এই সময় তাহাদের উপস্থিতি দেখিয়া বুঝা যায় সেই স্থানের অনুকূল

* মিঃ এফ্., ডব্লিও, হেডলি লিখিয়াছেন যে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর হইতে পাখীগুলি বৎসরে বৎসরে স্থানান্তরে উড়িয়া যায়, শুধু যেগুলি মানুষঘেঁসা হইয়া পড়ে, তাহারা স্থান পরিত্যাগ করিতে চাহে না—"Only those that are fed by their human friends remain."—The Structure and Life of Birds (1895), p. 366.

আবেষ্টন ও খাদ্যপ্রাচুর্য্য ছাড়িয়া যাযাবর হংসগুলা সুদূর প্রবাস-যাত্রার আয়াস স্বীকারে কুণ্ঠিত হইতেছে।

মেঘের সঙ্গে হংসপ্রব্রজনের যে নিবিড় সম্বন্ধ আছে তাহা পক্ষিতত্ত্ববিদের পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়াছে। গ্রীষ্মাপগমে বর্ষার প্রাক্কালে তাহাকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া হিমাচল অতিক্রম করিয়া কতকগুলা হংসকে উত্তরে তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার হ্রদসান্নিধ্যে অনুকূল জলাভূমিতে গিয়া ডিম্বপ্রসব ও শাবকোৎপাদন কার্য্য সমাধা করিতে হয়। হিমালয়ের উত্তরে কৈলাসপর্ব্বত অবস্থিত, আর কৈলাসের পাদদেশে মানসসরোবর বিদ্যমান। বর্ষাগমে ইহা যে নানা হংসের বিশিষ্ট আবাসভূমি হিমালয়পর্য্যটনকারিগণের অনেকেই * তাহা লক্ষ্য

* কাপ্তেন জে, এইচ, বল্ডউইন লিখিয়াছেন—"There are several large lakes, such as the Pangong Lake, in Ladak, the Rhavan and Manasarowar Lakes, south of the Karakoram range of mountains, in Chinese Thibet, the Paltee Lake, near Lassa, and others to the north of Nepaul, and travellers who have visited these pieces of water during the summer months have reported that their banks and surface literally teem with thousands of wild fowl which have retired to these secluded spots for breeding purposes."—The Large and Small Game of Bengal and the N. W. P. of India (1876), p. 338.

মানসবক্ষে অতিবাহিত রজনীর প্রভাতোন্মুখ ক্ষণে হংসকাকলি শ্রুতিপথবর্ত্তী হওয়ায় ডাক্তার স্বেন হেডিন্ লিখিয়াছেন—"The wild-geese have waked up, and they are heard cackling on their joyous flights"—Trans-Himalaya, Vol. II (1910), p. 118.

ওয়ালটার হ্যামিল্টন প্রণীত East-India Gazetteer গ্রন্থে উল্লেখ আছে—"Wild geese are observed to quit the plains of India on the approach of the rainy season, during which Lake Manasarovara is covered with them; . . grey goose, which breed in vast numbers among the surrounding rocks, and here find food when Bengal is concealed by the inundation."—Vol. II, Second Edition (1828), p. 203.

করিয়াছেন। মুরক্রফ্‌ট্‌ * লিখিয়াছেন—"That on the water's edge was bordered by a line of wrack grass, mixed with the quills and feathers of the large grey wild goose, which in large flocks of old ones with young broods, hastened into the lake at my approach * *. These birds, from the numbers I saw, and the quantity of their dung, appear to frequent this lake in vast bodies, breed in the surrounding rocks * *." মানসসরোবরে যাত্রাকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পার হইয়া যখন এই যাযাবর হাঁসগুলা উত্তরাভিমুখে প্রব্রজন করিতে থাকে পথিমধ্যে হয় তো বিশ্রামার্থ কিংবা আহার্য্যসংগ্রহের নিমিত্ত স্থানে স্থানে তাহাদিগকে ক্ষণকাল কাটাইতে হয়। দশার্ণগ্রামে কতিপয়দিনস্থায়ী হংসের কাব্যমধ্যে যে বর্ণনা হইয়াছে তথায় সে মানসযাত্রার পথে কয়েক দিন মাত্র অবস্থান করিতেছে, শীঘ্রই আবার তাহাকে উড়িয়া যাইতে হইবে।

হতভাগ্য যক্ষের কারাবাসভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন গিরি, উপত্যকা, নদ, নদী অতিক্রম পূর্ব্বক প্রব্রজনশীল হংসগণকে মানসসরোবরে প্রয়াণ করিতে হইলে ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। কালিদাস ইহাকে হংসদ্বার বলিয়া জানাইয়াছেন,—

* A Journey to Lake Manasarovara in Un-des by William Moorcroft, Asiatick Researches, Vol. XII (1816), p. 466.

प्रालेयाद्रेरुपतटमतिक्रम्य तांस्तान्विशेषा-
न्हंसद्वारं भृगुपतियशोवर्त्म यत्क्रौञ्चरन्ध्रम् ।

ভারতবর্ষ হইতে সাধারণতঃ তিনটি স্বতন্ত্র গিরিবর্ত্ম দিয়া হিমালয় অতিক্রম করিয়া মানসসরোবর এবং কৈলাসপর্ব্বতে যাওয়া যায়,—লিপুলেখ বর্ত্ম, উন্তধুর বর্ত্ম, এবং নিতি বর্ত্ম। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই শেষোক্ত নিতিবর্ত্মই ভারতবর্ষের প্রাচীন কবিগণের নিকটে ক্রৌঞ্চরন্ধ্র * নামে পরিচিত। এই সমস্ত গিরিবর্ত্ম দিয়া হিমালয় অতিক্রম করা হংস ও অন্যান্য যাযাবর পাখীর পক্ষে সুবিধাজনক হয়। বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্ মিঃ ডেওয়ার † লিখিয়াছেন—"Migratory birds that pass the winter in India have to fly over the Himalaya mountains to their breeding grounds in Tibet, China and Russia. They do not fly over the highest mountains, but cross them by what are known as passes in the mountains, that is to say, spaces between the higher hills." কাব্যবর্ণিত হংসদ্বার নামের সার্থকতা এখন উপলব্ধি হয়; ইহা মাত্র কবিকল্পনা নহে।

* "Kraunchа Randhra—The Niti Pass in the district of Kumaun, which affords a passage to Tibet from India."—Nundo Lal Dey's Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India (Second Edition), p. 104.

† Birds of an Indian Village (1921), p. 56.

২

রাজহংস ও চক্রবাক

বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকটে এই হংসগুলি, বিশেষতঃ রাজহংসগুলি, ঠিক কোন্ জাতীয় বিহঙ্গ বলিয়া পরিচিত, এইখানে তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক। মুর্‌ক্রফ্‌ট্ মানসসরোবর মধ্যে যে হংস অবলোকন করিয়াছিলেন, তাহাকে তিনি 'large grey wild goose' বলিয়াছেন। ভারতীয় পক্ষিতত্ত্ববিশারদ মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার প্রণীত প্রামাণিক গ্রন্থ * হইতে জানা যায়, যে Grey goose সাধারণতঃ ইংরাজের নিকট Grey Lag goose নামে পরিচিত, তাহা Anserinae অন্তর্বংশভুক্ত যাযাবর বিহঙ্গ। ইহাদের দেহের বর্ণবিন্যাসে শাদার সহিত কোথাও ভস্ম এবং কোথাও ধূসর বর্ণের সংমিশ্রণ আছে; চঞ্চু ও পদদ্বয়ে শাদার সহিত যৎসামান্য লালের আভা বর্ত্তমান। হিন্দিভাষায় ইহাদের বিভিন্ন নাম প্রচলিত; যথা,—রাজহন্‌স্, কড়হন্‌স্। ইহারা প্রায় সর্ব্বোতোভাবে উদ্ভিজ্জাশী। শীতের প্রাক্কালে অক্টোবর মাসের প্রারম্ভ হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত উত্তরপশ্চিম ভারতে উহারা

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. VI, pp 398—399.

ঝাঁকে ঝাঁকে দৃষ্ট হয়; এমন কি সেই ঝাঁক ক্রমশঃ এক দিকে বোম্বাই এবং অপর দিকে চিল্কাহ্রদ, পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম ও ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। ক্বচিৎ সিংহলেও * ইহাদিগকে দেখা যায়। বড় বড় জলা, হ্রদ ও নদীসৈকত ইহাদের বিহারভূমি। এই যাযাবর grey goose কিন্তু ভারতবর্ষের স্থায়ী অধিবাসী নহে। সারা শীতকাল ভারত ও তৎসন্নিকৃষ্ট প্রদেশসমূহে উহারা আসিয়া উপস্থিত হয়, বর্ষার প্রাক্কালে আবার সাধারণতঃ সন্তানোৎপাদনের জন্য অন্যত্র চলিয়া যায়। এই হংসের বৈজ্ঞানিক নাম Anser anser Linn.

অমরকোষে রাজহংসের পরিচয় এইরূপ,—"রাজহংসাস্তু তে চঞ্চুচরণৈর্লোহিতৈঃ সিতাঃ" অর্থাৎ যাহাদিগের দেহ সিত, কিন্তু চঞ্চু এবং চরণ লোহিতবর্ণ তাহারা রাজহংস।

"সিত" শব্দের আভিধানিক অর্থ বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই প্রতীতি জন্মে যে, ইহা শুক্ল কিংবা শ্বেতের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াও, শুক্ল ও শ্বেত বলিলে যাহা বুঝায়, ইহাতে তাহার কিছু ব্যতিক্রম আছে। শুক্ল ও শ্বেত একেবারে শাদা;—অভিধানকার বলিতেছেন 'রক্তেতর'। শব্দার্ণব-রচয়িতা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে, সিত রংটি কদলীকুসুমোপম, কলার ফুলের মত। এই কলার ফুল যে সম্পূর্ণ শাদা নয়, একথা বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে অবশ্যই বুঝাইতে হইবে না; শাদার সঙ্গে অন্য বর্ণের সংমিশ্রণ

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. VIII, p. 701.

আছে। 'সিত' শব্দের আভিধানিক তাৎপর্য্যেও এই বিভিন্ন বর্ণ-সংমিশ্রণের আভাস পাওয়া যায়; কোথাও শ্বেতের সহিত পীত, কোথাও বা শ্বেতের সহিত কৃষ্ণের সম্পর্ক থাকিলেও, 'সিত' শব্দ বা তৎপর্য্যায়ক কতকগুলি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যখন শ্বেতের সহিত কৃষ্ণ মিলিল, তখন সেই সিতকে অর্জ্জুন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। যখন শাদার সহিত লাল মিশিল, তখন তাহা সিতপর্য্যায়ভুক্ত শ্যেত দাঁড়াইল। ম্যাক্‌ডোনেলের অভিধানে * ইহাকে reddish white বলা হইয়াছে। আবার দেখুন, 'গৌর' শব্দটি সিতপর্য্যায়ভুক্ত বটে, কিন্তু ইহা নিরবচ্ছিন্ন শুক্ল নহে,—'পীতো গৌরো হরিদ্রাভঃ' †;—শাদা এখানে হরিদ্রাভ হইয়া গিয়াছে। শব্দার্ণব বলিতেছেন—সিতঃ শ্যাবঃ কদলী-কুসুমোপমঃ;—অমরকোষ বলিতেছেন, 'শ্যাবঃ (স্যাৎ) কপিশঃ,' ম্যাক্‌ডোনেল ব্যাখ্যা করিলেন—dark brown। যে কৃষ্ণলেশবান্ সিতকে অর্জ্জুন বলা হইয়াছে, অভিধানকার ‡ তাহাকে কুমুদচ্ছবি বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অমরকোষ এই কুমুদফুলের রং বুঝাইয়া দিবার জন্য বলিয়াছেন—'সিতে কুমুদকৈরবে'। অতএব বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, যদিও সিত প্রভৃতি তেরটি শব্দ §

* Sanskrit English Dictionary (1893)

† অমরকোষ।

‡ "অর্জ্জুনস্তু সিতঃ কৃষ্ণলেশবান্ কুমুদচ্ছবিঃ"—রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর সম্পাদিত অমরকোষ-টীকা ৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

§ শুক্লশুভ্রশুচিশ্বেতবিশদশ্যেতপাণ্ডরাঃ
অবদাতঃ সিতো গৌরোঽবলক্ষো ধবলোঽর্জ্জুনঃ। ইত্যমরঃ

শুক্লপর্য্যায়ভুক্ত, ইহাদিগের অধিকাংশই নিরবচ্ছিন্ন শুক্লবর্ণপরিচায়ক নহে;—শাদার সহিত কৃষ্ণপীতরক্তাভার অল্পবিস্তর বিমিশ্রণ আছে। মিঃ কোলব্রুক্ সম্পাদিত অমরকোষে দেখিতে পাই যে, 'পাণ্ডুর' শব্দ শুক্লপর্য্যায়ভুক্ত রহিয়াছে,—টীকাকার ব্যাখ্যা করিলেন, 'white'; কিন্তু পরশ্লোকেই দেখা যায়—হরিণঃ পাণ্ডুরঃ পাণ্ডুঃ—ব্যাখ্যা, 'yellowish white'। অতএব সিতাবয়ব নিরবচ্ছিন্ন শুক্লতার পরিচায়ক হইবে, এমন কোনও কথা নাই।

"চঞ্চুচরণৈর্লোহিতৈঃ সিতাঃ" এই আভিধানিক উক্তি হইতে রাজহংসের দৈহিক বর্ণের যে পরিচয় পাই, grey goose বিহঙ্গ সম্বন্ধে তাহা খাটে। কিন্তু ভারতবর্ষের কোন স্থানে অথবা হিমালয়পর্ব্বতমধ্যে এই হংসের সন্তানজননপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণের যে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চাই। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার বলেন, উত্তরপশ্চিম ভারতে যাযাবর Grey goose ঝাঁকে ঝাঁকে অক্টোবর মাস হইতে আসিতে আরম্ভ করে; মার্চ্চ মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত উহারা ভারতবর্ষে থাকে। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম যে হয় না, এমন নহে। কারণ কর্ণেল আন্‌উইন্ * মে মাসের প্রারম্ভেও কয়েকটা বিহঙ্গকে কাশ্মীরে অবস্থান করিতে দেখিয়াছেন। Grey goose বিহঙ্গের প্রজননক্ষেত্র ভারতবর্ষের বাহিরে † অবস্থিত, পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণ

* Journal, Bombay Natural History Society, Vol. XI, p. 169.

† উত্তর ইয়ুরোপে, ভূমধ্যসাগরের উত্তর-দেশসমূহে, বৈকাল হ্রদে, পারস্য, মেসোপোটেমিয়া এবং আফ্‌গানিস্থানে ইহাদিগকে ডিম্বপ্রসব ও সন্তানোৎপাদন করিতে দেখা যায়।

বোম্বাই ন্যাচরেল হিষ্ট্রি সোসাইটির অনুমতিক্রমে — ষ্টুয়ার্ট বেকার হইতে

তিব্বতের হ্রদজলাশয়ে রাজহংসের প্রজননভূমি,

উপরে নীড় ও ডিম্ব

এইরূপ নির্দ্ধারণ করেন। পক্ষিতাত্ত্বিক এ্যাডাম্‌স্ * কিন্তু লিখিয়াছেন, হিমালয়সান্নিধ্যে লাডাকের হ্রদমধ্যে এই হংস শাবকোৎপাদনের জন্য গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত অপর কোনও বিহঙ্গতত্ত্ববিদের চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে এইরূপ প্রমাণ যদি বাস্তবিকই পাওয়া যায়, উহা কম কৌতূহলের বস্তু হইবে না। তখন নিঃসংশয়ে জোর করিয়া বলা চলিবে যে, এই Grey goose ও কবিবর্ণিত মানসোৎক রাজহংস একই বিহঙ্গ। এই হংসের প্রজননভূমি, পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণ যতদূর অবগত আছেন, হিমাচল হইতে খুব বেশী দূরে অবস্থিত নহে। তজ্জন্য মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণের কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কৈলাস অথবা হিমাচলের হ্রদবিশেষে সম্ভবতঃ Grey goose ডিম্বপ্রসবাদিরূপ গার্হস্থ্য ব্যাপারে লিপ্ত থাকে। †

হিমালয়সান্নিধ্য, তিব্বত ও লাডাকের হ্রদসরোবর ও জলাভূমি যে যাযাবর হংসের প্রজননক্ষেত্র বলিয়া নিঃসংশয়রূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে, উহার বৈজ্ঞানিক নাম Anser indicus (Lath.)। ভারতের পশ্চিমাংশে 'রাজহন্‌স্' বা 'কড়হন্‌স্' নাম ইহাদের প্রতিও প্রযোজ্য দৃষ্ট হয়। এই হংসের দেহের বর্ণ নিরবচ্ছিন্ন শুভ্র নহে; তবে শাদার সহিত ধূসরপিঙ্গলের সমন্বয়

* Hume and Marshall, The Game Birds of India, Burmah and Ceylon (1881), Vol. III, p. 61.

† "It breeds in Seistan and quite possibly in parts of the Himalayas and in Northern Afghanistan".—Stuart Baker, Ducks and Their Allies (1921), p. 77.

আছে ; মস্তক, কণ্ঠ, নিম্নদেহের প্রান্তভাগ ও পুচ্ছনিম্ন একেবারে শাদা ; মস্তক-নিম্নে ছুইটা কৃষ্ণরেখা পরিস্ফুট। চঞ্চুচরণ কমলা-বর্ণ, দূর হইতে লালাভ দেখায়। শীতের আগমনে নবীন অগন্তুক-রূপে এই পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে সমগ্র ভারতের নদীহ্রদতড়াগ ছাইয়া ফেলে। গ্রীষ্মে সেই ঝাঁক উহাদের অনুকূল প্রজননক্ষেত্রে ক্রমশঃ ফিরিতে আরম্ভ করে। গ্রীষ্মশেষে ও আসন্ন বর্ষায় যেগুলা অবশিষ্ট থাকে, তাহারা কাশ্মীর, লাডাক ও কৈলাস প্রভৃতি হিমালয়ের উত্তরাংশে হ্রদসরোবরে গার্হস্থ্যজীবনযাপনে প্রয়াসী হয়। পক্ষিতত্ত্বজ্ঞেরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, এই হংসের ডিম্ব পূর্ব্বোক্ত Grey goose-এর ডিম্বের অনুরূপ। ইহারা প্রায় সম্পূর্ণ-রূপে উদ্ভিজ্জাশী।

আর একটি বিহঙ্গের উল্লেখ আবশ্যক। সেটির ইংরাজী নাম Flamingo; হিন্দিভাষায় ইহাও পূর্ব্বোক্ত পাখী ছুইটার ন্যায় 'রাজহন্‌স্‌' নামে পরিচিত। অধুনাতন পক্ষিতত্ত্ব-পর্য্যালোচনার ফলে এই বিহঙ্গ সাধারণ হংস হইতে পৃথক বর্গের (Phœnicopteri) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।* আহার, বিহার, উৎপতন-রীতি ও কণ্ঠস্বরের তুলনা করিলে সাধারণ হংস হইতে ইহাদের

* মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার কিন্তু এই পদ্ধতিতে সন্দিহান হইয়া লিখিয়াছেন,—

"Hartert Keeps the *Phœnicopteri* as a separate Order, whilst in my "Indian Ducks" the Ducks and Flamingos were both retained under this one Order. Perhaps this latter arrangement is the one which will finally have to be adopted."—Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. VI (1929), p. 372.

কোনও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। সাগরসৈকত, জলাভূমি ও সরোবরতট ইহাদের বিচরণক্ষেত্র; ভারতের সর্ব্বত্র এই আবেষ্টনে সারা শীতকাল ইহাদিগকে অল্পবিস্তর দল বাঁধিয়া অবস্থান করিতে দেখা যায়। খাদ্যের মধ্যে উদ্ভিজ্জ পদার্থ ইহাদের কম প্রিয় নহে। Flamingo পাখীর দৈহিক বর্ণ মস্তক হইতে পুচ্ছ পর্যান্ত শুভ্র, অল্পবিস্তর গোলাপী আভা-সমন্বিত। পদদ্বয় লাল, চঞ্চু আরক্তবর্ণ। শাবকের বর্ণে কিন্তু গোলাপীর পরিবর্ত্তে ঈষৎ ধূসর আভা বিদ্যমান। একবৎসরবয়স্ক শাবকের বর্ণ কিন্তু মোটামুটি শাদাই দেখায়, ইহা পক্ষিতাত্ত্বিক লেগ লিখিয়াছেন; যদিও তখন কেবল স্কন্ধ-পতত্রের এবং পতত্রচ্ছদের প্রান্তভাগ ধূসর থাকে; ডানার কালো পাখাগুলি গুটাইয়া থাকে বলিয়া সাধারণতঃ নয়নগোচর হয় না। দৈহিক বর্ণসম্পদ্ বিচার করিলে অভিধানের বর্ণনা ইহাদের প্রতি বেশ খাটে। যাযাবর হইলেও এই বিহঙ্গ পাঞ্জাব এবং পশ্চিম- ও উত্তর-ভারতে মে মাস পর্যান্ত অবস্থান করে। কখনও কখনও দক্ষিণ-ভারতের স্থানবিশেষে জুন জুলাই *, এমন কি আগষ্ট † মাসেও এই পাখীর ঝাঁক লক্ষিত হইয়াছে। বেলুচিস্থান, পারস্য, এসিয়া-মাইনর, তুর্কীস্থান, এমন কি সুদূর সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডে ইহাদিগকে দেখা যায়। সিংহলেও ইহার বিহারভূমি, এমন কি প্রজননক্ষেত্র ‡ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

* Stuart Baker, Ducks and Their Allies (1921), p. 4.

† Law, S. C., Kalidasa and the Migration of Birds II, J. A. S. B., N. S. XX (1924), 272.

‡ Wait, W. E., Manual of the Birds of Ceylon (1925), p. 443.

ভারতবর্ষের ভিতর কিন্তু কচ্ছোপসাগর ছাড়া অপর কোনও প্রজননভূমি সম্যকরূপে নির্ণীত হয় নাই।

মহাকবিবর্ণিত রাজহংসের স্বরূপনির্ণয় প্রসঙ্গে যে তিনটি বিহঙ্গের কথা আমরা উত্থাপন করিলাম, উহাদের প্রত্যেকের দেহের বর্ণবিচার করিলে দেখা যায় যে, চঞ্চুচরণৈর্লোহিতৈঃ সিতাঃ এই আখ্যা প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই খাটে। তবে যে Anser indicus (Lath.) হংসের মস্তকনিম্নে দুইটা কৃষ্ণরেখার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা পাখীটার বর্ণগত বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক হইলেও হংসমাত্রেরই প্রায় সাধারণ অঙ্গরেখার অনুরূপ। অমরকোষে দেখিতে পাই "হংসাস্তু শ্বেতগরুতঃ চক্রাঙ্গা মানসৌকসঃ", অর্থাৎ হংসগণ শ্বেতপক্ষ, চক্রাঙ্গ ও মানসচারী। চক্ররেখাঙ্কিত হইলেও শ্বেতধূসর বর্ণের সংযোগে পাখীটাকে অনায়াসে সিত আখ্যা দেওয়া চলে। তিব্বতীয় পর্ব্বতবাসীরা Anser indicus (Lath.) হংসকে "অঙ্‌ব কর্‌পো" বা সঙ্ক্ষেপে 'অঙ্‌কর্‌' * বলিয়া থাকে। ইহার অর্থ শাদা হাঁস। এই হংসের খাদ্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, ইহা সম্পূর্ণরূপে উদ্ভিজ্জাশী। উদ্ভিজ্জ খাদ্য উল্লিখিত তিনটি বিহঙ্গেরই প্রিয় বটে, তবে Flamingo কর্কটশম্বুকাদি এবং জলজ কীটও ভক্ষণ করে। মানসসরোবর এবং উত্তর-হিমালয় ও তিব্বতের হ্রদজলাশয় যে Anser indicus (Lath.) বিহঙ্গের প্রকৃষ্ট আবাসভূমি, তৎসম্বন্ধে আধুনিক পক্ষিতত্ত্ববিদের কণামাত্র সংশয় নাই। মানসৌকসঃ

* Journal, Bombay Natural History Society, Vol. XIX, p. 369.

রাজহংস

আখ্যা ইহার প্রতি অসঙ্কোচে প্রয়োগ করা চলে। পূর্ব্বে আমরা পর্য্যটক মুরক্রফ্‌টের Grey goose বিহঙ্গের উল্লেখ করিয়াছি। আধুনিক পক্ষিতত্ত্বজিজ্ঞাসার ফলে জানা গিয়াছে যে, এই Grey goose * পাখী বিহঙ্গবিদের পরিচিত Grey Lag goose হইতে পারে না, যেহেতু শেষোক্ত বিহঙ্গের প্রজননক্ষেত্র ভারতবর্ষের বাহিরে অবস্থিত; হিমালয়সান্নিধ্যে হ্রদসরোবরে ইহার গার্হস্থ্য-জীবনযাপন এখনও পর্য্যন্ত নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই।

মদ্‌বর্ণিত তিনটি পাখীর ভারতবর্ষের মধ্যে অবস্থানকাল তুলনা করিলে দেখা যায় যে, Grey Lag goose বিহঙ্গ সর্ব্বাগ্রে গ্রীষ্মাগমের সঙ্গে সঙ্গে, সাধারণতঃ মার্চ্চ, অন্ততঃ পক্ষে এপ্রিল মাসের মধ্যেই প্রস্থান করে। Anser indicus (Lath.) বিহঙ্গের রীতিও কতকটা এরূপ বটে, গ্রীষ্মাগমে ইহাও যাযাবরত্বের পরিচয় দিতে থাকে; তবে আসন্ন বর্ষায় জুন জুলাই মাসে কাশ্মীরে, লাডাকে এবং কৈলাস প্রভৃতি হিমালয়ের উত্তরাংশে সে গার্হস্থ্য-জীবন যাপনের জন্য থাকিয়া যায়। Flamingo পাখীকে জুলাই মাসে এমন কি আগষ্টেও ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে দেখা যায় বটে, হিমাচলসান্নিধ্যে কিন্তু এই বিহঙ্গ একেবারে অজ্ঞাত। মানস-প্রয়াণ ব্যাপারের সঙ্গে ইহাকে জড়িত করিতে গেলে আধুনিক পক্ষিবিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রমাণবিরুদ্ধ হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকিয়া যায়।

* মুরক্রফ্‌ট সম্ভবতঃ Grey goose শব্দ সাধারণভাবে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, বিশেষভাবে ইহার ব্যবহার যে করেন নাই। তাঁহার 'Grey' কথাটি অমরকোষের 'সিত' বাক্যের প্রতিশব্দের টীকায়; যেহেতু মোটামুটি যে রং আমাদের চোখে পড়ে, তাহাতে ধূসর প্রভৃতি আরও অন্য রং-এর সংমিশ্রণ থাকিলেও শাদা রং-ই বিশেষভাবে সূচিত হয়।

সাধারণ সংস্কারবশে অনেক সময়ে ভুলক্রমে রাজহংস Swan বলিয়া গণ্য হয়। ভারতবর্ষে ইহা অত্যন্ত বিরলদর্শন বিহঙ্গ এবং ইহাদের প্রজননক্ষেত্র ভারতবর্ষের বাহিরে। যে কয়টা জাতির Swan ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয়, উহাদের সকলেরই চঞ্চুচরণ কৃষ্ণবর্ণ। অমরকোষের বর্ণনা ইহাদের খাটে না। হিমালয়ের হ্রদবিশেষে Swan-এর গৃহস্থালির উপযোগী বাসভূমি আজ পর্য্যন্ত পক্ষিতত্ত্ববিদের অবিদিত।

মেঘদূতে চক্রবাকের উল্লেখ দেখিতে পাই,—

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাংজীবিতং মে দ্বিতীয়ং।
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্॥

এই চক্রবাক Anatinæ অন্তর্বংশভুক্ত হংসবিশেষ; বৈজ্ঞানিক নাম Casarca ferruginea (Vroeg.)। আমাদের দেশে ইহা সাধারণতঃ চকাচকী বলিয়া পরিচিত; ইংরাজের নিকট Brahminy Duck, Ruddy Goose ইত্যাদি নামে খ্যাত। অমরকোষে ইহার পরিচয় পাই,—"কোকশ্চক্রশ্চক্রবাকো রথাঙ্গাহ্বয়নামকঃ"। প্রবাদ আছে যে, চক্রবাক-মিথুন সারাদিন একত্র অবস্থান করিয়া দিবাবসানে পৃথক হইয়া যায়। পক্ষী রহিল নদীর এপারে, পক্ষিণী পরপারে; এই অবস্থায় পরস্পর পরস্পরকে ডাকাডাকি করিতে থাকে। বিদেশী পক্ষিতত্ত্ববিদ্ অনেকে স্বকর্ণে নদীর উভয় পার্শ্ব হইতে নিশীথে এই প্রকার অবিরাম পক্ষিকণ্ঠধ্বনি শুনিয়া ব্যাপারটি

লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। * কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবে এবং বাস্তব পক্ষিজীবনের দিক হইতে দেখিলে এই চকাচকীর বিরহপ্রসঙ্গ কতদূর সত্য, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ যে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এমন মনে হয় না। দিবাভাগে উহারা যে যুগ্মাবস্থায় নদীতটে একত্র অবস্থান করে, তাহা ব্লানফোর্ড প্রমুখ অনেক পক্ষিতত্ত্বজ্ঞই † লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্তু দিবাবসানে পক্ষিমিথুন পরস্পর পৃথক রাত্রিযাপন করে কি না, এ সম্বন্ধে পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরন্তু তাঁহাদের কেহ কেহ চকাচকীর নৈশ বিরহকাহিনীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া উপহাসচ্ছলে ‡ লিখিয়াছেন—Perhaps too the world is more virtuous, or celestial vigilance less keen, for certain it is that in these degenerate days, except in the case of very narrow rivers like the Hindon in Meerut, alike by day and night, Chakwa and Chakwi *are* to be found both on the *same* side of the river. এ বিষয়ের যতদূর

* "Who is there, when travelling by river during the winter months, has not heard at night the warning call of *Kwanko, Kwanko,* repeated at intervals?—this call seeming often to come and being answered from opposite banks."—Raoul's Small Game Shooting in Bengal (1899), p. 93.

† "In India this species is very common on all rivers of any size, generally sitting in pairs on the sand by the riverside during the day."—Fauna of British India, Birds, First Edition, Vol. IV (1898), p. 429.

‡ Hume and Marshall, The Game Birds of India, Burmah and Ceylon (1881), III, p. 129.

প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে আমরা দেখি যে, হংসদম্পতীর রাত্রিবাস নদীর সমপারেই হয়, যদিচ অপরিসর নদীর উভয় পারে পরস্পরের পৃথকভাবে অবস্থান মাঝে মাঝে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে রাত্রিকালে ভক্ষণরত অথবা খাদ্যান্বেষণতৎপর পক্ষিমিথুন পরস্পরের সঙ্গ ছাড়িয়া তফাতে প্রায়ই বিচরণ করে; এই সময়ে পরস্পর পরস্পরকে অবিরত ডাকাডাকি করে। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার* লিখিয়াছেন— At night, when feeding, the birds will often wander far apart, and may be heard calling to one another in their short dissyllabic notes, which are rendered into "Chakwi, shall I come?" "No, Chakwa!" and then "Chakwa, shall I come?" with the reply "No Chakwi!" এই প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তরগুলি মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার মনে করেন এই জাতীয় হংসের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের অনুরূপ।

রাজহংসের ন্যায় চক্রবাক যদিও যাযাবর এবং শীতের প্রাক্কালে দলে দলে ভারতবর্ষে আগমন করে, এ'দেশে অবস্থান কালে যুগ্মাবস্থায় বিচরণ করাই কিন্তু ইহাদের বৈশিষ্ট্য; এমন কি যে স্থানে অনেকগুলা পাখী একত্র দৃষ্ট হয়, সেখানেও উহারা জোড়া জোড়া থাকে; কোনও বিশিষ্ট দম্পতীর আহারবিহার পর্য্যন্ত অপর দম্পতীবিশেষের সহিত একেবারে সম্পর্কবিহীন।

সহচরদূরীভূতা সন্ধ্যাগমে পৃথক বিচরণশীলা স্বল্পমুখরা চক্রবাকীর প্রতি বিরহার্ত্তা কামিনীর সমবেদনা আরোপ করিতে এতদ্দেশীয়

* Ducks and Their Allies (1921), pp. 146-47.

কবিগণ কুণ্ঠিত হন নাই। কালিদাসও এই চিরন্তন পদ্ধতির ব্যতিক্রম না করিয়া যক্ষপত্নীকে বিরহজর্জ্জরিতা অনাথা চক্রবাকীর সহিত তুলনা করিয়াছেন।

এই চক্রবাক সমগ্র শীতকাল ভারতবর্ষে যাপন করিয়া গ্রীষ্মাগমে হিমাচলস্থ উপত্যকায়, লাডাক, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে প্রয়াণ করিয়া গার্হস্থ্যব্যাপারে লিপ্ত হয়।

৩

বলাকা ও সারস

गर्भाधानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमालाः
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः।

মেঘদূতকে সম্বোধন করিয়া বিরহী যক্ষ বলিতেছেন—হে জলদ! নয়নরঞ্জন তোমার সন্দর্শনে আপনাদিগের গর্ভাধানকাল উপস্থিত মনে করিয়া বলাকাগণ আকাশমার্গে শ্রেণীবদ্ধভাবে উড্ডীয়মান হইয়া তোমার অভিনন্দন করিতে থাকিবে।

श्रेणीभूताः परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः।

শ্রেণীভূতা বলাকাগণের গণনা করিয়া সংখ্যানির্দ্দেশ করিতে পারা যাইতেছে।

উভয় চিত্রেই বলাকার নভোমণ্ডলে উৎপতন ও বিচরণভঙ্গী এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ, কালিদাস তাহা বিশেষরূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। শুধু বলাকার কেন, মহাকবির তুলিকায় বিহঙ্গের অবস্থানভঙ্গী

যেরূপে চিত্রিত হইয়াছে, সামান্য কয়েকটি বিক্ষিপ্ত শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া উহার পরিচয় লওয়া আবশ্যক মনে করি।

वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाञ्चीगुणायाः
संसर्पन्त्याः स्खलितसुभगं दर्शितावर्तनाभेः।
निर्विन्ध्यायाः * *

মেঘদূতকে নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর বিহগরচিত কাঞ্চীদাম অবলোকন করাইয়া কবি যে বিহঙ্গগণের সুশৃঙ্খল অবস্থানভঙ্গীর নির্দ্দেশ করিতেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

হংসশ্রেণীরচিতরশনায় অলকার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—

हंसश्रेणीरचितरशना नित्यपद्मा नलिन्यः।

আকাশপথে 'আবদ্ধমালা' হইয়া বলাকাগণের উৎপতনভঙ্গী যে নয়নসুভগ মেঘসন্দর্শনের জন্যই তাহাতে সংশয় কি? এখন ইহাদের গর্ভাধানকাল উপস্থিত, তাহা বিহঙ্গতত্ত্ববিদের অবিদিত না হইলেও, কালিদাসের সূক্ষ্ম দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই;—সর্ব্বদা ভাবরাজ্যে বিচরণ করিলেও তিনি ছন্দোবন্ধের মধ্য দিয়া পক্ষিজীবনের এই বাস্তব ঘটনার পরিচয় মেঘদূতে দিয়াছেন।

এখন বলাকার বৈজ্ঞানিক পরিচয়লাভের চেষ্টা করা যাক। মল্লিনাথ মেঘদূতের টীকায় বলাকার্থে একস্থলে "বকপঙ্‌ক্তি" এবং অপর স্থলে "বলাকাঙ্গনা" লিখিয়াছেন। অমরকোষে বলাকা পর্য্যায়ে লিখিত আছে,—"বলাকা বিসকণ্ঠিকা" অর্থাৎ মৃণালের ন্যায় কণ্ঠ যাহার।

ডাক্তার আর, জি, ভাণ্ডারকর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত উক্ত অভিধানের টীকায় টীকাকার বলাকার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"বলাকা বিসকণ্ঠিকা দ্বে বালচৌঙ্ক বগচ্চা ইতি খ্যাতস্য বকভেদস্য। বিসমিব দীর্ঘঃ কণ্ঠোঽস্যাঃ বিসকণ্ঠিকা।" এই টীকাকারগণের মতে বলাকা শব্দ বকের ভেদ বা পর্য্যায়-সূচক এবং স্ত্রীপক্ষীটিকেও বুঝায়। মনিয়ার উইলিয়ম্‌স্ কৃত সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানে বলাকা শব্দের অর্থ দেওয়া আছে—a crane; এবং বক অর্থে—a kind of heron or crane, Ardea Nivea। কোলব্রুকপ্রদত্ত অমরকোষের ইংরাজী টীকায় বককে crane এবং বলাকাকে ক্ষুদ্র (small) crane বলা হইয়াছে। এখন, crane এবং heron একই পক্ষী কি না, অথবা স্বতন্ত্র পক্ষী, তাহার নির্দ্ধারণ আবশ্যক। বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্ মণ্টেগিউর অভিধানে * স্পষ্টই লেখা আছে যে, চলিত ভাষায় heron পক্ষীকে crane বলা হইয়া থাকে; তদ্রূপ আরও কয়েকটি গ্রাম্য শব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা—hern, heronshaw, hegrie, heronswegh প্রভৃতি। বিহঙ্গতত্ত্বহিসাবে কিন্তু crane এবং heron সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বংশের পক্ষী; crane পক্ষী Gruidæ বংশের এবং heron পক্ষী Ardeidæ বংশভুক্ত। বক অর্থে heron বা crane এই শব্দ দুইটির প্রয়োগ করিলেও অভিধানকার মনিয়ার উইলিয়ম্‌স্ যে কেবল একই জাতীয় (অর্থাৎ heron, যাহা গ্রাম্যভাষায় crane নামে

* Montague, Colonel G., Ornithological Dictionary of British Birds, Second Edition (1831).

পরিচিত) বিহঙ্গকে নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা আমরা Latin প্রতিশব্দ Ardea Nivea দ্বারা বেশ বুঝিতে পারি। Ardea গণের অন্তর্গত সকল বককেই সাধারণতঃ ইংরাজী ভাষায় heron বলা হয়। ইহারা প্রায়ই যাযাবর নহে; সকল ঋতুতে ইহারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সুবিধামত অবস্থান করে। Crane পক্ষিগণের সকলেই কিন্তু প্রায় যাযাবর; সারা শীতকাল ভারতবর্ষে যাপন করিয়া বসন্তে উহারা উড়িয়া যায়। মিল্টন-রচিত Paradise Lost গ্রন্থ হইতে যাযাবর crane পক্ষীর বাৎসরিক প্রয়াণ-বর্ণনার পদ উদ্ধৃত করিয়া মেঘদূতের টিপ্পনী-প্রসঙ্গে যখন হোরেস উইল্‌সন * বলাকাগণের উৎপতনভঙ্গীর তুলনা করিয়াছেন, তখন যে তিনি বলাকার যথার্থ পরিচয় পাইয়াছেন, এ বিষয়ে আমরা সন্দিহান হই। অনেকেই এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়া পণ্ডিতপ্রবর নিউটন † পাঠককে সতর্ক করিয়া লিখিয়াছেন—"Heron, a long-necked, long-winged, and long-legged bird, the representative of a very natural group, the Ardeidæ, which through the neglect or ignorance of ornithologists has been for many years encumbered by a considerable number of alien forms belonging truly to the Gruidæ (Crane) and Ciconiidæ (Stork), whose

* Mégha Dúta (1813), English Translation by H. H. Wilson, p. 14.
† A Dictionary of Birds (1896), p. 416.

structure and characteristics are wholly distinct, however much external resemblance some of them may possess to the Herons."

অভিধানোক্ত long-necked শব্দ অমরকোষের বিসকণ্ঠিকা পদকে স্মরণ করাইয়া দেয়; বিস বা মৃণালের স্থায় দীর্ঘ কণ্ঠ আছে বলিয়া ইহারা বিসকণ্ঠিকা। মৃণালের সহিত তুলনা করায় বককণ্ঠের যে কেবল দীর্ঘত্ব সূচিত হয় তাহা নহে, নমনীয়তাও সূচিত হইয়া থাকে। পক্ষিতত্ত্ববিদ্ ফ্রাঙ্ক্ ফিন * বককণ্ঠের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন—"Neck long with an S-like curvature in reposo" অর্থাৎ ইহার কণ্ঠ দীর্ঘ; পাখীটি যখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তখন গতিবিহীন অবস্থায় ইহার গলদেশ S অক্ষরের স্থায় বক্রভাব ধারণ করে। তখন অনেক সময়ে ইহাকে সর্প বলিয়া ভ্রম হওয়াও সম্ভব। ডাক্তার হেন্‌রি ফর্বস্ † Purple Heron-এর বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"In India the brown head of a closely allied species has been taken for a snake. The bird will trust greatly to this deception to oscape notice."

বলাকা বা বক পক্ষিগণের কণ্ঠস্বর কর্কশ। প্রায়ই আকাশমার্গে উড্ডীয়মান বকের ধ্বনি শুনা যায়; জলাভূমিতেও বিচরণকালে ইহাদের স্বর প্রদোষে ও প্রাতে শ্রুত হইয়া

* Tho World's Birds (1908), p. 56.

† British Birds with their Nosts and Eggs, Vol. IV., p. 11.

থাকে। এই জলচর বিহঙ্গের কণ্ঠস্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বোধ হয়, অভিধানকার বকপর্য্যায়ে ইহার "কহ্ব" আখ্যা দিয়াছেন (কে অর্থাৎ জলে হ্বয়তে শব্দং কুরুতে ইতি)। মজা এই যে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও সাধারণতঃ ইহার উক্তপ্রকার নামকরণ পাওয়া যায়;—ওয়েল্‌সের লোকে ইহাকে Boom of the marsh বলে; ইংলণ্ডের নানা স্থানে ইহা Bog-Bumper নামে পরিচিত। মার্কিন-দেশে অনেকে ইহাকে Bog-Bull বলিয়া অভিহিত করে। এই মার্কিন Bittern-এর স্বর শুনিলে মনে হয় যেন ইহার গলা জলে ভরা; সেই জলের ভিতর দিয়া ইহার স্বর নির্গত হইতেছে।

বর্ষাঋতু ইহাদের গর্ভাধানের প্রশস্ত সময়। এই সময়ে Ardeidæ বংশের নানা পক্ষী নানা স্থান হইতে একত্র সমবেত হইয়া সাধারণতঃ একই বৃক্ষের নানা শাখাপ্রশাখায় নীড় রচনা করে। Egret, bittern, night heron, common heron, purple heron প্রভৃতি পক্ষী স্বভাবতঃ বৎসরের অধিকাংশ সময় ভারতের নানা স্থানে সঙ্গিহীন অবস্থায় বিচরণ করে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ষাগমে কোথা হইতে তাহারা উড়িয়া আসিয়া এক বা ততোধিক বৃক্ষের সমস্ত শাখাপ্রশাখা জুড়িয়া বসে, এমন কি, অচিরে একটি পক্ষিপল্লী সৃজন করিয়া ফেলে। ইহারাই আবদ্ধমালা হইয়া আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হয়। মেঘৈর্মেদুরাম্বরাভিমুখে ইহাদিগের গতি এখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতের

মোহ উৎপাদন করিয়া থাকে। মিঃ হিউ হুইস্‌লার * লিখিয়াছেন—"The flight of the Heron is very majestic and characteristic, and when travelling the bird mounts high in the air and is recognisable a long way off. The head is drawn back within the shoulders and the long legs trail behind, while the large rounded wings beat with a slow methodical laboured rhythm." বৃহৎ শুভ্র বকের (The Large White Egret) উৎপতনভঙ্গী পক্ষিতাত্ত্বিক লেগের † চিত্তহরণ করিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন—"Its flight is, like that of the Common Heron, slow, being performed with measured strokes of its ample wings; and with its neck drawn in and its legs extended behind it, it forms a handsome object as it lazily flaps away to its feeding-grounds in the early dawn."

উদ্ধৃত বর্ণনার মধ্যে আমরা দেখি যে, উড্ডীয়মান বকের মস্তক এবং তাহার গলদেশ স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে সঙ্কুচিত এবং পদদ্বয় পশ্চাদ্দিকে প্রলম্বিত থাকে। উৎপতনের প্রাক্কালে কিন্তু ভূমি হইতে যখন বক বিস্তৃতপক্ষ-সঞ্চালন সাহায্যে ঊর্দ্ধে উড়িতে আরম্ভ করে, তখন তাহার গলদেশ পুরোভাগে প্রলম্বিত থাকিতে

* Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 393.
† A History of the Birds of Ceylon (1880), p. 1140.

দেখা যায়, পদদ্বয় নিম্নদিকে ঝুলিতে থাকে। এইরূপে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই তাহার দেহভঙ্গী উল্লিখিত বর্ণানুযায়ী পরিবর্ত্তিত হয়।

মেঘদূতে সারসের পরিচয় পাওয়া যায়—

দীর্ঘীকুর্ব্বন্যত্র মদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ।

* * * *

শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ।

অবন্তীজনপদের বিশালাপুরীমধ্যে প্রত্যূষে শিপ্রাতটে বিচরণশীল সারসগণের মদকল সমীরণ কর্ত্তৃক সুদূরে সম্প্রসারিত হইতেছে।

সারসের অভিধানার্থ এইরূপ—সারসো মৈথুনী কামী গোনর্দ্দো পুষ্করাহ্বয়ঃ ইতি যাদবঃ। অমরকোষে দেখি—পুষ্করাহ্বস্তু সারসঃ। এই অভিধানার্থ হইতে সারসের প্রকৃতি স্পষ্ট বুঝা যায়। পক্ষিদম্পতী প্রায়ই একত্রে বিচরণ করে, তজ্জন্য সারসকে মৈথুনী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে অনুরাগাধিক্য বশতঃ উহারা কামী। সারসের কণ্ঠস্বর বৃষবৎ কর্কশ, তাই গোনর্দ্দ। সারস হ্রদসরোবরের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট যে অভিধানকারগণ পদ্মের সহিত একপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া তাহার আখ্যা দিয়াছেন পুষ্করাহ্বয়ঃ বা পুষ্করাহ্বঃ। পাখীটার প্রকৃতিগত পরিচয় হইতে তাহার স্বরূপনির্ণয় এবং বৈজ্ঞানিক পরিচয় সহজে করা যায়; আধুনিক

পক্ষিতত্ত্ববিদের গবেষণা ও পর্য্যবেক্ষণের ফলের সঙ্গে মিলাইয়া লইলে আমরা তৎসম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার * বলেন,—The Sarus crane is resident wherever found and is always to be seen in pairs, sometimes accompanied by one or two young * * the swamps and lakes often satisfy their needs altogether and they wade their existence away without resort to dry land except for nesting purposes. They pair for life and are very devoted mates so that if one is killed it is said that the survivor often dies of grief * * * .

Their call is a loud sonorous trumpet uttered chiefly in the mornings and evenings and through the night, when the birds of a pair, separated in the darkness, call constantly to one another.

অতএব দেখা যাইতেছে, এই সারস ইংরাজ-পরিচিত Crane বিশেষ, Gruidæ বংশান্তর্গত। ইহার বৈজ্ঞানিক নামকরণ হইয়াছে Antigone a. antigone (Linn.)। যদিও Gruidæ বংশের অন্যান্য পাখী প্রায়ই যাযাবর, সারস কিন্তু এ দেশের স্থায়ী অধিবাসী। বর্ষাঋতু ইহার গর্ভাধানকাল; জুলাই মাসে ইহার নীড়নির্ম্মাণ প্রভৃতি

* The Game Birds of the Indian Empire—Journal, Bombay Natural History Society, Vol. XXXIII, pp. 3-4.

গার্হস্থ্যব্যাপার আরম্ভ হয়; অক্টোবর নভেম্বর মাসেও ইহার ডিম্ব এবং শাবক মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, সারসের আভিধানিক সংজ্ঞার মধ্যে অভিধানকার-বিশেষ হংস শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। শব্দার্ণবে দেখা যায় "চক্রাঙ্গঃ সারসো হংসঃ"। পূর্ব্বে আমরা হংসপরিচয় প্রসঙ্গে চক্রাঙ্গ শব্দের ব্যাখ্যা দিয়াছি এবং হংস সম্বন্ধে ইহার প্রয়োগের সার্থকতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সারস সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে যদি ইহার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করা যায়—যাহার অঙ্গবিশেষ চক্রাকৃতি। সারসের ঘাড় ও গলা হংসের মত চক্রাকৃতি, তজ্জন্য সে চক্রাঙ্গ। সারসকে কিন্তু হংস বলিলে ভুল হইবে। হংস সাধারণতঃ যাযাবর, কতিপয়দিনস্থায়ী; বর্ষায় ইহারা ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। সারস কিন্তু এই সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যেই নীড়নির্ম্মাণাদি গার্হস্থ্যব্যাপারে লিপ্ত হয়। এখন তাহার গর্ভাধানকালোপযোগী মদকলকূজিত দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে থাকে।

৪

শিখী ও সারিকা

রাজহংস-সারস-বলাকা-চক্রবাকের কথা কতকটা বলা হইয়াছে, কিন্তু মেঘদূতের কবি ময়ূরকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। অন্য পাখীর বিলাসসুভগ লাস্যলীলা মনোহারিণী বটে, কিন্তু শুক্লাপাঙ্গ শিখীর জলভরা আঁখিদুটি ও বিচিত্র কেকাধ্বনি হয় তো দৌত্যকার্য্য-সম্পাদনতৎপর মেঘকে ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত করাইয়া অভিশপ্ত প্রবাসী যক্ষের বিরহবেদনার কিছুমাত্র উপশম না করিয়া বিরহিণী যক্ষপত্নীর নিকটে পঁহুছাইতে বিলম্ব ঘটাইতে পারে, এই দুশ্চিন্তা রামগিরি পর্ব্বতের যক্ষটিকে পীড়িত করিতেছে। অন্য বিহঙ্গ তো আকাশপথে মেঘদূতের সহযাত্রী হইতে পারে, কিন্তু ককুভ-সৌরভামোদিত পর্ব্বতে পর্ব্বতে ময়ূরগণ তাহাদিগের সজল আঁখি তুলিয়া জলভরা মেঘকে যদি কিছুক্ষণের নিমিত্ত আটকাইয়া ফেলে, সেই ভয়ে যক্ষ তাঁহার দূতটিকে আগে হইতেই সাবধান

করিয়া দিতেছেন—

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিয়াসোঃ
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান্গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ।

যে পাখীর অপাঙ্গ শুক্ল, নয়ন সজল, বর্হ স্ফুরিতরুচি ও উজ্জ্বল রেখাবলয়সমন্বিত, কণ্ঠ নীল এবং কেকারবচেষ্টায় উন্নমিত, সেই মেঘসুহৃৎকে কেমন করিয়া বিরহী যক্ষের দূত এড়াইয়া যাইতে পারে? অলকায় গিয়াও মেঘদূত নীলকণ্ঠ ভবনশিখীর দর্শনলাভ করিতে পারে। দিবসাপগমে যিনি কাঞ্চনবাসযষ্টির উপরে সেই ময়ূরকে নাচাইয়া একদিন আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাঁহার কাছে যাইবার জন্যই তো মেঘকে দৌত্যকার্য্যে ব্রতী করা হইয়াছে। তাই দেখিতে পাই, কালিদাসের মেঘদূতে ময়ূর কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছে।

কিন্তু তাই বলিয়া কি কবিবরেব বর্ণনায় কেবলমাত্র বর্ণ ও শব্দপ্রাচুর্য্যে পাখীটিকে তাহার বাস্তব জীবন হইতে বিচ্যুত করিয়া কবির খেয়াল-প্রসূত একটা অবাস্তব জিনিষে পরিণত করা হইয়াছে? রোমান্সের কুহেলিকায় আমরা কি আসল পাখীটির খাঁটি পরিচয় পাইব না? তাহার নয়ন কি সজল নয়, অপাঙ্গ শুক্ল নয়? আসন্ন বর্ষায় উত্তরপশ্চিম ভারতের পর্ব্বতে তাহার কেকাধ্বনি কি শ্রুত হয় না? মেঘের সহিত তাহার সম্বন্ধ

দেখিয়া সাধারণ লোকে কি তাহাকে মেঘসুহৃৎ বলিতে পারে না? পুত্রবৎসলা ভবানী ইন্দীবরদলশোভিতকর্ণে যে বর্হটি স্থাপিত করেন, যে ময়ূরপুচ্ছ গোপবেশধারী বিষ্ণুর শিরোভূষণ, তাহা কি উজ্জ্বল-রেখাবলয়ি নহে? আবার কবি যে তাহাকে গলিত অর্থাৎ স্বয়ংছিন্ন বর্হ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও কি বৈজ্ঞানিক হিসাবে সত্য নহে? এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মেঘদূত হইতে ময়ূরের রূপ ও স্বর-বর্ণনাসূচক কয়েকটি শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

ज्योतिर्लेखावलयि गलितं यस्य बर्हं भवानी
पुत्रप्रेम्णा कुवलयदलप्रापि कर्णे करोति।
धौतापाङ्गं हरशशिरुचा पावकेस्तं मयूरं
पश्चादद्रिग्रहणगुरुभिर्गर्जितैर्नर्तयेथाः।

যাহার উজ্জ্বল রেখাবলয়সমন্বিত বর্হটি স্বতঃ স্খলিত হইলে পুত্রবৎসলা ভবানী ইন্দীবরদল-শোভিত কর্ণে ভূষণার্থ স্থাপিত করেন, হরশশিকিরণ কর্ত্তৃক ধৌতাপাঙ্গ সেই ময়ূরকে মেঘ অদ্রিগ্রহণগুরু গর্জ্জন দ্বারা সহজে নৃত্য করাইতে সমর্থ হইবে।

रत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत्पुरस्ता-
द्वल्मीकाग्रात्प्रभवति धनुःखण्डमाखण्डलस्य।
येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते
बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः।

শিখী ও সারিকা

গোপবেশধারী বিষ্ণুর তনু স্ফুরিতরুচি ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা মণ্ডিত হইলে যেমন অপরূপ শোভা হয়, হে মেঘ! তোমার শ্যামবর্ণ দেহ রত্নচ্ছায়াব্যতিকরের ন্যায় দর্শনীয় বল্মীকস্তূপাগ্র হইতে উদীয়মান ইন্দ্রধনুঃখণ্ডের সংসর্গে অত্যন্ত শোভা ধারণ করিবে।

কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা

অলকায় ভবনশিখিগণ নিত্যই সমুজ্জ্বল কলাপ বিস্তার করিয়া কেকারবে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে।

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।

উৎপশ্যামি * * *

প্রিয়ঙ্গুলতায় তোমার গাত্রসৌকুমার্য্য, চকিত হরিণীনয়নে তোমার দৃষ্টিপাত, চন্দ্রে আননশোভা, ময়ূরপুচ্ছে তোমার কেশভার অবলোকন করিতেছি।

জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈ-
র্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ।

গবাক্ষবিনির্গত নারীগণের কেশসংস্কারধূপের দ্বারা বর্দ্ধিতাবয়ব হইলে হে মেঘ! গৃহপালিত ময়ূরগণ বন্ধুপ্রীতিবশতঃ তোমাকে নৃত্যোপহার প্রদান করিবে।

তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈর্নর্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ।

দিবসাপগমে যখন মেঘসুহৃৎ নীলকণ্ঠ ময়ূর বাসযষ্টির উপর উপবেশন করে, তখন যক্ষপ্রিয়া বলয়শিঞ্জনের তালে তালে তাহাকে নাচাইয়া থাকেন।

শ্লোকোক্ত নীলকণ্ঠ, শুক্লাপাঙ্গ, ধৌতাপাঙ্গ, সজলনয়ন প্রভৃতি শব্দগুলি বৈজ্ঞনিকের নিকটে মেঘসুহৃৎ ময়ূরগণের সবিশেষ পরিচয় করাইয়া দেয়। কেবলমাত্র দুই জাতীয় ময়ূর ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয় বলিয়া আধুনিক পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থিরীকৃত করিয়াছেন; তন্মধ্যে Pavo cristatus Linn. পক্ষী যে কবিবর্ণিত ময়ূর, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার মস্তকে শিখা, গলদেশ নীলবর্ণ, অপাঙ্গ শুক্ল, পুচ্ছ জ্যোতির্লেখাবলয়ি। ব্লানফোর্ডের গ্রন্থ * হইতে আমরা ইহার কিছু বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম।

"Crest (শিখা) of long almost naked shafts terminated by fan-shaped tips that are black at the base, bluish green at the ends; neck all round rich blue (নীলকণ্ঠ) * * bronze-green of the train (পুচ্ছ), changing in the middle in certain lights into coppery bronze, each feather, except the outermost at each side and the longest plumes, ending in an 'eye' or ocellus, consisting of a purplish-black heart-shaped nucleus surrounded by

* Fauna of British India, Birds, Vol. IV (1898), p. 68.

blue within a coppery disk, with an outer rim of alternating green and bronze (জ্যোতির্লেখাবলয়ি); * * naked skin of face (অপাঙ্গ) whitish"। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার * এই অপাঙ্গের livid white বর্ণনা দিয়াছেন।

Pavo cristatus Linn. বিহঙ্গ ছাড়া অপর এক জাতীয় ময়ূরের উল্লেখ ভারতের পক্ষিতালিকায় দেখা যায়; তাহার কণ্ঠ নীল নয় এবং অপাঙ্গ শুক্ল নয়। এই শেষোক্ত বিহঙ্গের পরিচয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক এভান্‌স † লিখিয়াছেন—"Pavo muticus is distinguished by the golden-green neck and chest and the blue and yellow skin of the face (অপাঙ্গ); the crest feathers (শিখা) being here fully webbed."

নীলকণ্ঠ ময়ূর ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এমন কি যে অঞ্চলের সে প্রকৃত বন্য অধিবাসী নয়, সেখানেও মানুষের আনুকূল্যে তাহার প্রবেশাধিকার সহজলভ্য হইয়াছে। মিঃ হুইস্‌লার ‡ বলেন—"In the drier regions of the north-west where it has been introduced, or in those areas where sentiment and religion combined

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. V (1928), p. 283.

† Evans, A. H., The Cambridge Natural History, Birds (1899), p. 207.

‡ Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 314

provide the indigenous bird with complete protection, as the emblem of the Lord Krishna, it becomes very numerous and trusting." বর্ষাঋতু ইহার গর্ভাধান কাল। মেঘদর্শনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ইহাদের নৃত্য এবং স্বাগত কেকাধ্বনি শিখিদম্পতীর কেবলমাত্র অহেতুক আনন্দের পরিচায়ক নহে; ইহা তাহাদের পরস্পরের প্রীতির উচ্ছাসসূচকও বটে। যখন 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা' তখন প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ময়ূরময়ূরীর দাম্পত্যলীলার প্রশস্ত সময়;—মেঘের সহিত ময়ূরের এই নিবিড় সম্পর্ক কোনও পক্ষিতত্ত্ববিৎ অস্বীকার করিতে পারেন না। এ সকল বিষয়ের যে সাক্ষ্য ইংরাজ বৈজ্ঞানিকগণের ভাষায় পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

The breeding-season of the Peafowl is generally from the end of June to September. *

It appears that both in the Sub-Himalayan tracts and in Southern India some birds, at any rate, begin laying in April. †

The Peacock during the courting season raises his tail vertically, and with it of course the

* Stuart Baker, E. C., Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. V (1928), p. 283.

† Hume and Marshall, The Game Birds of India, Burmah and Ceylon, Vol. III (1881), p. 427.

lengthened train, spreading it out and strutting about to captivate the hen birds; and he has the power of clattering the feathers in a most curious manner. It is a beautiful sight to come suddenly on twenty or thirty Pea-fowl, the males displaying their gorgeous trains, and strutting about in all the pomp of pride before the gratified females. *

These strange gestures, which the native people gravely denominate the Peacock's *nautch*, or dance, are very similar to those of a turkey-cock, and accompanied by an occasional odd shiver of the quills, produced apparently by a convulsive jerk of the abdomen. †

This Pea-Fowl by choice frequents hilly and jungly ground, where there is an abundance of water and good cover. ‡

It frequents forests, and jungly places, more especially delighting in hilly and mountainous districts. §

* Jerdon, T. C., The Game Birds and Wild Fowl of India (1864), p 20.
† Oates, E. W., A Manual of the Game Birds of India, Part I (1898), p. 276.
‡ Ibid, p. 275.
§ Jerdon, T. C., The Game Birds and Wild Fowl of India (1864), p. 20

The call (of the Common Peafowl) is a loud trumpet-like scream like the *miaou* of a gigantic cat; in Northern India this is said to form the syllables *minh-ao* "come rain," and the bird is credited with being especially noisy at the approach of rain. *

জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস মোটামুটি আমাদের দেশের বর্ষাকাল। ময়ূরের দাম্পত্যলীলা বর্ষার প্রাক্কাল হইতেই আরম্ভ হয়। মেঘসন্দর্শনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ইহার আনন্দ নৃত্য ও কেকাধ্বনি সাময়িক নিসর্গশোভার একটি অত্যন্ত বাস্তব অঙ্গ। তাই যদি বিরহী যক্ষ মেঘসুহৃৎ ময়ূরের প্রতি মেঘের বন্ধুপ্রীতির কথা তুলিয়া তাঁহার দূতটিকে সাবধান করিয়া দিয়া থাকেন, তাঁহার আশঙ্কা যে কেবলমাত্র বিরহীর বুভুক্ষু হৃদয়ের অমূলক দুশ্চিন্তাপ্রসূত তাহা নহে; তাহার পশ্চাতে একটা বাস্তব বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

এখন দেখা যাক্, গলিত বর্হের তাৎপর্য্য কি? মল্লিনাথ ইহার টীকা করিয়াছেন—"গলিতং ভ্রষ্টং, ন তু লৌল্যাৎ, স্বয়ং ছিন্নমিতি ভাবঃ" অর্থাৎ যে পালক আপনা আপনি খসিয়া পড়িয়া যায়। বাস্তবিক বর্ষাঋতুর শেষে এই পতত্রস্খলন ব্যাপার দৃষ্ট হয়, এই সময়ে পুংপক্ষিগণের পুরাতন সুদীর্ঘ পুচ্ছ খসিয়া যায়। তৎপরিবর্ত্তে যে নূতন পুচ্ছের আবির্ভাব হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে

* Whistler, H., Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 315.

গজাইয়া উঠিতে প্রায় পাঁচ ছয় মাস সময় লাগে। মেঘদূতে দেবদেবীর মস্তক বা কর্ণাভরণরূপে ময়ূরের গলিত বর্হের ব্যবহারের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহার ব্যবহার বড় কম দেখা যায় না। ভারতবর্ষে ময়ূরপুচ্ছের আদর এখনও যথেষ্ট আছে; কিন্তু এই পুচ্ছ আহরণের নিমিত্ত জীবহিংসা না করিয়া কেবলমাত্র স্বয়ংস্খলিত বর্হের ব্যবহারই অনুমোদিত হয়। এখনও আর্য্যাবর্ত্তে ময়ূর পবিত্র জীব বলিয়া পরিগণিত।

অলকায় অশোকবকুল-তলে ভবনশিখীর জন্য বাসযষ্টি রচিত হইয়াছে—

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি-
র্মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রকাশৈঃ।

সে দু'টি তরু মাঝে স্ফটিকফলকেতে সোনার খোটা পোঁতা, গোড়ায় তার
নবীন বাঁশ সম প্রভায় অনুপম খচিত মণিরাশি চমৎকার।
দিবস-অবসানে তোমার প্রিয় সখা কলাপী নীল-গ্রীবা নিবসে তায়;
প্রিয়ার করতালে নাচে সে তালে তালে, বলয় কণুঝুনু মৃদুল গায়। *

কৃত্রিমতার মধ্যে প্রকৃতির অনুকরণ করিয়া বাসযষ্টিটি নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশ্য যে শুধু নীলকণ্ঠ ময়ূরকে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত, তাহা বেশ বুঝা যায়। তরুণ বংশের নীল আভাবিশিষ্ট

* মেঘদূত—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত (১৩৩৭), ৮৫ পৃষ্ঠা।

মরকতমণি দ্বারা রচিত হইলেও বাসযষ্টিটি প্রকৃত বংশখণ্ডের সবুজ শোভা ধারণ করিয়াছে। সন্ধ্যাগমে বংশভ্রমে নীলকণ্ঠ ইহার উপরে উপবেশন করিয়া রাত্রিযাপন করে। বস্তুতঃ দেখা যায় প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে স্বচ্ছন্দবিচরণশীল ময়ূরের স্বভাব এই যে, সে রাত্রি যাপনের নিমিত্ত একটি উপযোগী বাসযষ্টি বাছিয়া লয়; প্রতি সন্ধ্যায় সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আশ্রয় লইবার নিমিত্ত উপস্থিত হয়। বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্‌গণ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন—"Peafowl roost on trees and they are in the habit, like most Pheasants, of returning to the same perch night after night." * বাসযষ্টির ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া কবি তাৎকালিক পক্ষিপালন-প্রথার সুস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তে গৃহপালিত ময়ূরটিকে গৃহস্থ কুলবধূ কেমন করিয়া বলয়শিঞ্জিতে নাচাইয়া থাকেন, তাহার জন্য সাক্ষ্য লইতে আমাদের পাঠকপাঠিকাকে পাশ্চাত্য ornithologist-এর নিকটে যাইতে হইবে না। কিন্তু গৃহের বাহিরে ময়ূরীর সম্মুখে ময়ূর কেমন কলাপবিস্তার করিয়া প্রাঙ্‌মৈথুন লীলায় প্রবৃত্ত হয়, তদ্দর্শনবিহ্বল কুতূহলী বিদেশী বৈজ্ঞানিকের তত্ত্বজিজ্ঞাসার অবধি থাকে না। পণ্ডিতপ্রবর পাইক্রাফ্‌ট † এই লীলাকলার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "No more illuminating example of the evidence which moulded Darwin's interpretation of the

* Fauna of British India, Birds, First Edition, Vol. IV (1898), p. 69.

† Camouflage in Nature (1925), pp. 210-211.

ময়ূর নৃত্য
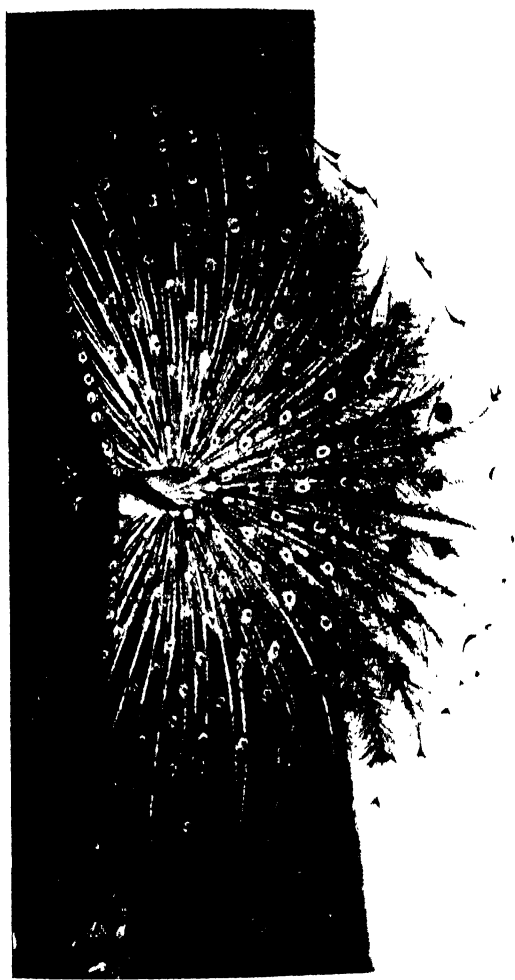
manifestations of "sex-" or "mate-hunger" could be found, than that furnished by the Peacock. The female, in this species, is "protectively" coloured. The young male, in his first plumage, very closely resembles her. But on attaining maturity these drab hues are put aside, and are replaced by the gorgeous plumes so familiar to us all. It is only, however, during the temporary waves of sexual excitement that they can be seen to their full advantage. Then they cease to be mere attributes of maleness, and they become a panoply of splendour, for every single feather is set on end, and vibrates with the surging passion which possesses the whole body. The long train of ocellated feathers is set on high, and spread like a gorgeous fan, shimmering with a never-ceasing play of colour, like burnished metal. And while this is thus spread, naught else can be seen of the bird than the exquisite "peacock-blue" of the head and neck, for the train sweeps the ground on either side, and effectually hides the dull-coloured wings and tail, which is used as a support for

the train. Thus posed, he approaches his mate by walking backwards, and then, at what he seems to consider the right distance, he sweeps round in front of her, and sets the feathers of the train in rapid vibration, so that they give forth a sound that is like nothing so much as the patter of falling rain upon leaves. Then he stands for a few moments before her perfectly still, as if inviting her to contemplate his supreme beauty. But, curiously enough, with true feminine coquetry, she apparently affects to be perfectly unmoved by all this parade, and to be intent only on picking up some unusually delicious tit-bits, which lay scattered around her! Not until she herself is in like manner possessed by a like desire will she respond to his invitations."

নীলকণ্ঠ শিখীকে নাচাইয়া যক্ষপত্নী যেমন কতকটা সময় অতিবাহিত করিতেন, তেমনই আবার আর একটি পোষা পাখী তাহাকে তাঁহার নির্ব্বাসিত স্বামীর কথা স্মরণ করাইয়া দিত।

সেটি একটি সারিকা। দূতকে বিদায় দিবার সময় যক্ষ এই সারিকার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

> **आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा**
> **मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती ।**
> **पृच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां**
> **कच्चिद्भर्तुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति ॥**

অতি প্রাচীনকাল হইতে গৃহস্থ সাদরে সারিকা পালন করিয়া আসিতেছেন, তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে * দেখা যায় যে, এই পঞ্জরবিহঙ্গ নারীদিগের স্রক, দর্পণ, চন্দনমালাদির ন্যায় অত্যাবশ্যক বিলাস-সামগ্রীরূপে পরিগণিত হইত। গৃহপালিতাবস্থায় সারিকা মানুষের বুলি অনুকরণ করিতে শিখে। এইজন্য ইহার পরুষবাক্ † আখ্যা হইয়াছে।

মেঘদূত-অনুবাদক হোরেস উইল্‌সন সারিকার টীকা ‡ করিয়াছেন—"*The Sáricá (Gracula religiosa)* is a small bird better known by the name of *Maina*; it is represented as a female, while the *Parrot* is

* ৪র্থ স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়, ৫ম শ্লোক।

† তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫।৫।১২

‡ Mégha Dúta (1813), English Translation by H. H. Wilson, pp. 92-93.

described as a male bird, and as these two have in all *Hindu* tales, the faculty of human speech, they are constantly introduced, the one inveighing against the faults of the male sex, and the other exposing the defects of the female." সারিকাকে স্ত্রীবিহঙ্গ এবং শুককে পুংবিহঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করায় একটা সাধারণ সংস্কারের কথা উত্থাপিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতার টীকাকার সায়ানাচার্য্য লিখিয়াছেন—শারিঃ শুকস্ত্রী। সারিকা বা সারি শব্দের বানানে 'শ'র প্রয়োগ বিকল্পে দেখা যায়। পক্ষিতত্ত্ব হিসাবে সারিকা ও শুক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বংশের পাখী। অতএব উল্লিখিত সংস্কার একেবারে ভ্রান্ত;—শুক সারিকার সম্বন্ধসূত্র রূপকথার 'ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমী'র মনুষ্যবাক্য অনুকরণপ্রবণতার ভিত্তি লইয়া গ্রথিত। উইল্‌সন-কথিত Gracula religiosa বিহঙ্গ পার্ব্বত্য-ময়নাকে বুঝায়। সাধারণতঃ যে পাখী হিন্দুস্থানে ময়না নামে অভিহিত, তাহা হইতে পার্ব্বত্য-ময়না স্বতন্ত্র। সাধারণ ময়নাকে বাংলায় সালিক বলা হয়। এই সালিক শব্দ সারিকার অপভ্রংশ মাত্র। অভিধানকার মনিয়ার উইলিয়াম্‌স * সারিকা বুঝাইতে Gracula religiosa এবং Turdus salica শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় তাঁহার মতে সারিকা শব্দ সালিক

* **Sārikā**, a kind of bird (commonly called Maina, either the Gracula Religiosa or the Turdus Salica, also written *sārika*).—A Sanskrit-English Dictionary (1899), p. 1066.

এবং পার্ব্বত্য-ময়না উভয় বিহঙ্গকেই বুঝায়। বিহঙ্গতত্ত্ববিৎ কিন্তু ইহাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করিয়া ইহাদিগকে পৃথক বংশভুক্ত করিয়াছেন। পোষা পাখী হিসাবে উভয় ময়নাই গৃহস্থের আদরণীয়। মনুষ্যবাক্য অনুকরণে উভয়ই পটু, তবে পার্ব্বত্য-ময়নার বুলি অধিকতর সতেজ ও সুমিষ্ট এবং অনুকরণশক্তিও অধিক। সালিক বা সাধারণ ময়না সম্পর্কে মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার * লিখিয়াছেন—"They form excellent pets and though so common are favourite cage-birds with Indians, for they are hardy and intelligent and their extreme conceit renders them very amusing." সালিকের আধুনিক বৈজ্ঞানিক নাম Acridotheres t. tristis (Linn.)।

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. III (1926). p. 54

৫

চাতক

মেঘদূতে চাতকের উল্লেখ একাধিকবার দেখা যায়; প্রতিবারেই কালিদাস ইহার সহিত মেঘের নিবিড় সম্পর্কের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দৌত্যকার্য্যে ব্রতী হইতে না হইতেই মেঘের বামভাগে মধুরভাষী চাতক কূজন করিতেছে—

वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः ।

সিদ্ধপুরুষগণ অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুর চাতককে নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে মেঘগর্জ্জন শুনা গেল—

अम्भोबिन्दुग्रहणचतुरांश्चातकान्वीक्षमाणाः

* * * *

त्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः
सोत्कम्पानि प्रियसहचरीसंभ्रमालिङ्गितानि ॥

আবার

নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ।

শুধু মেঘদূতে নয়, সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘের সহিত এই পাখীটির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা আমরা দেখিতে পাই। অভিধানকারগণও চাতকের পরিচয় দিতে গিয়া মেঘের আকর্ষণী শক্তির কথাটাই বড় করিয়া বলিতেছেন,—"চততি যাচতে সততমম্ভোমেঘং" ইতি শব্দস্তোমমহানিধিঃ। বাচস্পত্য অভিধানে চাতকার্থে এইরূপ লিখিত আছে—"যাচনে কর্ত্তরি খুল্। সারঙ্গে স্বনামখ্যাতে খগভেদে"। অভিধানোক্ত সারঙ্গ শব্দটি চাতকের নামান্তর মাত্র; তদ্রূপ স্তোকক ইহার আর একটি নাম। "সারঙ্গস্তোককশ্চাতকঃ সমাঃ ইত্যমরঃ।" মেঘদূতে এই সারঙ্গের উল্লেখ আছে—

সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্।

যদিও সারঙ্গ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে* স্থানবিশেষে ব্যবহৃত হয়, তথাপি মনে হয় যে, এস্থলে ইহা চাতকপক্ষীকে বুঝাইতেছে; এই সারঙ্গ অথবা চাতক জললবমুচের অর্থাৎ মেঘের মার্গ সূচনা করিয়া দিবে।

মেঘদূতের ইংরাজী টীকায় হোরেস উইলসন† এই চাতকের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

* সারঙ্গশ্চাতকে ভৃঙ্গে কুরঙ্গে চ মতঙ্গজে ইতি বিশ্বঃ।

† Mégha Dúta (1813), English Translation by H. H. Wilson, p 11

The *Chátaca* is a bird supposed to drink no water but rain water; of course he always makes a prominent figure in the description of wet or cloudy weather * * .

In the translated *Amera Cósha*, it appears that the *Chátaca* is a bird not yet well-known, but that it is possibly the same as the *Pipiha*, a kind of cuckoo, (*Cuculus radiatus*).

মনিয়ার উইলিয়ম্‌স * চাতকের নির্দ্দেশ করিয়াছেন এইরূপ—The bird Cucculus melanoleucus (said to subsist on rain drops).

রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত মেঘদূত-সংস্করণেও † পাখীটার এই পরিচয় পাওয়া যায়।

দেখা যাইতেছে উইল্‌সন্ প্রমুখ সংস্কৃতাভিজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে চাতক Cuckoo বংশের বিহঙ্গবিশেষকে বুঝায়। তাঁহাদের এই ধারণার ভিত্তি কি, তাহা এখন দেখা যাক। পাখীটার দুইটা বৈজ্ঞানিক নাম উদ্ধৃত হইয়াছে; নামের প্রভেদ থাকিলেও আমাদের বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না যে, দুইটা নামই একই বিহঙ্গকে সূচিত করে। Cuckoo বংশের এই বিহঙ্গের আধুনিক বৈজ্ঞানিক নামকরণ হইয়াছে

* A Sanskrit-English Dictionary (1899), p.392.

† Hultzsch, E., Kalidasa's Meghaduta (1911), p. 83.

Clamator jacobinus (Bodd.)। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকারের গ্রন্থে * ইহার হিন্দি নাম লিখিত আছে *Pupiya, Chatak*। মেঘের সহিত এই বিহঙ্গের সম্বন্ধ যতদূর খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, বর্ষাঋতু ইহার গর্ভাধানকাল এবং এই সময়ে সে এত মুখর হয় যে, তাহার রব ও কাকলি অনবরত শুনিতে পাওয়া যায়। বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্ জার্ডন † লিখিয়াছেন—"At the breeding season it is very noisy, two or three males (apparently) often following a female, uttering their loud peculiar call, which is a high-pitched wild metallic note. It utters this very constantly during its flight, which is not rapid, from one tree to another, and occasionally at a considerable height." মিঃ হুইস্‌লার ‡ বলেন যে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ জায়গায় পাখীটা বর্ষার আগন্তুক মাত্র; অন্য সময়ে সে এমন স্থানে প্রব্রজন করিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে, যেখানকার আবহাওয়া বিশেষরূপে সেঁৎসেঁতে। অতএব Clamator jacobinus (Bodd.) বিহঙ্গের বর্ষার সহিত সম্বন্ধ আছে সত্য; জলবহুল, সরস আবেষ্টনের সঙ্গেও তাহার সম্পর্ক বেশ বুঝা যায়। তবে কালিদাস ইহাকে যে অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুর বলিয়া

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. IV (1927), p. 167.

† The Birds of India, Vol. I (1862), p. 340.

‡ Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 250.

নির্দ্দেশ করিয়াছেন, জলযাচ্‌ঞায় তাহার পটুত্বের উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই, তাহার প্রমাণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কোথায়? প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে আকাশপথে সঞ্চরমান হইয়া সে গান করে বটে, কিন্তু বিহঙ্গতত্ত্ববিদের পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানা যায় যে, উৎপতনশীলতা পাখীটার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ততটা নহে, যতটা ঝোপেঝাপে, বৃক্ষশীর্ষে আসীন অবস্থায় সে বর্ষার নবীন পূজারী হিসাবে তাহার নিজের কণ্ঠস্বরের পরিচয় দেয়। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার * লিখিয়াছেন,—'It is a much less rapid flier than any of the preceding Cuckoos.' মিঃ হুইস্‌লার † বলেন,—'Although mostly arboreal it is more ready than most Cuckoos to perch in low bushes near the ground, and some of its food is actually taken from the ground.' খাদ্যসংগ্রহের নিমিত্ত ভূমির নিকটে যে পাখীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত, অম্ভোবিন্দুগ্রহণের জন্য কিন্তু ঊর্দ্ধে মেঘমণ্ডলে তাহার বিচরণ করিবার প্রয়োজন হইতেছে, মহাকবির নাটকে ‡ এরূপ উল্লেখ দেখা যায়। সে আলোচনার অবকাশ পরে কালিদাসের নাটকের বিহঙ্গপ্রসঙ্গে আমরা পাইব। কিন্তু Clamator jacobinus (Bodd.) বিহঙ্গের কবিবর্ণিত অম্ভোবিন্দু-গ্রহণচতুর বৃত্তি সম্বন্ধে কোনও পক্ষিতত্ত্ববিদের সাক্ষ্য আজ

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. IV (1927), p. 169.

† Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 250.

‡ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৭ম অঙ্ক, ৭ম শ্লোক।

পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। কাজেই পাখীটার জাতিবিচারে সন্দেহের কারণ থাকিয়া যাইতেছে। তাই বোধ হয় বেগতিক দেখিয়া কোলব্রুক * লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন—'But it is not certain whether the *Chàtaca* be not a different bird.' তবে কি চাতকের কবিবর্ণিত প্রকৃতির জন্য উক্ত Cuckooবিশেষের বর্ষার সহিত সম্পর্ক এবং তাহার সাময়িক চাঞ্চল্য ও তীব্র স্বরলহরী শুধু দায়ী? আসন্ন বর্ষায় তাহার স্বাগতধ্বনি শুনিয়া কি বারিগর্ভোদর মেঘের মধ্যে সঞ্চরমান উন্নমিতচঞ্চু তৃষাতুর চাতকের কল্পনা সহজ হইয়া উঠিয়াছে? কবি বলিতেছেন, চাতকের নাদ মধুর। Clamator jacobinus (Bodd.) বিহঙ্গের কণ্ঠস্বরেও মাধুর্য্য আছে। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার † লিখিয়াছেন—'Its call is a very wild metallic double note, not unmusical when the bird is in full voice, but very harsh at the beginning and end of the season.' আকাশমার্গে বিচরণকালেও এই পাখীর কলকণ্ঠ প্রায়ই বর্ষাকালে শুনা যায়। ইহার এই সকল লক্ষণ দেখিয়া বৈদেশিক পণ্ডিতমণ্ডলীর অনেকের ধারণা হয় তো অস্বাভাবিক নয় যে, এই বিহঙ্গবিশেষই কবিবর্ণিত চাতক। বিহঙ্গতত্ত্ববিদের মধ্যেও কেহ কেহ এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। রেভারেণ্ড ফিলিপ্‌স ‡

* Colebrooke, H. T., Dictionary of the Sanskrit Language by Umura Singha (1891), p. 130.

† Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. IV (1927), p. 169.

‡ Proceedings, Zoological Society of London, 1857, p. 101.

লিখিয়াছেন—This bird makes a great figure in Hindu poetry under the name of *Chātak*.

৬

পারাবত ও গৃহবলিভুক্

মেঘদূতকে সম্বোধন করিয়া যক্ষ বলিতেছেন

तां कस्यांचिद्भवनवलभौ सुप्तपारावतायां
नीत्वा रात्रिं चिरविलसनात्खिन्नविद्युत्कलत्रः ।
दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान्वाहयेदध्वशेषं
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्याः ॥

যে গৃহবলভিতে পারাবত সুখে নিদ্রিত, সেই স্থানে চিরবিলসনক্লান্ত বিদ্যুৎপত্নীর সহিত রাত্রিযাপন করিয়া সূর্য্য উদিত হইলে তুমি অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। বন্ধুগণের কার্য্যসম্পাদন করিতে অঙ্গীকার করিয়া কেহ বিলম্ব করে না।

এই যে পারাবত গৃহবলভিতে আশ্রয় লইয়া রাত্রিতে নিদ্রা যায়, ইহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করিতে পারেন,—এই পাখী সাধারণ গৃহকপোত, না ঘুঘু? মল্লিনাথ অমরকোষ হইতে উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন "পারাবতঃ কলরবঃ কপোতঃ"। কপোত কিন্তু পায়রা এবং অন্য বিহগকেও বুঝায়—'পারাবতঃ কপোতঃ স্যাৎ কপোতো বিহগান্তরে' ইতি বিশ্বঃ। এই বিহগান্তর অবশ্যই ঘুঘুপাখীকে নির্দ্দেশ করিতেছে। এখন মেঘদূতের পারাবত ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি?

বৈজ্ঞানিকের নিকট ঘুঘু এবং পারাবত একই বর্গভুক্ত পাখী;—শুধু বর্গ কেন, সেই বর্গাধীন Columbinæ অন্তর্বংশ-বিশেষের মধ্যে উভয় বিহঙ্গেরই স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মানবাবাসে আশ্রয় লইয়া গৃহবলভিতে যে পারাবতকে সুখে নিদ্রা যাইতে দেখা যায়, সে প্রায়ই ঘুঘু নয়, বিহঙ্গান্তর, যাহার সাধারণ বাংলা নাম পায়রা বা গোলা-পায়রা। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Columba livia intermedia Strickl.। গৃহবলভিতে ইহার রাত্রিযাপনের অভ্যাস বিদেশী দর্শকের চক্ষু এড়াইতে পারে নাই। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার * লিখিয়াছেন—"It roosts at night at its breeding-places, whether these be cliffs or buildings of various sorts." ঘুঘুর সহিত শুভকার্য্যসাধন-তৎপর মেঘদূতের একত্র রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা যক্ষের কখনই

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. V (1928), p. 222.

অভিপ্রেত হইতে পারে না; কারণ ঘুঘু অশুভশংসী। এক্ষেত্রে পারাবত আমাদের সাধারণ পায়রা ছাড়া আর কিছু নহে।

ভবনবলভির পারাবত প্রসঙ্গ ছাড়িয়া সঞ্চরমান মেঘদূতকে বিদায় দিবার পূর্ব্বে দশার্ণগ্রামচৈত্যাশ্রিত গৃহবলিভুক্ পক্ষিগণের প্রতি ক্ষণেকের জন্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

पाण्डुच्छायोपवनवृतयः केतकैः सूचिभिन्नै-
र्नीडारम्भैर्गृहबलिभुजामाकुलग्रामचैत्याः ।
***　　*　　*　　दशार्णाः ॥**

মেঘের আগমনে দশার্ণের মাঝে উপবনবৃতিসকল কেতক-বিকাশে পাণ্ডু, এবং জম্বুবন পরিণতফলশোভায় শ্যামবর্ণ দেখাইবে; গ্রামের চৈত্যতরুগুলি গৃহবলিভুক্ পাখীদিগের নীড়ারম্ভচেষ্টায় আকুল হইয়া উঠিবে।

এই গৃহবলিভুক্ পক্ষীর কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। মল্লিনাথের টীকায় গৃহবলিভুজাং অর্থে লিখিত আছে 'কাকাদিগ্রামপক্ষিণাম্'। অমরকোষে কাকপক্ষীকে বলিপুষ্ট এবং বলিভুক্ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। গৃহস্থপ্রদত্ত বলি ভোজন করে বলিয়া কাকাদি কতিপয় গ্রাম্য বিহঙ্গ গৃহবলিভুক্ পদবাচ্য হইয়া থাকে। অভিধানচিন্তামণিতে উক্ত পদ চটককে বুঝায়। বাচস্পত্য অভিধানে বলিভুজ্ অর্থে "বলিং বৈশ্বদেবদ্রব্যং গৃহস্থদত্তবলিং ভুঙ্‌ক্তে; কাকে অমরঃ" এইরূপ লিখিত আছে। কোন কোন অভিধানকার লিখিয়া গিয়াছেন যে,

ইহা বক পক্ষীকেও বুঝায়। আমরা কিন্তু বেশ বুঝিতে পারি যে, কাক এবং চটকপক্ষী মানববাসে অথবা তৎসান্নিধ্যে আশ্রয় লইয়া জীবনযাপন করে, তজ্জন্য তাহাদিগের মানবপ্রদত্ত বলি বক অপেক্ষা অধিকতর সুলভ। জনপল্লী মধ্যে পথের ধারে বৃক্ষশাখায় তাহাদের নীড়ারম্ভকার্য্য সহজেই পথিকের নয়নগোচর হয়। উইল্‌সন্ * মেঘদূতের টীকায় গৃহবলিভুজ্ পদের এইরূপ অর্থ করেন,—the term signifies, "who eats the food of his female," গৃহ commonly a *house*, meaning in this compound a *wife*; at the season of pairing it is said, that the female of this bird assists in feeding the male, and the same circumstance is stated with respect to the crow, and the sparrow, whence the same epithet is applied to them also. অর্থাৎ গৃহ অর্থে গৃহিণী, তৎপ্রদত্ত বলি ভোজন করে এই নিমিত্ত গৃহবলিভুক্; কথিত আছে, ডিম্বপ্রসবের পর স্ত্রীপক্ষী পুংপক্ষীকে ভোজনে সহায়তা করে; কাক এবং চটক পক্ষিগণের মধ্যে এইরূপ ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিহঙ্গতত্ত্ব হিসাবে এই ব্যাপারের যাথার্থ্য আদৌ আছে বলিয়া মনে হয় না; পরন্তু পুংপক্ষীই অনেক স্থলে স্ত্রীপক্ষীকে সন্তানজননকালে আহার যোগাইয়া থাকে। পাছে আহার অন্বেষণের নিমিত্ত

* Mégha Dúta (1813), English Translation by H. H. Wilson, p. 31.

ঘুরিয়া বেড়াইতে হইলে ডিম্বের অনিষ্ট হয়, এইজন্য বিশ্বপ্রকৃতির বিধিব্যবস্থায় পুংপক্ষীই সাধারণতঃ পক্ষিণীকে চঞ্চুপুটের সাহায্যে আহার যোগাইয়া দিয়া তাহাকে খাদ্যাহরণচেষ্টা হইতে কিছুদিনের নিমিত্ত অবসর প্রদান করিয়া থাকে। তাহাতে তাহার পক্ষে একাদিক্রমে বাসার মধ্যে ডিমে তা দেওয়ার অন্তরায় ঘটে না।

ঋতুসংহার

১

ঋতুভেদে বিহঙ্গ

মেঘের অভ্যুদয়ে সাধারণতঃ যে যে পাখী আমাদের নয়নগোচর হয় এবং বর্ষার সহিত যাহাদের নিবিড় সম্পর্ক দাঁড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের দেশে কবিপ্রসিদ্ধি, তাহাদের কয়েকটির পরিচয় আমি মেঘদূতপ্রসঙ্গে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের সঙ্গে পাখীর যে সম্পর্ক আছে,—সুখে, দুঃখে, বিরহে, মিলনে, কতকটা সজ্ঞানে, কতকটা অজ্ঞানে পরস্পরের যে প্রীতিবন্ধন দেখা যায়, ইহা বর্ষাঋতুতেই যে কেবল প্রকটিত এমন নহে; সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া ইহা তাহাদের উভয়ের জীবন-নাট্যের সহিত বিচিত্র রহস্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া আছে। ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাখীগুলির হাবভাবভঙ্গীর বিচিত্র পরিবর্ত্তন আলোচনা করিবার সুযোগ কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্যে আমরা কতকটা পাই।

বিহঙ্গতত্ত্বজিজ্ঞাসু বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকা যদি প্রকৃতির উন্মুক্ত লীলাকুঞ্জে মানবসম্পর্কবিরহিত স্বাধীন পাখীর গতিবিধি প্রভৃতি লক্ষ্য করিতে চান, তাহা হইলেও ঋতুসংহারের যৌবনভারনিপীড়িতা নায়িকাকে স্বচ্ছন্দে দূরে রাখিয়া কেবলমাত্র বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে মহাকবিবর্ণিত পাখীগুলিকে লইয়া যথেষ্ট আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। রসসাহিত্যে, বিশেষতঃ ঋতুসংহারের মত কাব্যে, নায়কনায়িকা একান্ত আবশ্যক বটে; কিন্তু আমরা আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সেই রসসাহিত্যের কেন্দ্রস্থ মানুষ দুটিকে যতদূর সম্ভব পশ্চাতে রাখিয়া, মুখ্যতঃ পাখীগুলিকে লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রচণ্ডসূর্য্য-স্পৃহনীয়চন্দ্রমা * নিদাঘকাল সমুপস্থিত; সুবাসিত হর্ম্ম্যতল মনোহর বোধ হইতেছে †; চন্দ্রোদয়ে সুরম্য নিশায় সুতন্ত্রি গীত নিতান্ত মধুর বলিয়া অনুভূত হয় ‡;—এইখানে এমনি সময় সীমন্তিনীদিগের নিতান্তলাক্ষারসরাগরঞ্জিত সনূপুর চরণধ্বনিতে পদে পদে হংসধ্বনিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে §। মেঘদূতের কালিদাস ঋতুসংহারে গ্রীষ্মবর্ণনায় সমস্ত ক্লান্তি এবং অবসাদের মধ্যে ভারতবর্ষের অত্যন্ত পরিচিত পাখীগুলিকে মানবজীবন হইতে স্বতন্ত্র ও বিশ্লিষ্ট করিতে কিছুতেই রাজি হইতেছেন না। প্রকৃতি

* ১ম সর্গ, ১ম শ্লোক।
† ১ম সর্গ, ৩য় শ্লোক।
‡ ১ম সর্গ, ৩য় শ্লোক।
§ ১ম সর্গ, ৫ম শ্লোক।

মূর্চ্ছিতা; নায়কনায়িকা ক্লান্ত ও অবসন্ন; তথাপি নায়িকার চরণের নূপুরনিক্কণ হংসরুতানুকারী বলিয়া মনে হইতেছে। ভূচর মানবের সঙ্গে খেচর পাখীগুলিকে ঋতুবিশেষে এমন করিয়া ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ না করিলে যেন বিশ্বশিল্পী কালিদাসের তুলিকায় সমগ্র চিত্রটি ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিত না। এই যে আল্‌তাপরা রাঙা চরণে নূপুর বাজিতেছে,—কেমন করিয়া ইহা পদে পদে হংসকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারে? পাঠকপাঠিকার হয়তো স্মরণ থাকিতে পারে যে, মেঘদূতপ্রসঙ্গে আমি হংসবিশেষের রূপবর্ণনা করিয়াছিলাম—চঞ্চুচরণৈর্লোহিতৈঃ সিতাঃ, অর্থাৎ চঞ্চু ও চরণ লোহিত, দেহটি শাদা। অতএব নায়িকার অলক্তাক্ত চরণের নূপুরশিঞ্জিতে লোহিতচঞ্চুচরণ শ্বেতাবয়ব হংসের গীত স্বতঃই কবিকল্পনায় জাগিয়া উঠিতে পারে।

যে হংসকে প্রচণ্ড রবিকরোদ্দীপ্ত নিদাঘকালে আমরা ক্বচিৎ দেখিতে পাই; ঋতুসংহারে গ্রীষ্মবর্ণনায় যাহার প্রতি কেবল একটু ইঙ্গিত করিয়া কামিনীর কমনীয় চরণকমলের মঞ্জীরধ্বনির আভাসের মধ্য দিয়া কবি যাহাকে বিদায় দিয়াছেন; যাহাকে মুখ্যভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন নাই; বর্ষাঋতু-বর্ণনার মধ্যে যাহার দর্শনলাভ আমাদের ঘটিয়া উঠিল না; হঠাৎ শরৎবর্ণনার মধ্যে সেই আমাদের পূর্ব্বপরিচিত কতিপয়দিন-স্থায়ী যাযাবর হংসটি কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া শরৎলক্ষ্মীর নূপুরধ্বনিকে জাগাইয়া তুলিতেছে! মৌনা প্রকৃতি আজ হংস-কাকলিতে মুখরিতা।

काशांशुका विकचपद्ममनोज्ञवक्त्रा
सोन्मादहंसरवनूपुरनादरम्या ।
आपक्वशालिरुचिरा तनुगात्रयष्टिः
प्राप्ता शरन्नववधूरिव रूपरम्या ॥

কাশপুষ্প যাহার অংশুক, বিকচ কমল যাহার বদন, উন্মত্ত হংসকাকলি যাহার নূপুরশিঞ্জিত, ঈষৎপক্ক শালিধান্য যাহার দেহযষ্টি, সেই শরৎকাল রমণীয় নববধূবেশে আসিয়া উপস্থিত।

काशैर्मही शिशिरदीधितिना रजन्यो
हंसैर्जलानि सरितां कुमुदैः सरांसि ।
सप्तच्छदैः कुसुमभारनतैर्वनान्ताः
शुक्लीकृतान्युपवनानि च मालतीभिः ॥

মহী কাশকুসুমে শুভ্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে; রজনী চন্দ্রকর-দীপ্তিতে শুক্লা; শ্বেত হংস নদীর জলকে শাদা করিয়াছে; সরোবর কুমুদপুষ্পশোভায়, বনান্ত সপ্তপর্ণীবিকাশে, এবং উপবন মালতী-কুসুমে শুভ্র হইয়া রহিয়াছে।

নিদাঘপ্রকৃতির অন্তরালে যে হংস প্রচ্ছন্ন ছিল; বর্ষাগমে মেঘদূতের কবি যাহাকে ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের ভিতর দিয়া মানস সরোবরাভিমুখে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছেন; শরৎকালে ভারতবর্ষের নদীবক্ষে সন্তরণশীল সেই হংস বর্ষাশেষে ঈষন্মলীন নদীজলকে শুভ্র করিয়া, হিল্লোলিত কমলদলরাগরঞ্জিত বীচিমালাকে মুখরিত

করিয়া, সিতা শরৎলক্ষ্মীর বাহনরূপে আমাদের অত্যন্ত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

কারণ্ডবাননবিঘট্টিতবীচিমালাঃ
কাদম্বসারসকুলাকুলতীরদেশাঃ।
কুর্বন্তি হংসবিরুতৈঃ পরিতো জনস্য
প্রীতিং সরোরুহরজোরুণিতাস্তটিন্যঃ॥

যে তটিনীর বীচিমালা কারণ্ডবচঞ্চু কর্তৃক সংক্ষোভিত; যাহার তীরদেশ কাদম্বসারসসমাকীর্ণ; পদ্মরেণুরাগরঞ্জিত সেই নদী হংসকাকলিতে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিয়া মানবের আনন্দ সঞ্চার করিতেছে।

সোন্মাদহংসমিথুনৈরুপশোভিতানি
স্বচ্ছানি ফুল্লকমলোৎপলভূষিতানি।
মন্দপ্রভাতপবনোদ্গতবীচিমালা-
ন্যুৎকণ্ঠয়ন্তি সহসা হৃদয়ং সরাংসি॥

যে সকল সরোবরে হংসমিথুন উন্মত্ত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে, তাহাদের জল স্বচ্ছ এবং ফুল্লকমলোৎপলশোভিত; মন্দ প্রভাত-পবনহিল্লোলে তাহাদের বক্ষ আন্দোলিত; তাহারা হৃদয়কে সহসা ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে।

নৃত্যপ্রয়োগরহিতান্ শিখিনো বিহায়
হংসানুপৈতি মদনো মধুরপ্রগীতান্ ।

শিখিগণ এখন আর নৃত্য করে না; কামদেব তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কলকণ্ঠ হংসগণকে আশ্রয় করিয়াছেন।

সম্পন্নশালিনিচয়াবৃতভূতলানি
সুস্থস্থিতপ্রচুরগোকুলশোভিতানি ।
হংসৈশ্চ সারসকুলৈঃ প্রতিনাদিতানি
সীমান্তরাণি জনয়ন্তি জনপ্রমোদম্ ॥

ভূতল জলসিক্ত শালিধান্যে আবৃত; গো-কুল সুস্থভাবে অবস্থান করিতেছে; সারসহংসনাদে সীমান্তর ধ্বনিত হইতেছে।

প্রস্ফুটিত কুমুদপুষ্পশোভিত, মরকতমণির ন্যায় দীপ্ত জলাশয়ে রাজহংস রহিয়াছে—

স্ফুটকুমুদচিতানাং রাজহংসস্থিতানাং
মরকতমণিভাসা বারিণা ভূষিতানাম্ ।

মত্তহংসস্বনে অসিতনয়না লক্ষ্মীর ক্বণিতকনককাঞ্চীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া শরৎ-শ্রী বিদায় লইতেছেন। বিদায়ের প্রাকালে

নারীর বদনে শশাঙ্কশোভা রাখিয়া এবং মণিনূপুরে হংসকাকলি অর্পণ করিয়া তিনি চলিয়া যাইবেন—

স্ত্রীণাং বিহায় বদনেষু শশাঙ্কলক্ষ্মীং
কামঞ্চ হংসবচনং মণিনূপুরেষু।

*   *   *   *

ক্বাপি প্রযাতি সুভগা শরদাগমশ্রীঃ ॥

শরৎ চলিয়া গেল; হেমন্ত আসিল, তুষারপাত * আরম্ভ হইল। হংসকাকলিকে অনুকরণ করিয়া রমণীর নূপুরনিক্কণ এখন আর শ্রুত হয় না। কিন্তু প্রফুল্লনীলোৎপলশোভিত প্রসন্নতোয় সুশীতল সরোবরবক্ষে কাদম্বের উন্মত্ত প্রলাপ শোনা যাইতেছে †।

অবশেষে ঋতুসংহারের পঞ্চম সর্গে শিশিরবর্ণনায় আর আমরা আমাদিগের পরিচিত হংসটিকে দেখিতে পাই না। ষষ্ঠ সর্গে সহচর কোকিলকে সঙ্গে লইয়া বসন্ত আসিল,—কিন্তু হংস কোথায় গেল?

* ৪র্থ সর্গ, ১ম শ্লোক

† ৪র্থ সর্গ, ৯ম শ্লোক।

২

ঋতুচিত্রে হংসের স্থান

হংসপ্রব্রজনের কথা লইয়া আমি মেঘদূতপ্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যাযাবর হংসদিগের মধ্যে কতকগুলি বৎসরের মধ্যে কেবল চারিমাস এবং অপরগুলি প্রায় ছয় মাসকাল ভারতবর্ষে যাপন করিয়া মধ্য-এশিয়ার এবং তিব্বতের হ্রদতড়াগাভিমুখে উড়িয়া যায়। বিদেশীয় পক্ষিতত্ত্বজ্ঞেরা ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন; এমন কি শিকারপ্রিয় ইংরাজেরও এ সম্বন্ধে জ্ঞান যথেষ্ট প্রশংসনীয়। একজন * লিখিয়াছেন—
"Some of our web-footed visitors, such as the pintail, *Dafila acuta*, red-crested pochard, *Branta rufina*, gadwall, *Chaulelasmus streperus*, pearl-eye, *Filigula nyroca* and the grey goose, *Anser cinerus*,

* Raoul, Small Game Shooting in Bengal (1899), p 1.

remain in India for some four months only, arriving in November, to depart again in February; while others, such as the bar-headed goose, *Anser indicus*, the grey teal, *Karkedula creca*, blue-winged teal, *Kerkedula circia*, remain with us fully six months—from October to the end of March, and a few even up to the end of April."

অপর একজনের * সাক্ষ্য এইরূপ পাওয়া যায়—"By far the greater number (of the duck tribe) spend the hot-weather months in other climes, to which they migrate about the end of March; some disappear before. Most of these migrants * * again return to India early in October, to some districts sooner, to others later, but the first week in October is about the general time."

বিহঙ্গতত্ত্ববিৎ ডেওয়ার † লিখিয়াছেন—"The migrating birds continue to pour into India during the earlier part of November. The geese are the last

* Baldwin, Capt. J. H., The large and small game of Bengal and the N. W. P. of India (1876), p. 337.

† Dewar, Douglas, A Bird Calendar for Northern India (1916), pp. 185-186

to arrive, they begin to come before the close of October, and, from the second week of November onwards, V-shaped flocks of these fine birds may be seen or heard overhead at any hour of the day or night." পুনশ্চ "Among the earliest of the birds to forsake the plains of Hindustan are the grey-lag goose and the pintail duck. These leave Bengal in February, but tarry longer in the cooler parts of the country. Of the other migratory species many individuals depart in March, but the greater number remain on into April, when they are caught up in the great migratory wave that surges over the country. The destination of the majority of these migrants is Tibet or Siberia." *

অতএব দেখা যাইতেছে শরদাগমে অথবা শিশিরের পূর্ব্ব হইতেই প্রব্রজনশীল হংসগুলি ভারতবর্ষের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়; সমস্ত শীতঋতু তাহারা এদেশে অতিবাহিত করিয়া ফাল্গুন চৈত্র মাসে অর্থাৎ বসন্তাগমের সঙ্গে সঙ্গে দেশান্তরে উড়িয়া যায়। কেবলমাত্র দুই একটা জাতির হাঁস আরও কিছুদিন অর্থাৎ বর্ষার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত এদেশে অবস্থান করে। মেঘদূতে কালিদাস

* Dewar, Douglas, A Bird Calender for Northern India (1916), pp. 11-12.

ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের মধ্য দিয়া প্রব্রজনশীল এইরূপ হংসের ছবি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। ঋতুসংহারে কিন্তু মহাকবি নানা ঋতুতে বিভিন্ন হংসকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে দেখিবার সুযোগ আমাদিগকে দিয়াছেন।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মে যে হংসগুলি সহজে আমাদের নয়নগোচর হয় না; কোথায় তাহারা বিক্ষিপ্তভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা পর্য্যন্ত আমাদের প্রায় থাকে না; কবি তাহাদিগকে মুখ্যভাবে আমাদের সম্মুখে না আনিয়া কেবলমাত্র কামিনীর নূপুরধ্বনির আভাসের মধ্য দিয়া তাহাদের অস্তিত্ব স্মরণ করাইতেছেন। অতএব গ্রীষ্মবর্ণনায় হংসকে আমরা সম্মুখে পাইলাম না।

গ্রীষ্মঋতুর অবসানে বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা কেমন করিয়া ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যায়, তাহা আমরা মেঘদূতপ্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি; এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং বর্ষাবর্ণনায় কবি তাহাদিগকে একেবারে বাদ দিয়াছেন;--ইহার মধ্যে আমরা হংসের অস্তিত্বের আভাসমাত্রও পাই না।

বর্ষাপগমে ইহারা যখন ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া এদেশের নদনদীহ্রদতড়াগসমূহ পুনরায় অধিকার করিয়া বসে,—শ্বেতা শরৎলক্ষ্মীর সেই দৃশ্যটুকুই বারম্বার আমরা ঋতুসংহারের শরৎবর্ণনায় দেখিতে পাই। তখন ইহাদের কলগীতি শরৎ-শ্রীর নূপুরশিঞ্জিত বলিয়া ভ্রম হয়। ইহাদের শুভ্র পতত্রে নদীর জল শাদা হইয়া উঠে।

বিচিত্রলীলাভঙ্গে চঞ্চুপুট সাহায্যে ইহারা তটিনীর ক্ষুদ্র বীচিমালাকে সংক্ষোভিত করিয়া তুলে। কাদম্বের কলধ্বনি তটিনীর তীরদেশকে আকুলিত করে। সরোবরে হংসমিথুনের উন্মত্ত ক্রীড়া ও উদ্দাম চাপল্য পথিকের চিত্তহরণ করে। সীমান্তর ঘন ঘন হংসনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। কুমুদশোভিত জলাশয়ে রাজহংস প্রকৃতির সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিয়া থাকে।

হেমন্তঋতুতে প্রফুল্লনীলোৎপলশোভিত প্রসন্নতোয় সুশীতল সরোবরে কাদম্বের কলোচ্ছ্বাস আমাদের হৃদয়ের তটমূলে আসিয়া আঘাত করিতে থাকে।

শিশিরবর্ণনায় আর আমরা আমাদের পরিচিত হংসগুলিকে দেখিতে পাই না। কেন কবির শিশিরবর্ণনার মধ্যে হংসের স্থান রহিল না, ইহার উত্তর কবিবর নিজেই যেন কতকটা দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় ;—

निरुद्धवातायनमन्दिरोदरं
हुताशनो भानुमतो गभस्तयः ।

দারুণ শীতে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া তন্মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতে ভাল লাগে ; হুতাশন এবং সূর্য্যরশ্মি তখন অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। চন্দন ভাল লাগে না ; চন্দ্রকিরণ ভাল লাগে না ; হর্ম্ম্যতল সুখকর নয় ; সান্দ্রতুষারশীতল বায়ুও সহ্য হয় না। সেই নিরুদ্ধবাতায়নমন্দির মধ্যে থাকিয়া

ঋতুচিত্রে হংসের স্থান

পূর্ব্বের মত বহিঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করা অত্যন্ত সুকঠিন। প্রকৃতিবর্ণনায় এখন কেবলমাত্র তুষারসংঘাতনিপাতশীতলা রাত্রিকে কবিবর তাঁহার নায়কনায়িকার backgroundরূপে বড় করিয়া দেখিতেছেন; আর পশুপক্ষী নদীহ্রদতড়াগ প্রভৃতি অন্য সমস্তই যেন তাঁহার উপেক্ষণীয়। এ অবস্থায় কবিবরের তুলিকায় শিশিরচিত্রে হাঁসের চেহারার রেখাটি পর্য্যন্ত যে কোথাও ফুটিয়া উঠিল না, ইহা আর বিচিত্র কি? বাস্তবিক কিন্তু শীতকালে অনেক জাতের হাঁস এদেশে থাকে, এ কথার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। হয় তো শীতের পাণ্ডুরতার মধ্যে আমাদের grey goose-এর পাণ্ডুরতা কোনও বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে না বলিয়া সৌন্দর্য্যের কবি তাহাকে আমলে আনেন নাই। এস্থলে আমি শুধু নিছক সৌন্দর্য্যতত্ত্বের দিক্ হইতে এইটুকু ইঙ্গিত করিলাম মাত্র। কিন্তু যাঁহারা পক্ষী শিকার করিয়া আনন্দ পান, তাঁহারা গভীর শীতের মধ্যে হাঁসের রূপবর্ণনা শতমুখে করিয়া থাকেন। বৎসরের মধ্যে যে কয় মাস হাঁসেরা নদীহ্রদ-সরোবরসীমান্তে বিচরণ করে, তাহার অধিকাংশই শিশিরের প্রাক্কাল হইতে অবসান পর্য্যন্ত, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে দূর দেশান্তর হইতে ভারতবর্ষে উড়িয়া আসিয়া বসন্তে তাহারা চলিয়া যায়।

এখন বুঝা যাইবে যে, যখন পিকসহচর বসন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল, হংসগণের দেখা পাই না কেন। পূর্ব্ব হইতেই

ঋতুসংহার

প্রব্রজনশীল কতিপয়দিনস্থায়ী হংস আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে, হিমালয়ের পরপারে, তিব্বতীয় হ্রদসান্নিধ্যে, উত্তরমেরুপ্রদেশস্থ জলাশয়-তটদেশে তাহার গার্হস্থ্যলীলার অভিনয় করিবার জন্য ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের ভিতর দিয়া উড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই যখন নবীন বসন্তে কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিলের কুহুধ্বনি বসন্তঋতুর আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিল, তখন আর কাদম্বরাজহংসের কলধ্বনি শ্রুত হয় না।

৩

রাজহংস ও কাদম্ব

রাজহংসের সহিত আমাদের পূর্ব্বে পরিচয় হইয়া গিয়াছে। শরতের সুনীল আকাশতলে স্ফুটকুমুদচিত সরোবরে বিরাজমান এই বিহঙ্গকে ঋতুসংহারের কবি উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত করিয়াছেন। উদ্ভিজ্জ পদার্থ, জলজ তৃণাদি যে পাখীর প্রিয় খাদ্য, জলাশয়ে অথবা জলাশয়সামীপ্যে তাহাকে সেই খাদ্য আহরণের জন্য বিচরণ করিতে হয়; তাই আমরা তাহাকে অনুকূল পরিবেষ্টনীর মধ্যে চিত্রিত দেখিতেছি। নিদাঘে রাজহংসের মানসপ্রয়াণ সুরু হইয়া যায়; এখন কতিপয়দিনস্থায়ী এই হংস হয় তো বিক্ষিপ্ত-ভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, পূর্ব্বের মত সকল সময়ে ঝাঁকের মধ্যে সে আর দৃষ্ট হয় না; দলবিচ্যুত দুই একটা হাঁসের ডাক কদাচিৎ এখন শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব প্রচণ্ড গ্রীষ্মে কামিনীর নূপুরনিক্বণ যদি হংসরুতানুকারী বলিয়া ভ্রম হয়,

তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। বাস্তবিক এই ঋতুতে যখন এই হংসের দর্শনলাভ নিতান্ত সুকঠিন, তখন নারীর মঞ্জীরধ্বনির আভাসের মধ্য দিয়া স্বতঃই কবির মনে পাখীটার অস্তিত্বের কল্পনা জাগিয়া উঠিতে পারে। নূপুরশিঞ্জিতের সঙ্গে রাজহংসকণ্ঠের তুলনার আরও কিছু সার্থকতা আছে। মেঘদূতপ্রসঙ্গে আমি তিনটি বিহঙ্গের কথা তুলিয়া তন্মধ্যে Anser indious Linn. পাখীকে রাজহংস বলিয়া স্থিরীকরণে যুক্তিপ্রমাণের প্রাচুর্য্য দেখাইয়াছিলাম। এই Anser indicus Linn. বিহঙ্গের কণ্ঠ-স্বরের মাধুর্য্য পক্ষিতত্ত্ববিদ্ মাত্রেই স্বীকার করিয়া লন। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার * বলেন—"Their voice is a sonorous and musical 'honk', rather more shrill than that of the Grey Lag." অতএব কবির উক্তি নিতান্ত অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। মহাকবি হংসগতির বর্ণনা করিয়াছেন—

হংসৈর্জিতা সুললিতা গতিরঙ্গনানাম্

হোরেস উইল্‌সন্ † ইহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন, "the motion of the goose is supposed by the *Hindus*, to resemble the shuffling walk which they esteem graceful in a woman". পক্ষিতত্ত্ববিদ্ মিঃ ফিন্ হংসগতির

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. VI (1929), p. 407.

† Mégha Dúta (1813), English Translation by H. H. Wilson, p. 15.
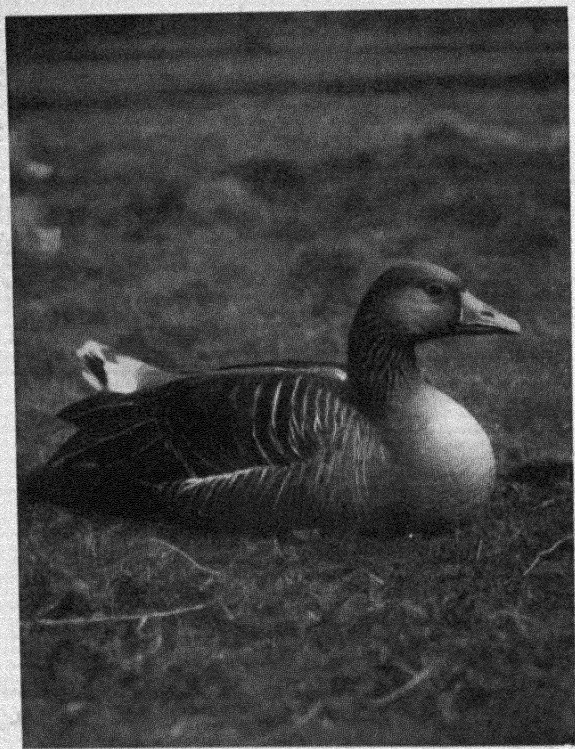
কাদম্ব

পরিচয়ে লিখিয়াছেন—"a rolling gait" *; অন্যত্র † "a swaying walk." যে পাখী তাহার স্বভাবসুলভ গতিভঙ্গী দ্বারা বিদেশী বৈজ্ঞানিকের মোহ উৎপাদন করে, স্বতঃগঠনভার-নিপীড়িত যার দেহযষ্টিকে "heavily built" ‡ বলিয়া তিনি বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হন, লোহিতচঞ্চুচরণ সিতাবয়ব সেই হংসের কণ্ঠবিরুত যে জঘনভারমন্থরা কামিনীর অলক্তাক্ত চরণের নূপুর-শিঞ্জিতকে সহজে স্মরণ করাইয়া দিবে—এ চিত্র কবিকল্পনায় জাগিয়া উঠিলেও বাস্তব হইতে যে ইহা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এমন কখনই বলা চলে না।

কাদম্বের পরিচয় অমরকোষে পাওয়া যায়—"কাদম্বঃ কলহংসঃ স্যাৎ"। অভিধানরত্নমালায় এইরূপ লেখা আছে—"পক্ষৈরাধূসরৈ-র্হংসাঃ কলহংসা ইতি স্মৃতাঃ"। অর্থাৎ ইহার পক্ষ ধূসরবর্ণ এবং ইহা কলহংস নামে পরিচিত। মেঘদূতপ্রসঙ্গে আমরা পাঠক-পাঠিকার সহিত একজাতীয় হংসের পরিচয় করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, যাহার ইংরাজি নাম Grey Lag goose;—তাহার দেহের বর্ণবিন্যাসে শাদার সহিত ভস্ম বা ধূসরবর্ণের সংমিশ্রণ আছে, চঞ্চু ও পদদ্বয়ে শাদার সহিত লালের আভা বর্তমান। বিহার ও উত্তরপশ্চিম ভারতে ইহার অন্যান্য নামের

* Bird Behaviour, p. 16

† The World's Birds (1908), p. 31.

‡ Whistler, H., Popular Handbook of Indian Birds, (1928), p. 403.

সঙ্গে কড়হন্‌স্‌ সংজ্ঞা দেখা যায়। এই কড়হন্‌স্‌ শব্দ অভিধানোক্ত কলহংসের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। ইহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট। পাখী শিকার করিতে গিয়া ইংরাজেরা * ইহার কণ্ঠধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন—"The cackle of a large flock flying over head at night, high in air, is most sonorous and musical, and there are few sportsmen through whose hearts it does not send a pleasant thrill." শরৎঋতুতে ভারতবর্ষে ঝাঁকে ঝাঁকে ইহারা উড়িয়া আসে; বসন্তাপগমে এদেশ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার জন্য প্রয়াসী হয়।

এস্থলে বলা আবশ্যক মনে করি যে, আমি মেঘদূতপ্রসঙ্গে কয়েকটি বিহঙ্গের নাম করিয়াছিলাম, যাহাদের প্রতি চঞ্চুচরণৈ-র্লোহিতৈঃ সিতাঃ এই আভিধানিক উক্তি প্রযোজ্য হইতে পারে; Grey Lag goose তন্মধ্যে অন্যতম। বাস্তবিক এই বিহঙ্গের পতত্রের ও অঙ্গের বর্ণ এত পরিবর্ত্তনশীল † যে, এক জাতেরই হাঁসকে কখনও লোহিতচঞ্চুচরণ সিতাবয়ব, কখনও বা লোহিতচঞ্চুচরণ কৃষ্ণধূসর বিহঙ্গ বলিয়া পরিচিত করিলে আভিধানিক হিসাবে কোনও ভুল হয় না। ধূসরবর্ণ পক্ষের দ্বারা কাদম্বের বিশেষভাবে

* Hume and Marshall, The Game Birds of India, Burmah and Ceylon, Vol. III (1881), p. 60.

† "Generally the whole tone of plumage varies much more than it usually does in wild birds, or than it does in any other Goose with which I am acquainted."——Ibid., p. 64.

পরিচয় পাওয়া যায়, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অভিধান-চিন্তামণিকার বলিতেছেন—"কাদম্বাস্তু কলহংসাঃ পক্ষৈঃ স্যুরতি-ধূসরৈঃ।" বৈজয়ন্তী অভিধানে "আধূসরচ্ছদ হংস" বলিয়া ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। Anser anser Linn. বা Grey Lag goose বিহঙ্গের রূপবর্ণনা ইংরাজ বৈজ্ঞানিক * করিয়াছেন—"the general plumage of the head, neck and upper parts greyish-brown; lower breast and abdomen dull-white, with a few black spots. The distinguishing characteristics of the species are the bluish-grey rump and wing-coverts, flesh-coloured bill (occasionally tinged orange) with a *white* nail at the tip and flesh-coloured legs and feet * *. The young are darker than the adults." ইহাতে আধূসরচ্ছদের স্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

কাদম্বকে রাজহংসের ঝাঁকের মধ্যে প্রায় দেখা যায়;—এই দৃশ্যের উল্লেখ মহাকবির রঘুবংশের মধ্যে আছে। বাস্তবিক উভয় হংসই ভারতবর্ষে অবস্থানকালে দলে দলে অথবা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তটিনীতে, নদীতটে, সরোবরে ও সীমান্তরে বিচরণ করে। যেখানে প্রচুর শালিধান্য রহিয়াছে, সেখানে ইহাদের উন্মত্ত প্রলাপ শোনা যায়; যেখানে কুমুদপুষ্প বীচিবিক্ষোভিত হইয়া দুলিতে থাকে, সেখানে ইহারাও তরঙ্গবক্ষে ভাসিয়া বেড়ায়; যেখানে

* Saunders, H., Manual of British Birds (Third Edition, 1927), p 416

জলাশয়, সেখানে ইহাদের কলকণ্ঠ শরৎলক্ষ্মীর জয় ে
করিতে থাকে ;—প্রকৃতির চিত্রপটে হংসের ছবির সহিত
বর্ণিত এই কাদম্বরাজহংসের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। বা
তাহারা জলচর ও স্থলচর ; শালিধান্য ও বিসকিসলয় তা
আহার্য্যের মধ্যে অন্যতম।

৪

ক্রৌঞ্চ ও কারণ্ডব

ঋতুসংহারের কবি হেমন্তে ও শিশিরে ক্রৌঞ্চের সঙ্গে আমাদের পরিচয় স্থাপনের সুযোগ দিয়াছেন—

प्रभूतशालिप्रसवैश्चितानि
मृगाङ्गनायूथविभूषितानि ।
मनोहरक्रौञ्चनिनादितानि
सीमान्तराण्युत्सुकयन्ति चेतः ॥

শস্যবহুল প্রান্তরে ক্রৌঞ্চের মনোহর নিনাদ হেমন্তঋতুতে আমাদের চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করে।

শিশিরে প্রভূত শালিধান্যের মধ্য হইতে ইহার কণ্ঠস্বর নির্গত হইয়া যেন শীতঋতুর আগমনবার্ত্তা প্রচার করিতেছে। তাই নবাগত শিশিরের পরিচয় দিতে গিয়া সুপক্ক শালিধান্যের মধ্যে

প্রচ্ছন্ন পাখীটার কণ্ঠস্বরকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া কবি লিখিতেছেন—

प्ररूढशाल्यंशुचयैर्मनोहरं
क्वचित्स्थितक्रौञ्चनिनादराजितम् ।
प्रकामकामं प्रमदाजनप्रियं
वरोरु कालं शिशिराह्वयं शृणु ॥

শ্লোকোক্ত ক্বচিৎস্থিত শব্দ দ্বারা ক্রৌঞ্চের স্বভাবের আভাস পাওয়া যাইতেছে ;—দল না বাঁধিয়া বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণশীল বিহঙ্গটি ধান্যক্ষেত্রের মধ্য হইতে মাঝে মাঝে কণ্ঠস্বরের সাহায্যে স্বীয় অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। ক্রৌঞ্চ কিন্তু যে সময়ে সময়ে ছোটখাটো দল বাঁধে, তাহার আভাসও কবি দিয়াছেন—

बहुगुणरमणीयो योषितां चित्तहारी
परिणतबहुशालिव्याकुलग्रामसीमा ।
सततमतिमनोज्ञः क्रौञ्चमालापरीतः
प्रदिशतु हिमयुक्तः काल एषः सुखं वः ॥

হেমন্তঋতুতে যখন গ্রামসীমা পরিপক্ক শালিধান্যে আচ্ছন্ন হয়, ক্রৌঞ্চমালাপরিবেষ্টিত সেই সীমান্তরের শোভা অতি মনোজ্ঞ। শালিধান্যের মধ্যে একাকী অবস্থিত যে ক্রৌঞ্চকে কবি ক্বচিৎস্থিত আখ্যায় বিশেষিত করিয়াছেন, সেই বিহঙ্গই এখন নাতিবৃহৎ

দলের মধ্যে সারি দিয়া অবস্থান করিতেছে,—গ্রামসীমার দৃশ্য তাই ক্রৌঞ্চমালাপরীত।

ক্রৌঞ্চের জাতিবিচারে অভিধানকারগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। শব্দার্থচিন্তামণিকার * লিখিয়াছেন—"কোঁচবক ইতি গৌড়-ভাষাপ্রসিদ্ধে পক্ষিণি"। বাচস্পত্য অভিধানে লিখিত আছে "ক্রৌঞ্চঃ (কোঁচবক) বকভেদে।" ম্যাকডোনেল, মনিয়ার উইলিয়মস্ এবং কোলব্রুক প্রমুখ সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী কিন্তু ক্রৌঞ্চের curlew বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ † ইহাকে snipeও বলিয়াছেন। পক্ষিবিজ্ঞানের দিক হইতে curlewর প্রকৃতি বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, সে মুখ্যতঃ সাগরসৈকতে, নদীর উপকূলে বেলাভূমিতে থাকিতে ভালবাসে; সৈকতভূমির বালুকায় সিন্ধুতরঙ্গ প্রতিহত হইয়া যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকে, নিমজ্জিত বেলাতট পুনরায় যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন সেই আর্দ্র বালুপ্রান্তরে আহার্য্যসন্ধানে curlew ব্যস্ত থাকে। তাহার প্রকৃষ্ট বিহারভূমি হইতেছে এইরূপ বেলাতট, সাগর হইতে বালুস্তূপ দ্বারা বিচ্ছিন্ন উপহ্রদের তীর, স্রোতোবহা নদীর মোহানাসন্নিকৃষ্ট জলাভূমি; এই জলাভূমির সান্নিধ্যে শষ্পাচ্ছাদিত প্রান্তরে কখনও কখনও তাহাকে দেখা যায়। এই বিহঙ্গ এদেশের স্থায়ী অধিবাসী নয়, সামযিক আগন্তুক

* ব্রহ্মাবধূত শ্রীসুখানন্দ নাথবিনির্ম্মিত (Udaypur Sambat 1982), Vol. I, p. 711.

† Macdonell, A. A., and Keith, A. B., Vedic Index of Names and Subjects, Vol. I (1912), p. 198.

মাত্র; শরতের প্রাক্কালে, এমন কি বর্ষা শেষ হইতে না হইতেই সে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সময় সেই বিহঙ্গ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হইতেছে দলবদ্ধতা,—যাযাবর পাখীর ঝাঁক আকাশপথে রাত্রিকালে কণ্ঠধ্বনি করিতে করিতে উড়িয়া আসে। দিবাভাগে curlew যখন সাগরোপকণ্ঠে, নদীসৈকতে, ঈষৎজলাকীর্ণ প্রান্তরে দল বাঁধিয়া বিচরণ করে, তখনও তাহাদের কণ্ঠস্বরের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির দিগন্তপ্রসারিত বিপুল অনাবৃত দৃশ্যপটে এই বিহঙ্গ বিরাজমান থাকে; সে আত্মরক্ষায় নিপুণ বটে, কিন্তু তাহার বিহারভঙ্গী অকুণ্ঠিত, তাহার চলাফেরায় লুকোচুরি নাই। বনে জঙ্গলে, লতাগুল্মের মধ্যে, শস্যক্ষেত্রের আচ্ছাদনে সে আত্মগোপন করিয়া থাকে না। তরুবিহীন বিস্তীর্ণ বালুতটে দিগন্তচুম্বী সূর্য্যালোকে পাখীটার সর্ব্বাঙ্গ উদ্ভাসিত হয়,—প্রকৃতিপটে সে চিত্র এত প্রবল! যে আবেষ্টনে সে আহার্য্যের সন্ধান করে ইংরাজ তাহাকে "open flats" * বলেন, যে জলাভূমিতে সে বিচরণ করে তাহাকে "free-from-weeds marshes" † আখ্যায় বর্ণিত করেন।

ঋতুসংহারে ক্রৌঞ্চের যে চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাতে শালিধান্যবহুল সীমান্তরের সহিত তাহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখা যায়। ক্রৌঞ্চনিনাদমুখরিত গ্রামসীমা বিশেষরূপে পরিণতশালিধান্য-

* Dewar, Douglas, The Common Birds of India, Vol. I, Part II (1925), p. 38.

† Raoul, Small Game Shooting in Bengal (1899), p. 185.

সমাবৃত ;—মহাকবি ইহার বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। ধান্য-ক্ষেত্রের মধ্য হইতে যাহার নিনাদ শুনা যায় সে হয় তো কোথাও ক্বচিৎস্থিত অবস্থায় বিদ্যমান, কোথাও বা অনুরূপ আবেষ্টনে নাতিবৃহৎ দলের মধ্যে সারি দিয়া বিরাজমান। সাগরোপান্তের বা আর্দ্র সৈকতের কোনও আভাস ক্রৌঞ্চ সম্পর্কে কাব্যমধ্যে পাওয়া যায় না। বিহঙ্গতত্ত্ববিদের নিকট curlew প্রধানতঃ সৈকতচারী "littoral species" বলিয়া পরিজ্ঞাত; ধান্যবহুল সীমান্তরে শস্যক্ষেত্রের মধ্যে তাহার দর্শনলাভ যেমন সুকঠিন, ক্বচিৎস্থিত curlew-কণ্ঠোচ্চারিত নিনাদও শুনিতে পাওয়া তেমনি দুরূহ। প্রব্রজনশীল এই বিহঙ্গ ভারতবর্ষে আসিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে বিচরণ করে; প্রায়ই রাত্রিকালে আকাশপথে উড্ডীয়মান অথবা নৈশভোজন-তৎপর বিহঙ্গগুলার রব শ্রুত হয়। অতএব এই curlewকে কবিবর্ণিত বিশিষ্টলক্ষণাক্রান্ত ক্রৌঞ্চ বলিয়া সাব্যস্ত করা যায় না। snipeকে বিহঙ্গতত্ত্ববিৎ প্রধানতঃ নিশাচর পাখী বলিয়া গণ্য করেন। সে curlewর ন্যায় শরতের প্রাক্কালে ঝাঁকে ঝাঁকে এদেশে আসিয়া যাযাবরত্বের পরিচয় দেয়। চাহা, চ্যাগা, কাদাখোঁচা ইহার দেশীয় নাম। আর্দ্র মৃত্তিকা, জলাভূমি এবং প্লাবিত ধান্যক্ষেত্র তাহার নৈশবিহারের প্রশস্ত স্থান; দিবাভাগে সে লোকচক্ষুর অন্তরালে জলজ তৃণ ও শরবনের আচ্ছাদনে গোপনে নিশ্চল এবং অর্দ্ধসুপ্ত অবস্থায় কালাতিপাত করে। হঠাৎ আগন্তুক মানুষ ইহার উপর আসিয়া পড়িলে সামান্য একটি ধ্বনি করিয়া পক্ষভরে ভূমি হইতে উড়িয়া পালায়। গাহাবা ইহার বিচিত্র

স্বভাবের সন্ধান রাখেন, তাঁহারা যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা * এই স্থলে উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি—"The chief peculiarity of the Snipe is that it is rarely seen except by those who seek its destruction. It feeds in secret, where grass and rushes grow in soft mud or shallow water." দেখা যাইতেছে যে, এই বিহঙ্গ তাহার গতিবিধি ও আহারবিহার লোকচক্ষুর অন্তরালে জলজ তৃণ, উদ্ভিদের মধ্যে গোপনে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখে। শিকারী ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে তাহার সন্ধান লাভ দুরূহ কার্য্য। অতএব এই নিশাচর এবং বিশেষভাবে আত্মগোপনপটু snipeকে কেমন করিয়া কবিবর্ণিত আবেষ্টনে মালা রচনা করিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে বিরাজমান, কোথাও বা ক্বচিৎস্থিত অবস্থায় কণ্ঠস্বরের পরিচয়ে আত্মপ্রকাশকারী ক্রৌঞ্চের সঙ্গে identify করা চলে? পূর্ব্বে সংস্কৃত অভিধানদ্বয় হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে ক্রৌঞ্চ গৌড়ভাষাপ্রসিদ্ধ কোঁচবক পক্ষীকে বুঝায়। যাদবের বৈজয়ন্তী অভিধানে বকের যে সকল সংজ্ঞা বা নামভেদ দেখা যায়, তন্মধ্যে ক্রৌঞ্চের স্পষ্ট উল্লেখ আছে,—

বকো বকোটঃ কহ্বোऽথ বলাকা বিসকন্ঠিকা।
বকজাতির্দ্বিৰ্ঘিতুন্ডো দ্বৰ্ঘিঃ ক্রৌঞ্চশ্চ দ্বৰ্ঘিদ্বা॥

* EHA., The Common Birds of Bombay, Second Edition, p. 167.

ইহার টীকায় গাষ্টভ অপার্ট লিখিয়াছেন—kind of crane। এই crane শব্দ অবশ্যই ইংরাজি গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত,—ইহা heron পাখীকে (অর্থাৎ বক) বুঝায় *। ক্রৌঞ্চ অর্থে সুশ্রুত-সংহিতার টীকায় ডল্লনাচার্য্য লিখিয়াছেন—"ক্রৌঞ্চির কোঁচবক ইতি লোকে"। বাংলার কোঁচবক সাধারণ ইংরাজের নিকট Pond-heron নামে পরিচিত। ইহার Paddy-bird আখ্যাও দেখা যায় ;—ধান্যক্ষেত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় এই নামের সার্থক্য আছে। ইহা এদেশের এত সাধারণ, সর্ব্বজনপরিচিত পাখী,—মাঠেঘাটে, পথিপার্শ্বে, খানাডোবার মধ্যে, শস্যক্ষেত্রে আলের ধারে ভূমিতে সে প্রায়ই বিচরণ করে। ধানের ক্ষেতে সে দেহ সঙ্কুচিত করিয়া এমনভাবে বসিয়া থাকে যে সচরাচর আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় ;—কিন্তু যদি কোন কারণে সে আচম্বিতে ভূমি পরিত্যাগ করিয়া আকাশে উত্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার ডানার শুভ্রতা, পক্ষসঞ্চালনভঙ্গী এবং কণ্ঠনিনাদ আমাদিগকে মুগ্ধ করে। ভেক ও কর্কটাদি ইহার প্রিয় খাদ্য ; জলাশয় বা জলাভূমি হইতে এই খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া জলাভাব হইলেই ইহার স্থান পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়। বক কিন্তু যাযাবর পাখী নয়, ভারতবর্ষ ছাড়িয়া তাহাকে অন্যত্র যাইতে হয় না। ধান্যক্ষেত্রের সঙ্গে এই বিহঙ্গের সম্বন্ধের উল্লেখ বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্ জার্ডন † বিশেষরূপে করিয়াছেন,—Its especial food is crabs, for which it watches

* এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা মেঘদূতপ্রসঙ্গে করিয়াছি ; ২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† The Birds of India, Vol. III (1864), p. 751.

patiently, either in the water or in the fields, and especially on the small raised bunds or divisions between rice-fields. ধানক্ষেতের মধ্যে কোঁচবক প্রায়ই বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে; তাই ক্বচিৎস্থিত বকের কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়। কখনও কোনও জলাভূমিতে বা আর্দ্র ক্ষেত্রে যদি একাধিক কোঁচবক আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা কিন্তু পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রাখিয়া অবস্থান করে। ইংরাজ বৈজ্ঞানিক * তাহাদের বর্ণনা করিয়াছেন "like rows of miniature sentinels" অর্থাৎ ক্ষুদ্রকায় প্রহরীর সারি। কবিবর্ণিত "ক্রৌঞ্চমালাপরীত" শালিধান্যক্ষেত্রের দৃশ্য এখন বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। রাজনিঘণ্টুকার তাই বোধ হয় ক্রৌঞ্চের নামান্তর করিয়াছেন "পঙ্‌ক্তিচর"।

মেঘদূতের কবি আসন্নবর্ষায় আকাশমার্গে উৎপতনশীল, শ্রেণীভূত বলাকার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, গর্ভাধানকালে তাহারা দল বাঁধিয়া গৃহস্থালি সুরু করিয়া দেয়; তখন এই দলবদ্ধ পাখীগুলার একত্র সারি দিয়া উৎপতন-ভঙ্গী প্রায়ই নয়নগোচর হয়। গৃহস্থালির কার্য্য শেষ হইলে বলাকার স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে। সূক্ষ্মদর্শী কবি শরৎবর্ণনায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—

ধুন্বন্তি পক্ষপবনৈর্ন নভো বলাকাঃ।

* Cunnigham, Lt.-Colonel D. D., Some Indian Friends and Acquaintances (1903), p 166.

বলাকাগণ পক্ষপবন দ্বারা নভোমণ্ডল কম্পিত করিতেছে না।

বলাকার এই সাধারণ লক্ষণ কোঁচবকের মধ্যেও দেখা যায়। বৎসরের অধিকাংশ ঋতুতে যে পাখী ক্বচিৎস্থিত অবস্থায় বিচরণ করে, বর্ষায় তাহাদের গর্ভাধানকাল উপস্থিত হইলে দল বাঁধিয়া গার্হস্থ্যজীবন যাপনে প্রয়াসী হয়। অন্য ঋতুতেও কখনও কখনও অল্পবিস্তর দল বাঁধিয়া এই বক রাত্রিযাপনের জন্য নির্দ্দিষ্ট নিবাসবৃক্ষে আশ্রয় লয়; তাই উহাদিগকে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিস্তীর্ণ পক্ষসঞ্চালনে সেই নিবাসবৃক্ষের দিকে উড়িয়া যাইতে দেখা যায়।

এখন কারণ্ডবের কথা পাড়া যাক। শরতে যে আবেষ্টনে ইহাকে আমরা দেখিতে পাইতেছি তথায় আরও কয়েকটি বিহঙ্গ বিরাজ করিতেছে। কমলরেণুরাগরঞ্জিত নদী হংসকাকলিতে মুখরিত;—তাহার তীরদেশে কাদম্ব ও সারসসমূহ রহিয়াছে; কারণ্ডব তাহার বীচিমালা চঞ্চুপুটের দ্বারা বিঘট্টিত করিতেছে। একা কারণ্ডবের দৃশ্য এই প্রকৃতিপটে চিত্রিত হয় নাই, সেই দৃশ্যে কারণ্ডবের সঙ্গে হংস, কাদম্ব এবং সারস একত্র সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই কারণ্ডবের জাতিবিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, সংস্কৃত অভিধানগুলি এ বিষয়ে আমাদিগকে বড় বেশী সাহায্য করে না। "কারণ্ডবকাদম্বক্রকরাদ্যাঃ পক্ষিজাতয়োঃ জ্ঞেয়াঃ" হলায়ুধে এইমাত্র পাওয়া যায়। এখানে কেবল এইটুকু

বলা হইল যে, কাদম্ব ও কারণ্ডব প্রভৃতি পক্ষিজাতিবিশেষ ;—কোন্ জাতি, কি বংশ, তাহা কিছুই বুঝা গেল না। অমরকোষে দেখি—

নীলাঙ্গুৰা গহুন্মন্তঃ পিৎসন্তো নমসংগমাঃ।
তেষাং বিশেষা হারীতো মদ্গুঃ কারণ্ডবঃ প্লবঃ॥

যতগুলা পাখীর নাম করা হইয়াছে, কারণ্ডব তাহাদিগের অন্যতম ; এখানেও তাহার বিশেষ পরিচয় পাইলাম না। তবে টীকাকার এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পরে আলোচনা করিতেছি। অভিধানরত্নমালার পাশ্চাত্য টীকাকার আউফ্রেক্ট শুধু টিপ্পনী করিলেন,—'a sort of duck' অর্থাৎ হংসবিশেষ। উইল্‌সন *, মনিয়ার উইলিয়ম্‌স † ও অধ্যাপক কোলব্রুক ‡ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুস্তকে ঐ কথাই লিখিয়া গিয়াছেন—'a sort of duck'। অভিধানচিন্তামণিকার বলেন—"কারণ্ডবস্তুমরুলঃ"। মনিয়ার উইলিয়ম্‌স-এর অভিধানে "মরুল" শব্দ পাওয়া যায় ;—ইহা এবং মরাল শব্দ সমার্থবোধক লিখিত আছে, উভয়ই হংসবিশেষকে বুঝায়। এতগুলি অভিধান দেখিয়া আমাদের স্বতঃই একটা প্রবৃত্তি জন্মে যে, কারণ্ডব হংসবিশেষ ; তাহাতে সন্দেহের কারণ থাকা উচিত নহে। সুশ্রুতের টীকায় ডল্লনাচার্য্য

* A Dictionary in Sanskrit and English (1874).

† A Sanskrit-English Dictionary (1899), p. 274.

‡ Dictionary of the Sanskrit Language by Umura Singha (1891), p. 134.

কারণ্ডব অর্থে লিখিয়াছেন—"কারণ্ডবঃ শুক্লহংসভেদোঽল্পঃ" অর্থাৎ শুক্ল হংস হইতে কারণ্ডবের কিঞ্চিৎ ভেদ বা তারতম্য আছে। এই তারতম্য বর্ণগত এবং ডল্লনাচার্য্যের মতে কারণ্ডব হংসবিশেষ বলিয়া অনুমান হয়। কিন্তু এইরূপ বর্ণনা দিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই এবং আরও যাহা বিবৃত করিয়াছেন তাহাতে আমাদের পূর্ব্ব অনুমানে সন্দেহ আসিয়া পড়ে। বিবরণটি তিনি কোথা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন জানি না, কিন্তু লিখিতেছেন—"অন্যেকরহরমাহুঃ। উক্তঞ্চ 'কারণ্ডবঃ কাকবক্ত্রো দীর্ঘাঙ্ঘ্রিঃ কৃষ্ণবর্ণভাক্' ইতি"। অমরকোষের টীকাকার মহেশ্বরও লিখিয়াছেন—"কারণ্ডবঃ করডুবা ইতি খ্যাতঃ। অয়ং কাকতুণ্ডো দীর্ঘপাদঃ কৃষ্ণবর্ণঃ"। দেখা যাইতেছে যে পাখীটা কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘপাদ এবং ইহার মুখ কাকের ন্যায়। বিহঙ্গতত্ত্বের দিক্ হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে এই সমস্ত লক্ষণ হংসের হইতে পারে না। Anatidae বংশের পাখীগুলার মধ্যে যাহাদের রাজহংস এবং কাদম্ব বলিয়া আমি পূর্ব্বে পরিচয় দিয়াছি, পক্ষিতত্ত্ববিৎ তাহাদিগকে বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া একটি স্বতন্ত্র অন্তর্বংশভুক্ত করিয়াছেন। আর একটি অন্তর্বংশ উল্লেখযোগ্য মনে করি, কারণ সাধারণতঃ বন্য হংসই যাহা এদেশে শিকারীর চোখে পড়ে তাহারা এই Anatinae অন্তর্বংশের পাখী। প্রথমোক্ত অর্থাৎ Anserinae অন্তর্বংশের পাখীগুলা অধিকতর বৃহদায়তন হইলেও তাহাদের মস্তক এবং চঞ্চু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; চঞ্চুর মূলদেশ বিশেষরূপে উচ্চ এবং চঞ্চুপ্রান্ত অতি সূক্ষ্ম হইয়া বক্রাকৃতি ধারণ করিয়াছে। Anatinae

বিহঙ্গগুলার বিশিষ্ট লক্ষণ হইতেছে—চঞ্চু প্রশস্ত এবং চ্যাপ্টা, মূলদেশের নীচে অবনমিত অংশ প্রকট। হংসের চঞ্চু কিম্বা মুখ কখনই কাকতুণ্ড বলিয়া কাহারও ভ্রম হইতে পারে না। হংসচঞ্চু হইতে ইহার পার্থক্য স্মরণ করিয়াই মনে হয় পূর্ব্বোক্ত টীকাকারগণ কাকবক্ত্র, কাকতুণ্ড প্রভৃতি বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। হাঁসের পা তাহার দেহের অনুপাতে আদৌ দীর্ঘ হয় না। সমগ্র হংস বা Anatidæ বংশের বিহঙ্গগুলার চঞ্চুচরণের বৈশিষ্ট্য মিঃ ফিন * বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; তাহা এইরূপ—*Bill* of medium length or short, usually broad, covered with skin instead of horn, except at the tip (which forms the so-called "nail") and furnished at the edges with horny ridges or "teeth"; * * *feet* with the shanks of medium length or short * *. সহজে বুঝা যাইবে যে, হংসের চঞ্চু চ্যাপ্টা ও প্রশস্ত। কাকচঞ্চুর কিন্তু গঠন অন্যরূপ,—ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ইহাকে conical বলেন; মোচার ন্যায় বা শঙ্কুবৎ ইহার আকৃতি, সুদৃঢ় এবং ঋজুভাবে প্রলম্বিত। অতএব কাকবক্ত্র এবং দীর্ঘাঙ্ঘ্রি যে বিহঙ্গের বিশিষ্ট লক্ষণ সে হংস নহে এরূপ সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী। কাকের মত মুখ এবং লম্বা লম্বা পা Anatidæ বংশের কোন হংসের লক্ষণ বলিয়া পক্ষিতত্ত্ববিৎ কখনই মানিয়া লইতে প্রস্তুত নন। আলোচনায় যতদূর বুঝা যাইতেছে,

* The World's Birds (1908), p. 30.
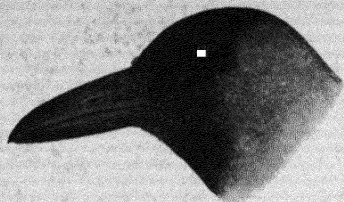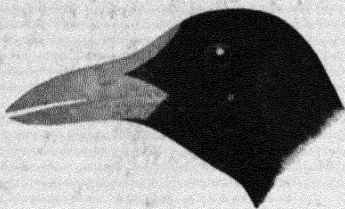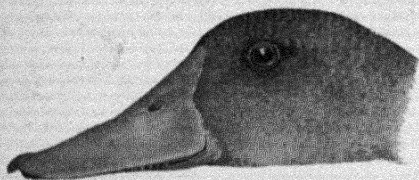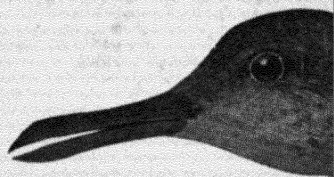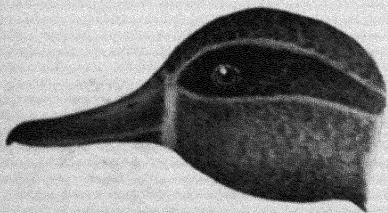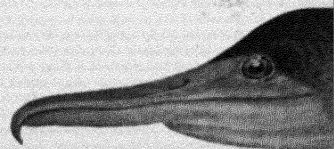
(১) কাক, (২) কারণ্ডব, (৩, ৪) হংস, (৫) জলপিপি ও (৬) পানকৌড়ির বক্ত্র

তাহাতে কারণ্ডবের মাত্র হংসবিশেষ বলিয়া পরিচয়ে সমস্যাটির সমাধান না হইয়া আমাদের সংশয় বাড়িয়া যায়। চরকসংহিতার টীকাকার গঙ্গাধর কবিরাজের মতে কারণ্ডব হইতেছে পানকৌড়ি। বৈদ্যকশব্দসিন্ধু গ্রন্থে * ইহার জলপিপি পরিচয়ও দেখা যায়। কিন্তু ডল্লনাচার্য্যের বর্ণনানুসারে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে পানকৌড়ি এবং জলপিপি দুইটা পাখীরই মুখ কাকবক্ত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। পাঠকপাঠিকার বুঝিবার সুবিধার জন্য এই কয়েকটা বিহঙ্গের বক্ত্রের তারতম্য দেখাইয়া একটি চিত্র সন্নিবেশিত করিলাম। ইহা হইতে সহজে উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে যে, কাকতুণ্ডের সঙ্গে হংস, পানকৌড়ি এবং জলপিপির মুখের সামঞ্জস্য নাই। এখন স্বতঃই মনে হয় যে কারণ্ডব বিহগান্তরকে বুঝায়। কি বিহঙ্গ এবং কি বিশিষ্ট পরিচয়ে তাহার স্বরূপনির্ণয় হইতে পারে ঋতুসংহার কাব্যে তৎসম্বন্ধে যথাযথ উপকরণ পাওয়া যায় না। ডল্লনাচার্য্যের নির্দ্দেশানুসারে যে আকৃতিগত লক্ষণের উপর কারণ্ডবের identification নির্ভর করে তাহা হংসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; জলপিপি এবং পানকৌড়িতে কাকবক্ত্রের সন্ধান করিতে গেলে তদপেক্ষা অধিকতর হাস্যজনক আর কি হইতে পারে? রামায়ণের রামকৃত তিলকাখ্য ব্যাখ্যায় কারণ্ডবকে জল-কুক্কুট বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থের যে দৃশ্যে † কারণ্ডবকে দেখা

* বৈদ্যকশব্দসিন্ধু—কবিরাজ উমেশচন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত (১৯১৪), ২৫৩ পৃষ্ঠা।

† রামায়ণ—কাশিনাথ শর্ম্মা কৃত দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮২৯ শাক); অযোধ্যাকাণ্ড, ২৭ সর্গ, ১৮ শ্লোক।

যাইতেছে, তথায় হংসও সাধুপুষ্পিত পদ্মসমাকুল নদীমধ্যে বিরাজমান। হংস হইতে এই কারণ্ডব যে বিভিন্ন এই অনুমান স্বাভাবিক, যেহেতু হংস এবং কারণ্ডব উভয়েরই উল্লেখ আছে। ঋতুসংহারের যে দৃশ্য পূর্ব্বে পাঠকপাঠিকার সমক্ষে কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি সেই দৃশ্যেও হংস, কাদম্ব এবং সারসের সঙ্গে কারণ্ডবকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। তাহাতে আভাস পাওয়া যাইতেছে যে এই কারণ্ডব অপর কয়েকটা বিহঙ্গ হইতে পৃথক। অতএব কারণ্ডব যে হংস নয়, এ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বের ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়ায়। এখন তিলকব্যাখ্যায় জলকুক্কুট বলিয়া কারণ্ডবের পরিচয় যাহা পাওয়া যাইতেছে পক্ষিবিজ্ঞানের দিক্ হইতে বিচার করিয়া দেখিলে তাহা উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কিন্তু সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটি কথা বলা আবশ্যক। কারণ্ডব যে জলকুক্কুট এই সিদ্ধান্তের জন্য শুধু এক টীকাকারের ব্যক্তিগত মত যে দায়ী এমন নহে; বৈদ্যকশব্দসিন্ধু গ্রন্থে * লিখিত আছে—"জলকুক্কুটঃ কারণ্ডবে; বৈদ্যকনিঘণ্টুঃ"। জলকুক্কুটের চঞ্চু এবং চরণ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে মনে হয় ডল্লনমিশ্রের বর্ণনা তৎসম্বন্ধে বিশেষরূপে খাটে এবং দেহের বর্ণ মিলাইয়া লইলে কৃষ্ণবর্ণভাক্ পদের সার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। এই জলকুক্কুট সাধারণ ইংরাজের নিকট coot বলিয়া পরিচিত; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Fulica a. atra Linn.। জলাশয়ে এবং নদীবক্ষে হাঁসের সঙ্গে একত্র তাহাকে বিচরণ করিতে দেখা যায়,

* বৈদ্যকশব্দসিন্ধু—কবিরাজ উমেশচন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত (১৯১৪), ৪৫৫ পৃষ্ঠা।

এবং প্রায়ই এই অবস্থায় তাহাকে হাঁস বলিয়া ভ্রম হয়; এমন কি উৎপতনকালেও এই ভ্রম সংশোধন হয় না। মি ডেওয়ার * বলেন—"The only bird that is likely to be mistaken for a duck when on the wing is the coot." তিনি আরও † বলেন—"The coot does not appear to derive any benefit from its resemblance to the duck; on the contrary many a coot has lost its life because it has deceived inexperienced sportsmen. In this case it is similarity of habits that has brought about the likeness." অপর একজন ‡ পক্ষিতত্ত্ববিৎ লিখিয়াছেন—"Its favourite haunts are large tanks, or sheets of water, with reedy and weedy margins. Swimming about among these it looks very like a Duck and at a distance may be mistaken by anybody * * . The presence of Coots on any water is said to encourage and attract Ducks, and the two are often found in company." কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে এই দুইটা পাখীর একত্র অবস্থান ও স্বভাবসাম্য দেখিয়া আমাদের দেশে সাধারণ সংস্কারে উভয়কে একপর্য্যায়ভুক্ত বিহঙ্গ বলিয়া পরিচিত করা হয়। খুব সম্ভবতঃ এই

* The Common Birds of India, Vol. I, Part I (1923), p. 1

† Ibid., Vol. II, Part I (1925), p. 1.

‡ EHA., The Common Birds of Bombay, Second Edition, pp. 175-176

কারণে সংস্কৃত অভিধানগুলিতেও তাহার ছাপ পড়িয়াছে। কিন্তু হংস এবং জলকুক্কুটগণের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য আছে তাহা তাহাদিগের চঞ্চু, চরণ এবং দেহের বর্ণের প্রতি লক্ষ্য করিলে সহজে প্রতীয়মান হয়। মিঃ ডেওয়ার * এই স্বাতন্ত্র্য বিশেষরূপে দেখাইয়া লিখিয়াছেন—"The dark colour, the more pointed bill, the more laboured flight during which the long legs and toes project behind the tail, the fact that before he can rise from the water he has to run along the surface for a few paces, and the confiding habits should suffice to enable the tyro to differentiate the coot." এই বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, জলকুক্কুটের দেহের কালো রং, ইহার অধিকতর লম্বা সূক্ষ্মাগ্র চঞ্চু এবং সুদীর্ঘ পা এবং পদাঙ্গুলি তাহার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাহাকে হংস হইতে পৃথক করিয়া দেয়। হংসের ন্যায় ইহার দলে বিচরণ করা স্বভাব দেখা যায়। ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে এই জলকুক্কুট স্থায়ী অধিবাসী বটে, কিন্তু শীতের প্রাক্কালে কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া এত অধিক সংখ্যায় সে এদেশের খাল, বিল, হ্রদ, সরোবর অধিকার করিয়া বসে যে সেই সমস্ত পাখীকে যাযাবর সাব্যস্ত না করিয়া থাকা চলে না। নদীবক্ষে coot-এর জ্ঞাতিবর্গকে কদাচিৎ দেখা যায়, কিন্তু জলকুক্কুট অনেকাংশে হংসভাবাপন্ন বলিয়া তথায় সে বিরলদর্শন নয়।

* The Common Birds of India, Vol. I, Part I (1923), p. 1.

মিঃ হুইস্‌লার * লিখিয়াছেন—"The Coot is more definitely aquatic than most of the Rail family, and frequents more open water, such as lakes, tanks and slowly moving rivers." জলকুক্কুটের কণ্ঠধ্বনি উচ্চ এবং কর্কশ; মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার † বলেন এই স্বর "Kraw Kraw" এইরূপ শোনায়। পাঠকপাঠিকাকে আমি স্মরণ করাইতে চাই জয়নাচার্যের কথা,—"অন্তে কররররমাহুঃ।" এই "কর হর" শব্দ উল্লিখিত "ক্র ক্র" ধ্বনির সঙ্গে মিলে না কি? বলা বাহুল্য যে পাখীর পরিচয় এবং নামকরণ অনেক স্থলে তাহার কণ্ঠধ্বনি অবলম্বনে হইয়া থাকে; দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘুঘু, বউ-কথা-কও, টিট্টি প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

* Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 339.

† Journal of the Bombay Natural History Society, Vol. XXXI (1926), p. 346.

৫

কোকিল, শিখী ও শুক

নীহারপাতবিগমে শিশিরাবসানে যাহার কলকণ্ঠ সুবদনানিহিত যুবকের চিত্ত ম্রিয়মাণ করিয়া ফেলে, গৃহকর্ম্মরতা লজ্জাবনতা কুলবধূর হৃদয় ক্ষণেকের নিমিত্ত পর্য্যাকুল করিয়া তুলে, যাহা বায়ুভরে কম্পমান কুসুমিত সহকারশাখার মধ্য দিয়া প্রসারিত হইয়া দিগ্বিদিকে বসন্তের আগমন বার্ত্তা ঘোষিত করে; সেই কোকিলের ছবি ঋতুসংহারের ষষ্ঠ সর্গে নিপুণভাবে চিত্রিত রহিয়াছে—

पुंस्कोकिलश्चूतरसासवेन
मत्तः प्रियां चुम्बति रागहृष्टः ।

কোকিল ও ভ্রমরের সানন্দ কূজনগুঞ্জনে কুলবধূগণ বিচলিত হইতেছেন—

पुंस्कोकिलैः कलवचोभिरुपात्तहर्षैः
कूजद्भिरुन्मदकलानि वचांसि भृङ्गैः ।
लज्जान्वितं सविनयं हृदयं क्षणेन
पर्याकुलं कुलगृहेऽपि कृतं वधूनाम् ॥

কবি বারম্বার আমাদিগকে শুনাইতেছেন, মধুমাসে মধুর কোকিলভৃঙ্গনাদ নরনারীর হৃদয় হরণ করিতেছে,—

मासे मधौ मधुरकोकिलभृङ्गनादै-
र्नार्यो हरन्ति हृदयं प्रसभं नराणाम् ।

समदमधुभराणां कोकिलानां च नादैः
कुसुमितसहकारैः कर्णिकारैश्च रम्यः ।
इषुभिरिव सुतीक्ष्णैर्मानसं मानिनीनां
तुदति कुसुममासो मन्मथोद्दीपनाय ॥

এস্থলে লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, কবি পুংস্কোকিলের ডাকের কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। একটি কথা এ সম্বন্ধে বলা আবশ্যক। পাখীদের মধ্যে সাধারণতঃ পুরুষটাই গান করে,—ইহা ডারউইনতত্ত্বপন্থিগণ বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের মতে পাখীর যৌননির্ব্বাচন ও নৈসর্গিক নির্ব্বাচনতত্ত্বের সহিত এই সাধারণ সত্যটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। বিহঙ্গতত্ত্বের দিক্ হইতে

দেখিলে ইহা অমূলক বলা চলে না। অতএব সে হিসাবে ঋতুসংহারের বসন্তবর্ণনায় যে পুংস্কোকিলের কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইবে, ইহা স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক সত্য। স্ত্রীকোকিলেরও ডাক শোনা যায়, কিন্তু যে পঞ্চম স্বর চিরদিন ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে, তাহা নিশ্চয়ই ঐ পুংস্কোকিলেরই কণ্ঠধ্বনি। বসন্তাগমে কোকিলেরা ঘরকন্না পাতিয়া বসে না, অথচ এই সময়েই তাহাদের গর্ভাধানকাল। তাহাদের জীবনের পরভৃৎরহস্যের প্রসঙ্গ এস্থলে তুলিতেছি না ;—এই গর্ভাধানকালে কিন্তু কোকিলদম্পতীর কলকণ্ঠ, বিশেষতঃ পুংস্কোকিলের কণ্ঠস্বর ইংরাজদিগের মস্তিষ্কবিকৃতি জন্মায়; নহিলে তাঁহারা কোকিলকে Brain-fever Bird বলিবেন কেন? মিঃ ডেওয়ার * লিখিয়াছেন—"This noble fowl has three calls, and it would puzzle anyone to say which is the most powerful. The usual cry is a crescendo *ku-il, ku-il, ku-il,* which to Indian ears is very sweet-sounding. Most Europeans are agreed that it is a sound of which one can have too much. The second note is a mighty avalanche of yells and screams, which Cunningham has syllabised as *Kūk, kūū, kūū, kūū, kūū, kūū.* The third cry, which is uttered only

* A Bird Calender for Northern India (1916), pp. 84-85.

occasionally, is a number of shrill shrieks : *Hekaree, karee, karee, karee.*

"The voice of the koel is heard throughout the hours of light and darkness in May, so that one wonders whether this bird ever sleeps. The second call is usually reserved for dawn, when the bird is most vociferous. This cry is particularly exasperating to Europeans, since it often awakens them rudely from the only refreshing sleep they have enjoyed, namely, that obtained at a time when the temperature is comparatively low." কোকিলদম্পতীর কণ্ঠস্বরের তারতম্য বিহঙ্গতত্ত্ববিৎ মিঃ হুইস্‌লার * বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"It consists of two syllables *ko-el* repeated several times, increasing in intensity and ascending in the scale, with an indefinable sound of excitement in it. This call appears to be uttered by both sexes and it is often heard at night—an unmistakable token of the hot weather. Another call *ho-y-o* is apparently the property of the male alone. A third call of the water-bubbling type is probably

* Popular Handbook of Indian Birds (1928), p 253

common to both sexes." উৎপতনশীল পুংস্কোকিলের যে মিষ্ট রব প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়, জার্ডন * তাহাকে somewhat melodious and rich liquid call বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক তাহার কণ্ঠস্বরে এই মাধুর্য্য না থাকিলে কি কোকিলকে "বিতনুর বন্দী" আখ্যা দেওয়া যায়?

मत्तेभो मलयानिलः परभृतो यद्वन्दिनो लोकजि-
त्सोऽयं वो वितरीतरीतु वितनुर्भद्रं वसन्तान्वितः ।

যে কলকণ্ঠে মদনের বৈতালিক গীত সূচিত হয়, তাহাকে উপেক্ষা করা চলে না; তাই বসন্তবর্ণনায় কোকিল এতখানি জায়গা জুড়িয়া বসিয়া আছে। অন্যপুষ্ট বিহঙ্গটি চূতরসাসবে পরিতৃপ্ত হয়; নানামনোজ্ঞকুসুমদ্রুমভূষিত পর্ব্বতের সানুদেশে তাহার বাস ও বিহারভূমির সন্ধান পাওয়া যায়;—

नानामनोज्ञकुसुमद्रुमभूषितान्ता-
न्हृष्टान्यपुष्टनिनदाकुलसानुदेशान् ।
शैलेयजालपरिणद्धशिलातलौघा-
न्दृष्ट्वा जनः क्षितिभृतो मुदमेति सर्वः ॥

মহাকবির এই বর্ণনা আধুনিক পক্ষিতত্ত্বজ্ঞের পর্য্যবেক্ষণ-ফলের সঙ্গে মিলাইয়া লইলে কোনও বিরোধ দেখা যায় না। কেমন করিয়া পরের বাসায় ডিম ফুটিয়া কোকিলের ছানা বাহির

* The Birds of India, Vol. I (1862), p. 313.

হয়, কি উপায়ে এতকাল ধরিয়া শত্রুপুরীতে কোকিলশিশুর জীবনরক্ষা হইয়া আসিতেছে এ রহস্য বিহঙ্গতত্ত্বজিজ্ঞাসুর কাছে সুপরিচিত; মহাকবির দৃষ্টি এই অন্যপুষ্ট বিহঙ্গ এড়াইয়া যায় নাই। তিনি ইহার আহার ও বিহারভূমির যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে আধুনিক পক্ষিবিজ্ঞানানুমোদিত মনে হইবে। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার * লিখিয়াছেন যে কোকিলকে আড়াই হাজার ফুট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত পর্ব্বতসানুদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষরাজির মধ্যে এই বিহঙ্গ বিচরণ করে এবং সে প্রধানতঃ ফলভুক্। এ সম্পর্কে বিহঙ্গতত্ত্ববিৎ মিঃ হুইস্লার † বলেন—"It is a bird of groves and gardens, haunting patches of large trees in whose shady boughs it finds concealment and whose fruits it eats."

কোকিল সম্বন্ধে স্বতঃই একটি প্রশ্ন মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে,—ঋতুসংহারের কবি কেবল বসন্তবর্ণনায় ইহাকে আসরে নামাইলেন কেন? অন্যান্য ঋতুতে সে কি প্রকৃতির জীবননাট্য যবনিকার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া থাকে? সে কি যাযাবর? Messenger of springএর মত মধুমাসের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্য সহসা ফাগুন-চৈত্রে সে তাহার পঞ্চম স্বরে দিগঙ্গনাগণকে চঞ্চল করিয়া তোলে? ইহার উত্তরে বিহঙ্গ-

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. IV (1927), p. 174.

† Popular Handbook of Indian Birds (1928), pp. 252-253.

তত্ত্ববিৎ বলিবেন যে,—"It is locally migratory" * ব
ভারতবর্ষের কোকিল আংশিকভাবে যাযাবর। তবে যা
হংসের ন্যায় সে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যায় না, ভারত
মধ্যেই প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে, এক জিলা হইতে আর
জিলায় অনুকূল আবেষ্টনে ঋতুবিশেষে আশ্রয় গ্রহণ করে; তৎ
নিয়মিত সময়ে আবার পূর্ব্বস্থানে আবির্ভূত হয়। শীতক
এই বিহঙ্গ উত্তরপশ্চিমাঞ্চল পরিত্যাগ করে ইহা বিশেষরূপে
করিয়া মিঃ ডেওয়ার † লিখিয়াছেন, "the koel and parac
flycatcher likewise desert us in the coldest montl
পাঞ্জাবে সে বসন্তের আগন্তুক হিসাবে উপস্থিত হয় ই
মিঃ ডেওয়ার ‡ বলিয়াছেন। আংশিকভাবে যাযাবর হইলেও কো
বৎসরের অধিকাংশ সময় নীরবে বৃক্ষপত্রান্তরালে প্রচ্ছন্ন থা
কালাতিপাত করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার মৌন
প্রায় ভঙ্গ হয় না। তাই অনেক সময় সে আমাদের চোখে
না বলিয়া ভুলক্রমে আমরা তাহাকে যাযাবর বিহঙ্গ বলিয়া সা
করিতে প্রবৃত্ত হই। বাস্তবিক তখন সে স্বচ্ছন্দে কুসুমক্রমা
গোপন আবেষ্টনে জীবনযাপন করিতেছে। এই মৌনী পিক
বসন্তাগমে মুখর হইয়া উঠে এবং যতই দিন যায়, ততই তা
কাকলি ভারতবর্ষের কুঞ্জে কুঞ্জে বনবীথিকায় পথিককে উ
করিয়া তোলে। নবীন বসন্তে পিকবধূর গর্ভাধানকাল উপস্থিত হ

* Whistler, H., Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 252.
† A Bird Calender for Northern India (1916), p. 43.
‡ Glimpses of Indian Birds, p. 100.

তখন পিকদম্পতীর কলকূজনের বিরাম থাকে না। জার্ডন* লিখিয়াছেন—"About the breeding season the Koel is very noisy, and may be then heard at all times, even during the night, frequently uttering its well-known cry of *ku-il ku-il*, increasing in vigour and intensity as it goes on."

এখন অবশ্যই বুঝিতে পারা যাইবে যে ঋতুসংহারের বসন্ত ভিন্ন অন্য ঋতুবর্ণনায় কোকিলের সন্ধান পাই না কেন। আংশিক যাযাবরত্বের পরিচয় দিলেও যতগুলা বিহঙ্গ উত্তরপশ্চিম ভারতের অনুকূল প্রদেশে গৃহস্থালির জন্য উপস্থিত হয়, তাহারা সমগ্র বসন্ত বা গর্ভাধানকাল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মুখর থাকে। বর্ষাশেষে অথবা শিশিরে তাহাদের মুখরতা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া অন্তর্হিত হয়। ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোকিলদম্পতীর কণ্ঠ-স্বরের যে বৈলক্ষণ্য ঘটে, তাহা মিঃ ডেওয়ার বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। আগষ্ট মাসে পিককণ্ঠের বৈচিত্র্য সম্পর্কে তিনি† বলেন—"These call only for a short time, remaining silent during the greater part of the day." সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে কোকিলের স্বর অত্যন্ত বিরল,—"heard on rare occasions; before October has given place to November, these noisy birds cease to

* The Birds of India, Vol. I (1862), p. 343.

† A Bird Calender for Northern India (1916), p. 138.

trouble." * এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বাস্তবিকই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলিতে হয় "তুমি বসন্তের কোকিল, শীত-বর্ষার কেহ নও।" বিহঙ্গটির বৈজ্ঞানিক নাম Eudynamis scolopaceus (Linn.)।

এখন কোকিলকে বিদায় দিয়া ময়ূরের কথা পাড়িব। পূর্ব্বে মহাকবির মেঘদূতখানি অবলম্বন করিয়া আমি বলিয়াছিলাম যে, তিনি সজলনয়ন শুক্লাপাঙ্গ নীলকণ্ঠ ময়ূরকে উপেক্ষার চক্ষে দেখেন নাই। ঋতুসংহারে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ বর্ণনায় সেই ময়ূরের ছবি বিচিত্র পরিবেষ্টনীর মধ্যে নব নব ভঙ্গিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ডসূর্য্যকিরণতপ্ত বিদহ্যমান ফণী অধোমুখে মুহুর্মুহুঃ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে প্রায় নিশ্চল হইয়া ময়ূরের তলে শয়ান রহিয়াছে;—ক্লান্তদেহ কলাপী কলাপচক্রের মধ্যে নিবেশিতানন সর্পকে হনন করিতেছে না।

> হুতাগ্নিকল্পৈঃ সবিতুর্গভস্তিভিঃ
> কলাপিনঃ ক্লান্তশরীরচেতসঃ।
> ন ভোগিনং ঘ্নন্তি সমীপবর্তিনং
> কলাপচক্রেষু নিবেশিতাননম্॥

যাহাদের মধ্যে খাদ্যখাদক সম্বন্ধ তাহাদের এইরূপ অবসাদ, ক্লান্তি ও শান্তির ছবি জগতের কোনও সাহিত্যে অন্য কোনও

* A Bird Calender for Northern India (1916), p. 168.

কবি এমন করিয়া দিতে পারিয়াছেন কি না জানি না। কিন্তু এই সাপ ও ময়ূরটিকে অবলম্বন করিয়া যে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের ছবি আমাদের মনশ্চক্ষুর সমক্ষে জাগিয়া উঠিল, তেমনটি আর কিছুতে ফুটিয়া উঠিত কি না সন্দেহ। উৎকট বস্তুতন্ত্রতার দিক্ হইতে দেখিলে হয় তো সমালোচক বলিবেন যে, কবিবর এখানে কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। বাস্তবিক জীবতত্ত্ব হিসাবে উহাদের মধ্যে খাদ্যখাদক সম্বন্ধ রহিয়াছে একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, এই ময়ূরটি আমাদের পুরাতন পরিচিত বন্ধু Pavo cristatus Linn.। তাহার বিহারের কথা বলিবার কিঞ্চিৎ সুযোগ পাইয়াছিলাম; কিন্তু আহারের কথা এপর্য্যন্ত বলা হয় নাই। ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের প্রকাশিত নিবন্ধে ভারতবর্ষীয় পক্ষীর আহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে শিখীর আহার্য্যপ্রসঙ্গে * এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে—"They feed on grain, buds, shoots of grass, insects, small lizards and snakes." মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার † লিখিয়াছেন—"Peafowl are almost omnivorous in their own diet and will eat all and any kind of grain, young green crops, insects, small reptiles, mammals and even snakes." প্রখর

* Mason, C. W., and Lefroy, H. M., The Food of Birds in India (January 1912), p. 225.

† The Game-Birds of India, Burma and Ceylon, Vol III (1930), p. 83.

সূর্য্যাতপে সাপ ও ময়ূর কোনও রূপ শারীরিক পরিশ্রম করিতে আদৌ রাজী নহে;—একটি খাদ্যাহরণচেষ্টা হইতে একেবারেই বিরত, অপরটি এতই মুহ্যমান যে পলাইবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, হিংস্র শত্রুর বর্হভারশীতল তলদেশকে উপাদেয় মনে করিয়া তথায় নিশ্চিন্তচিত্তে অবস্থান করিতেছে।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের এই আলস্যমন্থর নিষ্প্রভ নির্জীবপ্রায় ময়ূরটি কিন্তু গ্রীষ্মাপগমে আসন্ন বর্ষায় তাহার সমস্ত আলস্য ও অবসাদ দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিকীর্ণবিস্তীর্ণকলাপশোভায় আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে—

सदा मनोज्ञं स्वनदुत्सवोत्सुकं
विकीर्णविस्तीर्णकलापशोभितम् ।
ससंभ्रमालिङ्गनचुम्बनाकुलं
प्रवृत्तनृत्यं कुलमद्य बर्हिणाम् ॥

এই স্ফুরিত বর্হমণ্ডলীর চিত্তহারিণী শোভায় মুগ্ধ হইয়া উৎপলভ্রমে ঝাঁকে ঝাঁকে মধুপ আসিয়া তদুপরি পতিত হইতেছে—

विपत्रपुष्पां नलिनीं समुत्सुका
विहाय भृङ्गाः श्रुतिहारिनिस्वनाः ।
पतन्ति मूढाः शिखिनां प्रनृत्यतां
कलापचक्रेषु नवोत्पलाशया ॥

কোকিল, শিখী ও শুক

পর্ব্বতে পর্ব্বতে ময়ূরের নৃত্যের কথা পূর্ব্বে * বিবৃত করিয়াছি। ভূধরকে কেমন বিচিত্র সৌন্দর্য্যে ইহারা মণ্ডিত করিতে পারে তাহার একটি চিত্র ঋতুসংহারের কবি দিয়াছেন। পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া প্রস্রবণ ঝরিয়া পড়িতেছে; শ্বেত উৎপলের আভায় মণ্ডিত হইয়া মেঘ উপলখণ্ডগুলিকে চুম্বন করিতেছে; নৃত্যপরায়ণ শিখীদের আনন্দ নর্ত্তনে আকুল হইয়া ভূধরগুলি প্রকৃতিকে সমুৎসুক করিয়া তুলিতেছে—

सितोत्पलाभाम्बुदचुम्बितोपलाः
समाचिताः प्रस्रवणैः समन्ततः ।
प्रवृत्तनृत्यैः शिखिभिः समाकुलाः
समुत्सुकत्वं जनयन्ति भूधराः ॥

বর্ষার এই নৃত্যপরায়ণ ময়ূর শরদাগমে কিন্তু পূর্ব্বের মত আর উন্নতমুখ হইয়া গগন নিরীক্ষণ করে না—

पश्यन्ति नोन्नतमुखा गगनं मयूराः ।

মেঘদূতপ্রসঙ্গে বলিয়াছি যে বর্ষাকালেই ময়ূরের দাম্পত্যলীলার প্রশস্ত সময় এবং এই সময়ে মেঘসন্দর্শনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে তাহার আনন্দনৃত্য ও কেকাধ্বনি নিসর্গশোভার একটি বাস্তব অঙ্গ। বর্ষাশেষে গর্ভাধানকাল অন্তে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ময়ূরের দাম্পত্যলীলার অবসান হয়; সঙ্গে সঙ্গে পতত্রস্খলনে সে হীনপ্রভ

* ৪২ ৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইয়া থাকে; তাহার পূর্ব্বের স্বরলহরী ও মেঘসন্দর্শনে আকুলতা আর থাকে না। তাই ঋতুসংহারে দেখিতে পাইতেছি যে শরতে শিশিরের প্রাক্কালে মদন নৃত্যপ্রয়োগরহিত শিখিগণকে পরিত্যাগ করিতেছেন—

নৃত্যপ্রয়োগরহিতাঞ্ছিখিনো বিহায়
হংসানুপৈতি মদনো মধুরপ্রগীতান্।

এইখানে ঋতুসংহারের বিহঙ্গপরিচয় শেষ হইল ভাবিতেছিলাম, কিন্তু কিংশুক পুষ্পের আড়াল হইতে বসন্তঋতুতে ছদ্মবেশে শুকপাখীকে দেখিতে পাইতেছি;—একেবারে তাহার কথা কিছুই না বলিয়া কেমন করিয়া ঋতুসংহারের পাখীর কথা শেষ করা যায়। কবি প্রশ্ন করিতেছেন

কিং কিংশুকৈঃ শুকমুখচ্ছবিভির্ন ভিন্নং
কিং কর্ণিকারকুসুমৈর্ন কৃতং নু দগ্ধম্।

অর্থাৎ টিয়াপাখীর মুখের ছবির মত পলাশকুসুম কি নারীগতচিত্ত যুবকের মনকে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হইতেছে না? এখানে সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাসের চক্ষে পাখীর রূপের সঙ্গে ফুলের কান্তির বিচিত্র সম্মিলন হইল বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক

তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সমক্ষে বিহঙ্গশাস্ত্রের সঙ্গে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আসিয়া মিশিল। এই ফুলের ও পাখীর কথা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যার ও বিহঙ্গতত্ত্বের অপরূপ সংঘর্ষ, ইহা যে কেবল কবির মস্তিষ্কপ্রসূত তাহা নহে; প্রকৃতির চিত্রপটে ফুল ও পাখী যে সৌন্দর্য্যের রেখা টানিয়া যায়, রূপে ও রসে, গন্ধে ও স্পর্শে যে মাধুর্য্য বিকীর্ণ করে, তাহা কবির রসসাহিত্যের অত্যাবশ্যক উপাদান বটে; কিন্তু botanist ও ornithologist পাশাপাশি বসিয়া বৈজ্ঞানিক চশমা চোখে আঁটিয়া পাখীর ও ফুলের লীলা দেখিয়া শেষ করিতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে আমি পরাগকেশর ও গর্ভকেশর এবং চঞ্চুপুট-সাহায্যে উভয়ের মধ্যে বিহঙ্গের দৌত্যের কাহিনী বিবৃত করিতে চাহি না; পক্ষিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব এই উভয় তত্ত্বের দিক্ হইতে economic ornithologyর অবতারণা করিতেছি না; কিন্তু এ অবস্থায় ঐ টিয়াপাখীর মুখোসপরা কিংশুককে লইয়া কি করিব? শুধ্ মোটামুটি অবৈজ্ঞানিক ভাবে বোধ হয় এখানে উভয়ের বর্ণসাদৃশ্য দেখাইয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। পলাশফুলের রং লাল; আর, বর্ণপরিচয় প্রথমভাগের ছড়ার ভাষায় বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে—টিয়াপাখীর ঠোঁটটি লাল।

রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব

১

হংসচিত্র

মেঘদূতঋতুসংহারে যে সমস্ত হংসের চিত্র নানা পরিবেষ্টনীর মধ্যে ঋতুভেদে অথবা বিশেষ করিয়া আসন্ন বর্ষায় বিচিত্রবর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা লইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কৌতূহলনিবৃত্তিমানসে কতকটা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছিলাম। শুধু হংস কেন, কবিবর্ণিত সকল বিহঙ্গ সম্পর্কেই আমাদের তত্ত্বজিজ্ঞাসা মাত্র এই দুইখানি কাব্যালোচনার মধ্যে পর্য্যবসিত থাকিতে পারে না। মহাকবির আরও দুইখানি কাব্যসাহিত্যাবলম্বনে জ্ঞানপিপাসানিবৃত্তির চেষ্টায় সুফলের আশা করা যায় না কি? রঘুবংশকুমারসম্ভবের মধ্যে হয় তো অনেক পাখীর সন্ধান আমরা পাইব যাহাদের সঙ্গে আমাদের পূর্ব্বে পরিচয় হইয়া গিয়াছে; হয় তো এমন আরও অনেক পাখী আমাদের নয়নগোচর হইবে যাহাদের সহিত নূতন করিয়া পরিচয়লাভের সুযোগ ঘটিবে এবং

যাহাদিগকে লইয়া নাড়াচাড়ায় আরও কিছু নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। ইহাদের পুনরুল্লেখ যে নিষ্প্রয়োজন এমন কথা মনে করা যায় না। যাঁহার তুলিকায় ছবির পর ছবি পত্রে পত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনি যখন বারম্বার বিহঙ্গপরিচয় নিষ্প্রয়োজন মনে করেন নাই, নূতন নূতন পরিবেষ্টনীর মধ্যে অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া সেই পাখীগুলিকে আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন, তখন তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমাদেরও বারম্বার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া পাখীগুলিকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইবে।

নিদাঘ প্রকৃতির অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন হংসের সন্ধান আমরা ঋতুসংহারে পাইয়াছি, আসন্নবর্ষায় ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের ভিতর দিয়া যাহার মানসযাত্রার চিত্র মেঘদূতে অঙ্কিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের নদীবক্ষে সন্তরণশীল সেই হংসের ছবি রঘুবংশকুমারসম্ভবের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই। শরৎকালে হংসমালায় গঙ্গার শোভাবর্দ্ধনের উল্লেখ কবি করিয়াছেন। এই গঙ্গার আশীর্ব্বচন হিসাবে মরালের কূজন শ্রুত হইতেছে,—

> **সংমিলদ্ভির্মরালৈঃ সা কলং কূজদ্ভিরুন্মদৈঃ।**
>
> **বব্রে শ্রেয়াংসি * * *॥**

গাঙ্গসৈকতে রাজহংসের মদপটুনিনাদে সুরগজের নিদ্রাভঙ্গ হইল। এই নদীপরিবেষ্টনীর মধ্যে হংসগণের নভোল্লঙ্ঘনলোলপক্ষের ব্যজন কবির চক্ষে চামররূপে প্রতিভাত হইতেছে। রোহিণীপতির

জাহ্নবীপুলিনের শয্যা হংসধবল উত্তরচ্ছদে মণ্ডিত। গঙ্গাযমুনাসঙ্গম কাদম্বসংসর্গবতী রাজহংসপঙ্ক্তির শোভা ধারণ করিয়াছে,—

ক্বচিৎখগানাং প্রিয়মানসানাং কাদম্বসংসর্গবতীব পংক্তিঃ।

* * * *

* * * *

পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ॥

সরযূতে রোধপুষ্পলতার মধ্যে ঊর্ম্মিলোলোন্মদ রাজহংস রহিয়াছে; তথায় সরিদঙ্গনাগণের অবতরণে সেই সমস্ত হংসের উদ্বেগ লক্ষিত হইল। সরোবরের মধ্যে যে মানসরাজহংসীকে দেখিতে পাওয়া গেল, সমীরণোত্থিত তরঙ্গলেখার উপর সে পদ্ম হইতে পদ্মান্তরে নীত হইতেছে।

কাব্যমধ্যে যে পটভূমিকায় এই সমস্ত হংস বিরাজ করিতেছে, তাহা প্রধানতঃ নদী বা নদীসৈকত এবং সরোবরের সহিত সংশ্লিষ্ট। হংসগণের মধ্যে বিশেষ করিয়া রাজহংস (পুং এবং স্ত্রী) এবং কাদম্বের নামোল্লেখ দেখিতে পাই। পূর্ব্বে এই উভয় হংসের স্বভাব ও স্বরূপনির্ণয় প্রসঙ্গ বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছি। সে প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন না করিয়া এখানে মাত্র দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। রাজহংস হইতেছে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত Anser indicus Linn. বিহঙ্গ এবং কাদম্ব Anser anser Linn.। কলহংস কাদম্বের নামান্তর মাত্র; ইহার দেহের ধূসরবর্ণ এবং সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের পরিচয় পূর্ব্বে আমরা পাইয়াছি।

এই বিহঙ্গের ধূসরবর্ণের তুলনায় Anser indicus Linn. হংসের বর্ণ অপেক্ষাকৃত অধিক শাদা, যদিও সেই শাদার সঙ্গে ধূসর-পিঙ্গলের সমন্বয় আছে। অশিক্ষিত তিব্বতীয় পর্ব্বতবাসীরা সেই শাদা রঙে আকৃষ্ট হইয়া পাখীটাকে "অঙ্‌ব কর্‌পো", "অঙ্‌কর" প্রভৃতি আখ্যায় বিশেষিত করে; ইহার অর্থ শাদা হাঁস। রঘুবংশের মধ্যে যে দৃশ্যে যমুনাতরঙ্গের সঙ্গে ভিন্নপ্রবাহা গঙ্গা মিলিত হইতেছে, তাহার শোভা মহাকবি দুই বিভিন্নবর্ণের বিহঙ্গের একত্র সমাবেশের দৃষ্টান্ত সাহায্যে নিপুণভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। একটা অতিধূসরপক্ষ বিহঙ্গ, অপরটি অপেক্ষাকৃত শুভ্রতর; এইরূপ দুই স্বতন্ত্র জাতীয় হংসের ঝাঁক তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে পাশাপাশি মিলিত হইলে যে বর্ণবৈষম্যের দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে, গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম তদ্রূপ প্রতিভাত হইতেছিল। এই দুই জাতীয় হংসই নদীপ্রিয়, পক্ষিবিজ্ঞানে তাহার যথেষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। মিঃ হুইস্‌লার * বিশেষ করিয়া Anser indicus Linn. বিহঙ্গকে "reveraine species" বলিয়াছেন। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার † লিখিয়াছেন—"Speaking broadly, this goose is far more of a river than a lake or tank bird, though it is, of course, also found on the larger lakes and jheels". Anser anser Linn. হংসের স্বভাবের বর্ণনা ‡

* Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 404.

† Ducks and Their Allies (1921), p. 106.

‡ Hume and Marshall, The Game Birds of India, Burmah and Ceylon, Vol. III (1881), p. 58.

পাওয়া যায়—"All our Geese prefer rivers to tanks and lakes, but of all the species the Grey Lag is least rarely seen about these latter." কালিদাস নদীসৈকতের হংসমেখলা বলিয়া বর্ণনা দিয়াছেন;—বৈজ্ঞানিক কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়, কল্পনা-দোষের লেশ দৃষ্ট হয় না। রাজহংস এবং কাদম্বকে কাব্যমধ্যে বিশেষরূপে গঙ্গা, যমুনা এবং সরযূতে পাওয়া যাইতেছে।

মেঘদূতপ্রসঙ্গে মানসগামী কতিপয়দিনস্থায়ী হংসের মেঘালোকে মানসিক উদ্বেগ ও উৎপতনের উল্লেখ করিয়াছি। কুমারসম্ভবে দেখিতে পাই—চমূরজে স্থগিতার্কমণ্ডল নভঃস্থলের দৃশ্য দেখিয়া মেঘভ্রমে যেন হংসগণের মানসযাত্রা সুরু হইতেছে। অন্যত্র সেনানীর কুন্দশুভ্র আতপবারণ বায়ুবিতাড়িত হইয়া মেঘাবধূলি-মলিন নভোমণ্ডলে উড্ডীয়মান কলহংসকুলের শোভা ধারণ করিয়াছে। কবি কলহংসীর নিনাদ ও মদালসগতির কথা তুলিয়াছেন। পূর্ব্বেও সে কথা আলোচনা করিবার সুযোগ আমরা পাইয়াছিলাম; ঋতুসংহারে রাজহংসপ্রসঙ্গে আমরা দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম কেমন করিয়া জঘনভারমন্থরা কামিনীর চরণকমলের নূপুরশিঞ্জিতে এই বিহঙ্গের গতিভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কুমারসম্ভবে রাজহংসের এই গতিভঙ্গীর উল্লেখ আছে—

सा राजहंसैरिव संनताङ्गी गतेषु लीलाञ्चितविक्रमेषु ।
व्यनीयत प्रत्युपदेशलुब्धैरादित्सुभिर्नूपुरसिञ्जितानि ॥

সন্নতাঙ্গী গৌরীর মঞ্জীরধ্বনির অনুকরণে কণ্ঠস্বর মিলাইয়া প্রত্যুপদেশচ্ছলে রাজহংস স্বীয় লীলাঞ্চিত গতি যেন শিখাইতেছে।

"লীলাঞ্চিত", "মদালস" প্রভৃতি আখ্যা রাজহংস বা কলহংসের গতির বিশেষত্বসূচক; ইংরাজ বৈজ্ঞানিকেরাও "rolling gait", "swaying walk" প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রয়োগে হংসগতি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন *। কালিদাসের তুলিকায় নারীর সহিত হংসগতির যে তুলনামূলক চিত্র আমরা বারবার অঙ্কিত দেখিতেছি, তাহা কবিকল্পনায় জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক বটে, কিন্তু সেই চিত্র যে বাস্তব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এরূপ বলা চলে না।

রঘুবংশকুমারসম্ভবের হংসচিত্র হইতে চক্রবাককে বাদ দেওয়া যায় না। কাব্যদুইটির মধ্যে তাহাকে অনেক স্থানে দেখা যাইতেছে। সরযূপ্রবাহে বিচরণশীল দ্বন্দ্বচর এই হংস নারীর রূপাবয়বের উপমাচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। যমুনায় তাহাকে দেখা যায়—

> तत्र सौधगतः पश्यन्यमुनां चक्रवाकिनीम् ।
> हेमभक्तिमतीं भूमेः प्रवेणीमिव पिप्रिये ॥

চক্রবাকবতী যমুনা যেন পৃথিবীর হেমভক্তিমতী বেণী বলিয়া মনে হইতেছে।

* ৮২—৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বোম্বাই ন্যাচরেল হিষ্ট্রি সোসাইটির অনুমতিক্রমে

ষ্টুয়ার্ট বেকার হইতে
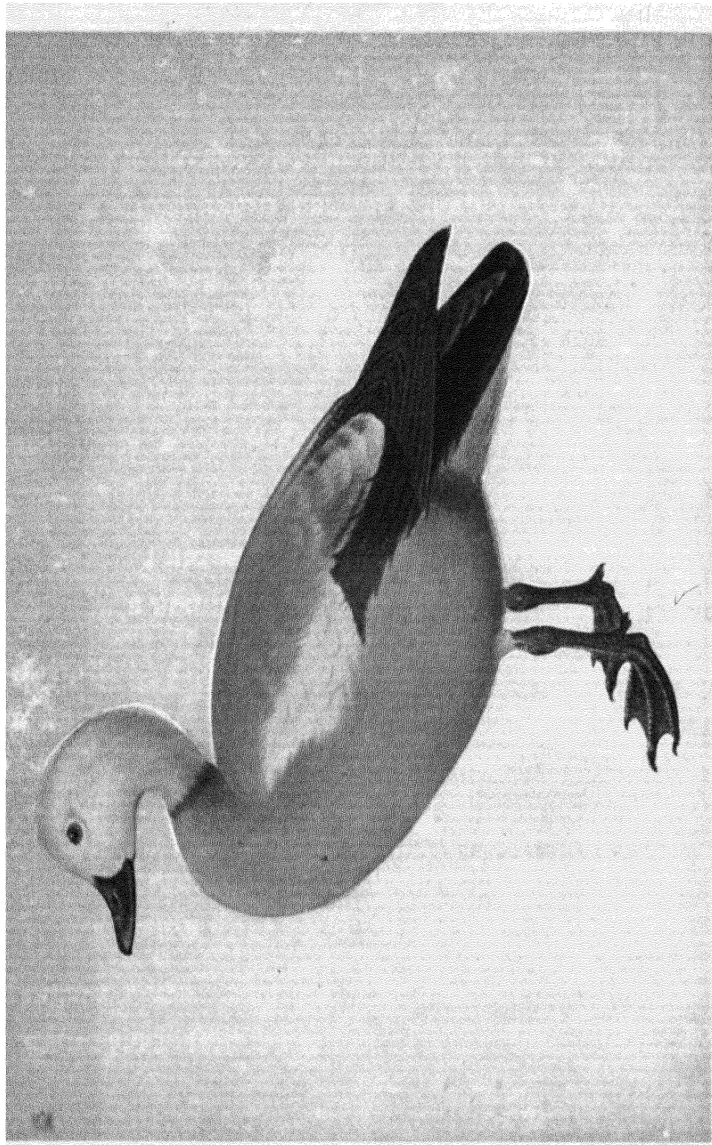
পম্পাসলিলেও এই বিহঙ্গ বিরাজমান—

অত্রাবিযুক্তানি রথাঙ্গনাম্নামন্যোন্যদত্তোৎপলকেসরাণি ।
দ্বন্দ্বানি দূরান্তরবর্তিনা তে ময়া প্রিয়ে সস্পৃহমীক্ষিতানি ॥

এখানে দ্বন্দ্বচর অবিযুক্ত চক্রবাকমিথুন উৎপলকেশর লইয়া ক্রীড়া করিতেছে।

ত্রিস্রোতা গঙ্গাসৈকতের শোভা চক্রবাককর্তৃক বর্দ্ধিত হইয়াছে। সরোবরে উৎপলকেশরভক্ষণশীল চক্রবাকমিথুন দৈবাৎ দূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরস্পরাভিমুখে গ্রীবা বক্র করিয়া ডাকাডাকি করিতেছে—

দষ্টতামরসকেসরস্রজোঃ ক্রন্দতোর্বিপরিবৃত্তকণ্ঠয়োঃ ।
নিঘ্নয়োঃ সরসি চক্রবাকয়োরল্পমন্তরমনল্পতাং গতম্ ॥

অত্যন্তহিমোৎকিরানিল পৌষরাত্রিতে পুরোবিযুক্ত পক্ষিমিথুন এমনভাবে পরস্পরকে ডাকাডাকি করিতেছে যে তাহা ক্রন্দনধ্বনি মনে করিয়া উদবাসতৎপরা গৌরী পক্ষিদ্বয়ের প্রতি কৃপাবতী হইলেন—

নিনায় সাত্যন্তহিমোৎকিরানিলাঃ সহস্যরাত্রীরুদবাসতৎপরা ।
পরস্পরাক্রন্দিনি চক্রবাকয়োঃ পুরো বিযুক্তে মিথুনে কৃপাবতী ॥

চক্রবাকচক্রবাকীর পরস্পর ডাকাডাকি লইয়া আমাদের দেশে একটি প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে মেঘদূতপ্রসঙ্গে

এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। বিহঙ্গমিথুনের নৈশ বিরহের কথা এক্ষেত্রে উদ্ধৃত শ্লোকে কতকটা মুখ্যভাবে উত্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা লইয়া পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তদপেক্ষা আরও বিশদ বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে, এমন কি পুনরুক্তি দোষও আসিতে পারে মনে করিয়া সেই আলোচনা হইতে ক্ষান্ত থাকিলাম। তবে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি যে, এই বিরহকাহিনীর বা প্রবাদের মূলে শুধু কল্পনাই যে জড়িত এমন বলা চলে না, বাস্তব পক্ষিজীবনের অতিসত্য প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য তথায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। উদ্ধৃত শ্লোকে আমরা চক্রবাকমিথুনকে দেখিতে পাইতেছি,—আহার্য্যান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া দৈবাৎ তাহারা পরস্পরের নিকট হইতে দূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং পরস্পরাভিমুখে গ্রীবা বক্র করিয়া ডাকাডাকি করিতেছে। বিহঙ্গতত্ত্ববিদেরা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন যে এই হংসের বৈশিষ্ট্য হইতেছে যুগ্মাবস্থায় কালাতিপাত করা; কাছাকাছি থাকিয়া দৈবাৎ যখন আহারসন্ধানে বিচরণ করিতে করিতে পক্ষিমিথুন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন উভয়েই অনবরত কণ্ঠধ্বনির সাহায্যে উভয়কে ডাকাডাকি করিতে থাকে। কালিদাসের কাব্যদুইখানির মধ্যে চক্রবাক সম্পর্কে "দ্বন্দ্বচর", "অবিযুক্ত" প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রয়োগ দেখা যায়; তদ্দ্বারা এই হংসের স্বভাবের কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পাই। বিহঙ্গতত্ত্ববিৎও চক্রবাকের সেই স্বভাবের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন। বিহঙ্গমিথুন দিবাভাগে সাধারণতঃ একত্র পাশাপাশি থাকিয়া

বিশ্রাম করে; রাত্রে আহারসন্ধানে ব্যাপৃত হয়; তখন প্রায়ই তাহারা পরস্পরের সঙ্গ ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যায়। নিশীথের অন্ধকারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন দূরান্তরিত পক্ষিমিথুনের এই ডাকাডাকি ভিন্ন পুনরায় সঙ্গলাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে। মিঃ হুইস্‌লার * লিখিয়াছেন, "During the day they generally rest, sitting and standing about together, and at night they feed often separating in the process." এখন চকাচকীর দাম্পত্যজীবনের অনিবার্য্য বিরহব্যাপার কতটা দৈব তাড়নায় ঘটে, কতটা বা ইচ্ছাকৃত পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। কবি লিখিয়াছেন—

> शशिनं पुनरेति शर्वरी दयिता द्वन्द्वचरं पतत्रिणाम् ।
> इति तौ विरहान्तरक्षमौ कथमत्यन्तगता न मां दहेः ॥

এই বিহঙ্গ বিরহব্যথাক্ষম হয়, তাহার কারণ দ্বন্দ্বচর পক্ষী পক্ষিণীর পুনর্মিলন ঘটে।

বৈজ্ঞানিক হিসাবে এবং বাস্তব পক্ষিজীবনের দিক হইতেও লক্ষ্য করিলে চকাচকীর বিরহব্যথাকে অস্বীকার করা চলে না, যদিও উহা অল্পক্ষণস্থায়ী।

চক্রবাকের বৈজ্ঞানিক নাম Casarca ferruginea (Vroeg.)। সাধারণ ইংরাজের নিকট ইহা Ruddy Goose আখ্যায় পরিচিত। অবশ্যই পাখীটার মোটামুটি দেহের বর্ণ অনুসারে এই নাম দেওয়া

* Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 407.

হইয়াছে। পীত এবং পিঙ্গল-কমলাবর্ণের সমন্বয় ইহার সারা দেহে দৃষ্ট হয়; পুচ্ছদেশ এবং পৃষ্ঠের অধোভাগ কৃষ্ণবর্ণ; প্রধান পতত্রগুলি কালো, অপরগুলিতে উজ্জ্বল সবুজবর্ণ বিদ্যমান এবং পীতলোহিতের আভাও দৃষ্ট হয়। কালিদাস চক্রবাকিনী যমুনার বর্ণনা করিয়াছেন—যেন হেমভক্তিমতী পৃথিবীর বেণী। ইহাতে দুইটা রং বিশেষভাবে প্রকট দেখা যাইতেছে; একটি হেম অর্থাৎ সুবর্ণ রং এবং অপরটি এমন একটি রং যাহা বেণী অর্থাৎ কেশগুচ্ছে বিদ্যমান, সেটি কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণপিঙ্গল বর্ণ। অতএব মহাকবির এই বর্ণনা সুসঙ্গত হইয়াছে। এখন কুমারসম্ভবের স্বর্গধুনী অর্থাৎ মন্দাকিনীর দৃশ্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই—

सौरभ्यलुब्धभ्रमरोपगीतैर्हिरण्यहंसावलिकेलिलोलैः ।
चामीकरीयैः कमलैर्विनिद्रैश्च्युतैः परागैः परिपिङ्गतोयाम् ॥

সুরধুনী পরিপিঙ্গতোয় হইয়াছে, হিরণ্যহংসাবলি তথায় কেলি করিতেছে।

অমরাবতীর দৃশ্যে দেখিতে পাই

उत्कीर्णचामीकरपङ्कजानां दिग्दन्तिदानद्रवदूषितानाम् ।
हिरण्यहंसव्रजवर्जितानां विदीर्णवैदूर्यमहाशिलानाम् ॥

এখানকার সুরসেবিত দীর্ঘিকার জল মত্তদিগ্‌গজমদে আবিল হইয়াছে, হিরণ্যহংসব্রজ সেই জল বর্জ্জন করিয়াছে।

হংসচিত্র

যে বিহঙ্গকে এখানে হিরণ্যহংস বলা হইয়াছে, মন্দাকিনী মধ্যে যাহার অবস্থিতি সেই নদীকে পরিপিঙ্গতোয় করিয়া তুলিবার প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সহিত পূর্ব্বোদ্ধৃত যমুনাচিত্র মিলাইয়া লইলে দেখা যায় যে এই বিহঙ্গের বর্ণে উদ্ভাসিত থাকায় চক্রবাকিনী যমুনা হেমভক্তিমতী পৃথিবীর বেণী বলিয়া কবির চক্ষে প্রতিভাত হইতেছিল। যে বর্ণকে হিরণ্য আখ্যায় একস্থানে পরিচিত করা হইতেছে, অন্যত্র তাহাকে হেমভক্তি বলা হইয়াছে; উভয়ই একবর্ণ—সোনার রং; ইহাকে সাধারণভাবে ইংরাজ ruddy বলেন; ইহাতে বিশেষজ্ঞ পীত এবং পিঙ্গল-কমলাবর্ণের সমন্বয় লক্ষ্য করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কুমারসম্ভবের আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

विन्यस्तशुक्लागुरु चक्रुरङ्गं गोरोचनापत्त्रविभक्तमस्याः ।
सा चक्रवाकाङ्कितसैकतायास्त्रिस्रोतसः कान्तिमतीत्य तस्थौ ॥

গৌরীর অঙ্গ শুক্লাগুরুবিন্যস্ত এবং গোরোচনাপত্রবিভক্ত হইয়া চক্রবাকাঙ্কিতসৈকতা গঙ্গার শ্রী অতিক্রম করিয়াছিল।

শ্লোকোক্ত গোরোচনা শব্দের প্রতি আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। মল্লিনাথ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"অত্র গোরোচনাচক্রবাকয়োঃ পীতত্বেন সাম্যম্" অর্থাৎ চক্রবাকের দেহের বর্ণের সঙ্গে গোরোচনার পীতবর্ণের সাম্য আছে। গৌরীর অঙ্গে গোরোচনাপ্রলেপে চক্রবাকচিহ্নিতসৈকত গঙ্গার কান্তির সহিত

তুলনা কবিকল্পনায় অস্বাভাবিক হয় নাই। ব্লানফোর্ড * চক্রবাকের বর্ণনা দিয়াছেন—"Head and neck buff, generally rather darker on the crown, cheeks, chin, and throat, and passing on the neck into the orange-brown or ruddy ochreous of the body above and below. * * Scapulars like back; lower back and rump ochreous and black, vermiculated; upper tail-coverts, tail, and quills black; the secondaries metallic green and bronze on their outer webs * * middle of lower abdomen to vent chestnut; lower tail-coverts orange-brown like breast." পক্ষিতত্ত্ববিৎ বিশেষভাবে যে হাঁসের বর্ণের পরিচয় হিসাবে buff, orange-brown, ruddy ochreous ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কাব্যমধ্যে সেই চক্রবাকসম্পর্কে গোরোচনা, হেমভক্তি, হিরণ্য প্রভৃতি আখ্যা দেখা যায়। কালিদাস চক্রবাকাঙ্কিত সৈকতের চিত্র দিয়াছেন। বাস্তবিক সেই চিত্র তিলমাত্র সত্য হইতে বিচ্যুত নহে। পক্ষিতত্ত্ববিৎ মিঃ হুইস্‌লার † বলেন—"The Ruddy Sheldrake or Brahminy Duck in India is essentially a bird of the larger rivers where the water is clean and free of vegetation

* Fauna of British India, Birds, Vol. IV (1898), pp. 428-429.

† Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 407.

and there are extensive sand-banks and sandy islets left by the falling floods of the summer. In such localities it is found in pairs which spend the greater portion of their time on the sandy margins of the water, comparatively seldom entering it." এই বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে নদীসৈকতে এই বিহঙ্গ প্রায়ই বিরাজ করে; যে সকল নদীতে সে থাকিতে ভালবাসে তাহার জল প্রায়ই পরিষ্কার। তাই মহাকবির অমরাবতীর চিত্রে আমরা বুঝিতে পারি মত্তদিগ্‌গজমদে আবিল জলরাশি হিরণ্যহংসব্রজ কেন বর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এই হংস প্রধানতঃ উদ্ভিজ্জাশী; কাব্যমধ্যে ইহাকে উৎপল-কেশরভক্ষণতৎপর দেখা যায়।

গঙ্গা, যমুনা, সরযূ প্রভৃতি স্বচ্ছতোয় নদীতে অথবা সেই নদীসকলের সৈকতে যদিও চক্রবাককে আমরা দেখিতে পাইতেছি, সরোবরের মধ্যে সে কেলি করিতেছে এরূপ চিত্রও কাব্য দুইখানির মধ্যে অঙ্কিত হইয়াছে। বাস্তবিক এই হংস যে অনেক সময়ে হ্রদসরোবরে বিহার করে, তাহা পক্ষিতত্ত্ববিৎ লক্ষ্য করিয়াছেন; যেখানে প্রায়ই নদী থাকে না, সেই স্থানের বড় বড় দীঘি বা হ্রদে চক্রবাককে দেখা যায়। মিঃ হুইস্‌লার * লিখিয়াছেন—"In the absence of rivers and sand-banks the Brahminy visits lakes and large tanks * * ."

* Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 407.

কালিদাস অত্যন্তহিমোৎকিরানিল পৌষরাত্রিতে পুরোবিযুক্ত চক্রবাকের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বাস্তবিক এই যাযাবর বিহঙ্গের ভারতবর্ষের মধ্যে শীতকালেই দর্শন পাওয়া যায়; তখন দলে দলে তাহারা উল্লিখিত অনুকূল পরিবেষ্টনীর মধ্যে বিচরণ করে।

নদী ও নদীসৈকত, দীঘি ও সরোবরের সহিত সংশ্লিষ্ট নানা আবেষ্টনে বিশেষ করিয়া হংসচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে সত্য, সাধারণভাবে কিন্তু মহাকবি এই সকল পরিবেষ্টনীর মধ্যে অন্যান্য বিহঙ্গের উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। তৎসম্পর্কে মহাকবিরচিত শ্লোকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

शुशुभिरे स्मितचारुतराननाः स्त्रिय इव श्लथशिञ्जितमेखलाः ।
विकचतामरसा गृहदीर्घिका मदकलोदकलोलविहंगमाः ॥

পুনশ্চ

अभिययुः सरसो मधुसंभृतां कमलिनीमलिनीरपतत्त्रिणः ।

রঘুবংশের শ্লোকদ্বয়ে আমরা দেখিতে পাই যে উদকলোলবিহঙ্গম ও নীরপতত্রী যথাক্রমে দীর্ঘিকা ও সরোবরে বিরাজ করিতেছে। মল্লিনাথ তাহাদের ব্যাখ্যা দিয়াছেন—"জলপতত্রিণো জলপ্রিয়পক্ষিণো হংসাদয়শ্চ"।

কুমারসম্ভবে দেখি

सरिद्विहंगैरिव लीयमानैरामुच्यमानाभरणा चकासे ॥

শ্লোকোক্ত সরিদ্‌বিহঙ্গের মল্লিনাথ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—"বিহঙ্গৈশ্চক্রবাকৈঃ সরিদিব। অনেন সুবর্ণাভরণানি সূচিতানি। বিহঙ্গাশ্চ তৎসূচনায় চক্রবাকা অভিমতাঃ।"

সব স্থানেই দেখা যায় যে টীকাকারের মতে হংসই প্রধানতঃ সূচিত হইতেছে এবং সরিদ্‌বিহঙ্গ একটি বিশিষ্ট হংস অর্থাৎ চক্রবাককে বুঝাইতেছে। কাব্যোক্ত শব্দত্রয়ের সাধারণ অর্থ হইতেছে—জলের বিহঙ্গ ও নদীর বিহঙ্গ। সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিচার করিবার উপায় নাই যেহেতু শ্লোকমধ্যে বিশেষ কিছু উপকরণ পাওয়া যায় না। মোটামুটি বুঝা যায় যে জলের সহিত প্রধানতঃ হংসই সংশ্লিষ্ট, যদিও হংস ব্যতীত এমন বহু জলচর বিহঙ্গ আছে যাহারা হংসের সহিত একই পরিবেষ্টনীর মধ্যে থাকে।

রঘুবংশের মধ্যে কমলাকরালয় বিহগের উল্লেখ আছে—

বিহগাঃ কমলাকরালয়াঃ সমদুঃখা ইব তস্য চুক্রুশুঃ ॥

ইহা এমন বিহঙ্গকে বুঝায় যাহারা জলাশয়স্থ কমলসমূহের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। উল্লিখিত নামপর্যায় প্রভৃতি সংজ্ঞায় যে সমস্ত বিহঙ্গের কথা মনে আসে, এই কমলাকরালয় বিহগও তাহাদের অন্তর্গত। এই সংজ্ঞায় হংস এবং হংসেতর নানা জলচর বিহঙ্গও সূচিত হওয়া সম্ভব। কাব্যমধ্যে বিশেষরূপে তাহাদের পরিচয় কালিদাস দেন নাই, তবে যে ক্রন্দনধ্বনির ন্যায় তাহাদের কলরব শুনা যাইতে লাগিল কাব্যমধ্যে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে

এমন কিছু বিহঙ্গচরিত্রের লক্ষণ পাইতে পারা যায় না যাহাতে কোন বিশিষ্ট জাতি বা বংশের বিহঙ্গ বলিয়া তাহাদের নির্দ্দেশ হইতে পারে। পদ্মের মৃণাল অথবা পত্র অথবা তাহার রেণুপুষ্পে আকৃষ্ট কীটাদি বহু জলচর বিহঙ্গের প্রিয় খাদ্য, এমন কি পদ্মলতা-গুল্ম আশ্রয় করিয়া এই সমস্ত বিহঙ্গের নীড় রচিত হয়; পদ্মপত্রে সঞ্চরণশীল জলপিপি, অম্বুকুক্কুট প্রভৃতি বিশিষ্ট বিহঙ্গও ইহাদের অন্যতম হইতে পারে।

২

সারস, ময়ূর ও চকোর

রঘুবংশের মধ্যে সারসের নূতন করিয়া পরিচয় পাওয়া যায়—

> **श्रेणीबन्धाद्वितन्वद्भिरस्तम्भां तोरणस्रजम् ।**
> **सारसैः कलनिर्ह्रादैः क्वचिदुन्नमिताननौ ॥**

এ স্থলে শ্রেণীবদ্ধ বিহঙ্গগুলা অস্তম্ভতোরণস্রজের দৃশ্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে; ক্বচিৎ তাহারা উন্নমিতানন হইয়া কলধ্বনি করিতেছে।

অন্যত্র তাহাদিগকে দেখা যায়—

> **उपान्तवानीरवनोपगूढान्यालक्ष्यपारिप्लवसारसानि ।**
> **दूरावतीर्णा पिबतीव खेदादमूनि पम्पासलिलानि दृष्टिः ॥**

পম্পাসলিলের উপান্তে বানীরবনের অন্তরালে পারিপ্লব সারসেরা ঈষদ্দৃষ্ট হইতেছে।

পুনরায় ভিন্ন আবেষ্টনে সারসপঙ্‌ক্তি দেখিতে পাই

अमूर्विमानान्तरलम्बिनीनां श्रुत्वा स्वनं काञ्चनकिङ्किणीनाम् ।
प्रत्युद्व्रजन्तीव खमुत्पतन्त्यो गोदावरीसारसपङ्क्तयस्त्वाम् ॥

রথশব্দে উৎপতনশীল সারসপঙ্‌ক্তি গোদাবরীবক্ষে দৃষ্ট হইতেছে।

গোদাবরীর ন্যায় নদী এবং পম্পাসদৃশ সরোবরের সান্নিধ্যে সারসের অবস্থিতির চিত্র বাস্তব পক্ষিজীবনের দিক হইতে দেখিলে কবিকল্পিত হয় নাই। ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিৎ * লিখিয়াছেন—"it may be found * * in places where wide level plains are watered by streams or rivers, or dotted about with ponds or lakes." উদ্ধৃত শ্লোকে মহাকবি সারসকে পারিপ্লব সংজ্ঞায় বিশেষিত করিয়াছেন; জলচারী বিহঙ্গসম্পর্কে প্লবপরিপ্লব সংজ্ঞার প্রয়োগ হইয়া থাকে; সাধারণভাবে ইংরাজ এরূপ বিহঙ্গকে wader বলেন। সারস প্লবপরিপ্লব বিহঙ্গান্তর্গত সন্দেহ নাই; জলজ লতাপদ্মের সঙ্গে ইহার সম্পর্কের কথা মেঘদূতপ্রসঙ্গে † বলা হইয়াছে, যেজন্য তাহার পুষ্করাহ্ব নামান্তর দেখা যায়। হ্রদসরোবরসান্নিধ্যে দলে দলে যুগ্মাবস্থায় প্রায়ই সারস এমন জলাভূমিতে বিচরণ করে যাহার তৃণধান্য বা শরবনসমাচ্ছন্ন আবেষ্টন বিহঙ্গগুলার স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের অনুকূল।

* Hume and Marshall, The Game Birds of India, Burmah, and Ceylon, Vol III (1881), p. 2.

† ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সারসের সমবংশীয় বিহঙ্গের উৎপতনভঙ্গী

শ্লোকমধ্যে আমরা দেখিতে পাই পম্পাসলিলোপান্তে বানীরবনের অন্তরালে সারস ঈষদ্দৃষ্ট হইতেছে। বানীর এস্থলে জলবেতস।

কালিদাস অস্তম্ভতোরণস্রজের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ সারসপঙ্‌ক্তির চিত্র দিয়াছেন। স্বতঃই মনে হয় যে সেই চিত্র তাহাদের উৎপতন ভঙ্গী সম্পর্কে। তবে এইরূপ উৎপতনভঙ্গী—এমন করিয়া শূন্যে মালাগাঁথার ছবি—কচিৎ দেখা যায়। পক্ষিতত্ত্ববিৎ * লিখিয়াছেন, "Their flight is powerful and by no means slow but they rise off the ground with difficulty, generally running some yards with flapping wings until they gain sufficient impetus; once started, however, they fly great distances with ease, though the flight is noisy and generally close to the ground, seldom more than fifty feet from it and often far less. They never soar as the Cranes of the preceding genus do and their flight is inferior in every way to that of these migrating birds." এই বিবরণ হইতে সারসের সাধারণ উৎপতনরীতি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়; তবে পক্ষিতত্ত্ববিৎ † শূন্যে মালাগাঁথার ছবিও লক্ষ্য করিয়াছেন,—"It should be noted that Osmaston twice saw these cranes flying in flocks, once of 20 and once

* Stuart Baker, E. C., The Game Birds of the Indian Empire—Journal, Bombay Natural History Society, Vol. XXXIII, p. 4.

† Ibid., p. 4.

of 24 birds and that in the former case they adopted the 'V' shape flight and in the second flew in a long line." গোদাবরীবক্ষে সারসের যে উৎপতনের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই মালাগাঁথার ন্যায় ভঙ্গী হইতে পৃথক মনে হয়, কারণ কালিদাস এস্থলে অস্তম্ভতোরণস্রজের আভাস আদৌ দেন নাই।

কালিদাস গোদাবরীসারসপঙ্‌ক্তির কথা তুলিয়াছেন। আমাদের দেখিতে হইবে এই উক্তি সত্য কিনা? পূর্ব্বে সারসপরিচয়ে মেঘদূতপ্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে এই বিহঙ্গ কোনও বিশিষ্ট ঋতুতে নবীন আগন্তুক হিসাবে উড়িয়া আসিয়া ভারতবর্ষের খাল, বিল, নদী, তড়াগ অধিকার করিয়া বসে না; তাহার অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গের মত সারস যাযাবর পাখী নয়, ভারতবর্ষের মধ্যে স্থায়ী অধিবাসী হিসাবে সে জীবনযাপন করে। তবে কি তাহাকে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়? পক্ষিতত্ত্ব পর্য্যালোচনার ফলে জানা গিয়াছে যে সারসকে ভরতবর্ষের সর্ব্বত্র দেখা যায় না; উত্তর ভারতের অধিবাসী হিসাবে তাহাকে দেখা যায় সিন্ধুনদ হইতে পশ্চিম আসাম পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণভারতে তাহার বিস্তৃতিরেখার এক সীমায় বোম্বাইবিভাগের খান্দেশ এবং অপর সীমায় গোদাবরী নদী অবস্থিত। ব্লাইদ * বলেন—"The Sárás * * is rare south of the Godavery." অতএব বৈজ্ঞানিকমাত্রেই মানিয়া লইবেন যে

* The Natural History of the Cranes (1881), p. 47.

কালিদাসের সারস সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ আশ্চর্য্যরূপে নির্ভুল।

এখন ময়ূরের কথা তুলিব, তাহার সম্বন্ধে এক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নূতন তথ্যের অবতারণা করা হইয়াছে এমন নহে, তবে কালিদাস কখনই ময়ূরকে উপেক্ষার চক্ষে দেখেন নাই; মেঘদূত ঋতুসংহারে এই বিহঙ্গজীবনের যে সমস্ত তথ্যের সন্ধানলাভ আমরা করিয়াছি, আংশিক অথবা খণ্ডিতভাবে সেই তথ্যই রঘুবংশকুমার-সম্ভবের মধ্যেও সন্নিবেশিত দেখিতে পাই। সেই পুরাতন প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন কখনও অনাবশ্যক মনে করা চলে না। নূতন নূতন পরিবেষ্টনীর মধ্যে অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উহা স্বতঃই আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট করে। যে পাখীর মেঘদর্শনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে আনন্দনৃত্যের কথা মেঘদূতপ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে, ঋতু-সংহারের মধ্যে যে নৃত্যপরায়ণ শিখী তাহার নর্ত্তনে ভূধরগুলি আকুলিত করিয়া প্রকৃতিকে সমুৎসুক করিতে সমর্থ হইতেছে, তাহার সম্বন্ধে বিশেষরূপে রঘুবংশের কবি লিখিয়াছেন

কলাপিনাং প্রাবৃষি পশ্য নৃত্যং কান্তাসু গোবর্ধনকন্দরাসু।

মনে হয় দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া বহির্জীবনের একটি প্রধান অতিবাস্তব তথ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কালিদাস শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন। বর্ষাকালে কলাপী কেন তাহার কলাপ বিস্তার করিয়া নৃত্যে প্রবৃত্ত হয় পূর্ব্বে * তাহার বিশদ আলোচনা করিয়াছি,

* ৪২-৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বৈজ্ঞানিক হিসাবে উহার যাথার্থ্য দেখাইবার চেষ্টাও করা হইয়াছে ; এক্ষেত্রে তাহার পুনরুক্তি আবশ্যক বোধ করি না। তবে পাঠককে স্মরণ করাইতে চাই যে ময়ূর স্বভাবতঃ পার্ব্বত্য এবং জঙ্গলময় স্থানে বাস করে। মেঘের সহিত তাহার সম্বন্ধ এই হিসাবে সত্য যে বর্ষাকালই তাহার গর্ভাধানের প্রশস্ত সময় এবং এই সময়ে তাহার নৃত্যে, কলাপবিস্তারে এবং কেকাধ্বনিতে বিহঙ্গজীবনের এক নিগূঢ় তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। জীবজগতে জীববিশেষের দাম্পত্যজীবনের আরম্ভের পূর্ব্বে প্রকৃতির বিধিব্যবস্থায় যে সমস্ত নিয়মপদ্ধতি ক্রমবিকাশের ফলে নিরূপিত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রাঙ্‌মিথুনলীলা অন্যতম। ময়ূরের বর্ষায় উদ্‌গ্রীব কণ্ঠধ্বনি, ময়ূরীর সম্মুখে তাহার কলাপবিস্তার এবং নৃত্য সেই প্রাঙ্‌মিথুনলীলা সূচিত করে। কালিদাস পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে নৃত্যের কথা বলিয়াছেন, বর্ষায় কেকাধ্বনির কথাও তিনি উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই,—

স্থলী নবাম্ভঃ পৃষতাভিবৃষ্টা ময়ূরকেকাভিরিবাভ্যবৃন্দম্।

এই ধ্বনিকে তিনি আর এক স্থলে ষড়্‌জসংবাদিনী কেকা বলিয়াছেন। ইহা টীকাকারের মতে তন্ত্রীকণ্ঠজন্মা স্বরবিশেষ।

রঘুবংশের মধ্যে কালিদাস ময়ূরের আবাসবৃক্ষের কথা তুলিয়াছেন—

স পল্বলোত্তীর্ণবরাহযূথান্যাবাসবৃক্ষোন্মুখবর্হিণানি।
যযৌ মৃগাধ্যাসিতশাদ্বলানি শ্যামায়মানানি বনানি পশ্যন্॥

সারস, ময়ূর ও চকোর

আসন্ন সন্ধ্যায় শ্যামায়মান হিংস্রজন্তুসঙ্কুল বনানীর মধ্যে আবাসবৃক্ষোন্মুখ বর্হিসকল অবলোকিত হইতেছে।

কুমারসম্ভবে দেখিতে পাই—

चन्द्रपादजनितप्रवृत्तिभिश्चन्द्रकान्तजलबिन्दुभिर्गिरिः ॥
मेखलातरुषु निद्रितानमून्बोधयत्यसमये शिखण्डिनः ॥

এই গিরিমেখলার মধ্যে তরুগুলি ময়ূরের রাত্রিযাপনের জন্য আশ্রয় প্রদান করে।

পূর্ব্বে মেঘদূতপ্রসঙ্গে * ময়ূরের নিবাসবৃক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এই বিহঙ্গজীবনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে রাত্রিযাপনের জন্য নির্দ্দিষ্ট নিবাসবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করা। বৈজ্ঞানিক হিসাবে ইহা অতিসত্য এবং বাস্তব। উদ্ধৃত শ্লোকে বনানীর মধ্যে ময়ূরকে পাওয়া যাইতেছে। বাস্তবিক সে প্রায় জঙ্গলময় স্থানে বাস করে; নগরোপকণ্ঠের জঙ্গলাকীর্ণ স্থানেও তাহাকে দেখা যায়। কালিদাসও ইহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

पुरोपकण्ठोपवनाश्रयाणां कलापिनामुद्धतनृत्यहेतौ ।

অন্যত্র মহাকবি লিখিয়াছেন—

तीरस्थलीबर्हिभिरुत्कलापैः प्रस्निग्धकेकैरभिनन्द्यमानम् ।

ময়ূরগণ এখানে তীরস্থলীতে দৃষ্ট হইতেছে।

* ১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই বিহঙ্গের নিবাসভূমি সম্বন্ধে কাব্যদুইটির মধ্যে অনেক সন্ধান পাওয়া যায়। পর্ব্বতকন্দরে সে বিরাজ করিতেছে; গিরিমেখলায় তরুগুলি তাহার রাত্রিযাপনের আবাসস্থল হিসাবে ব্যবহৃত হয়; যে বনানীতে তাহাকে দেখা গেল তথায় বনবরাহযূথ এবং মৃগসমূহ রহিয়াছে; পুরোপকণ্ঠোপবনে সে আশ্রয় গ্রহণ করে; তীরস্থলীতেও সে দৃষ্ট হয়। মহাকবির এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে বিহঙ্গবিদের বিরোধ দেখা যায় না। বাস্তবিক পক্ষিতত্ত্ববিৎ লক্ষ্য করিয়াছেন যে সাধারণতঃ ময়ূর অনতিউচ্চ পর্ব্বতে অথবা পার্ব্বত্য অঞ্চলে এমন কি সমতলক্ষেত্রে বাস করে, যদিও তাহাকে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অত্যুচ্চ পার্ব্বত্য স্থানেও দেখা যায়। হিন্দুস্থানের মধ্যে যেখানে তাহার হিংসা করা হয় না সেখানে ময়ূর গ্রামোপকণ্ঠে অসঙ্কোচে দলে দলে বিরাজ করে। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার * লিখিয়াছেন—"Here he haunts the immediate vicinity of villages, feeding openly in the cultivation in the early mornings and evenings, * * * and leading his wives and their families into groves and orchards, or into the low scrub jungle so often found all round Indian villages, where they may be sought, found, and watched by whosoever will." এই বিবরণে পুরোপকণ্ঠোপবনের স্পষ্ট উল্লেখ

* The Game-Birds of India, Burma and Ceylon, Vol. III (1930), pp. 80-81.

হইয়াছে। তীরস্থলীর উল্লেখও মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার তাঁহার কাছাড়পর্য্যটন উপলক্ষ্যে করিয়াছেন। তিনি * লিখিয়াছেন— "On the banks of the hill streams which run north from the North Cachar Hills into the Brahmapootra River the bird was by no means rare." এই সমস্ত নদীবক্ষে ময়ূরের সন্ধানে তিনি বাহির হইয়াছিলেন; তখন অনেক শ্বাপদ ও বন্য জন্তু তাঁহার নয়নগোচর হয়। তাহাদের উল্লেখ করিয়া তিনি † লিখিয়াছেন— "On these rivers our usual mode of travel was upon two dug-outs fastened together with a platform of plaited split bamboo, upon which was erected a semicircular grass hut * * * most wild animals and birds allowed a very close approach before taking to flight. Buffalo, when wallowing at the water's edge, would allow us to approach, if the wind was right, within 40 or 50 yards. * * Deer seldom moved until we were within long shot * * . Bear and pig, of course, in their usual stolid manner would quietly go on feeding and rooting about until we

* The Game-Birds of India, Burma and Ceylon, Vol. III (1930), p. 81.
† Ibid., p. 81.

had glided past and once more disappeared from sight." উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে মহাকবিবর্ণিত পল্বলোত্তীর্ণ বরাহযূথ-সঙ্কুল ও মৃগাধ্যাসিতশাদ্বল বনানীর সহিত ইংরাজ পক্ষিতত্ত্বজ্ঞের বিবরণীর আশ্চর্য্যরূপ মিল দেখা যায়। কাছাড় জঙ্গলের প্রাকৃতিক দৃশ্যের কোন কথা কাব্যমধ্যে নাই বটে, কিন্তু তা বলিয়া ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিদের চাক্ষুষ প্রমাণের সঙ্গে তুলনা অবান্তর বলা চলে না, কারণ ময়ূর যেখানে নগর ও মানবাবাসের বাহিরে বনানীর মধ্যে তাহার স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করে সেখানে মৃগবরাহ ও তদিতর বহু হিংস্র জন্তু দৃষ্ট হয়। অতএব দেশকালনির্ব্বিশেষে কাব্যবর্ণিত বনানীপটভূমিকায় ময়ূরচিত্র পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে মোটামুটি পর্য্যালোচনায় দোষ দেখা যায় না।

ময়ূর পুরাকাল হইতে মানবাবাসে পোষা পাখীর ন্যায় পালিত হইয়া আসিতেছে। মেঘদূতপ্রসঙ্গে * আমরা দেখিয়াছি যে কবি ভবনশিখীর নিমিত্ত বাসযষ্টির ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া এই পক্ষিপালন প্রথার আভাস দিয়াছেন। রঘুবংশের মধ্যেও ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং তৎসম্পর্কে নিম্নে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল—

अंसलम्बिकुटजार्जुनस्रजस्तस्य नीपरजसाङ्गरागिणः ।
प्रावृषि प्रमदबर्हिणेष्वभूत्कृत्रिमाद्रिषु विहारविभ्रमः ॥

এখানে কৃত্রিম অদ্রিতে বর্ষায় প্রমোদবর্হীর উল্লেখ হইয়াছে

* ৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দেখা যাইতেছে যে কৃত্রিমতার মধ্যে পালিত ময়ূরগণের স্বাভাবিক পার্ব্বত্য বাসস্থানের অনুকরণে রচিত কৃত্রিমাদ্রির সন্নিবেশ সমীচীন বিবেচিত হইয়াছে।

वृक्षेशया यष्टिनिवासभङ्गान्मृदङ्गशब्दापगमादलास्याः ।
प्राप्ता दवोल्काहतशेषबर्हाः क्रीडामयूरा वनबर्हिणत्वम् ॥

ক্রীড়াময়ূর বনবর্হীতে পরিণত দেখা যায়; বাসযষ্টির বিনাশে এখন সে বৃক্ষে রাত্রিযাপন করে।

মুখ্যভাবে আমাদের সঙ্গে ময়ূরের সাক্ষাৎ করাইয়া তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক আলোচনার সুযোগ কবি আমাদিগকে দিয়াছেন। এখন যে পাখীর কথা আসিয়া পড়িতেছে তাহার সহিত পরোক্ষ আলাপের ব্যবস্থা কালিদাস করিয়াছেন মাত্র। কাব্যবর্ণিত "চকোরাক্ষি" ও "মত্তচকোরনেত্রা" শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে পাখীটার সন্ধানলাভ হইল, সেটির কথা এপর্য্যন্ত আলোচনা করিবার সুযোগ হয় নাই। সুশ্রুতের টীকাকার ডল্লন নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"রক্তাক্ষো বিষসূচক স্বনাম্নাখ্যাতঃ।" হিমাদ্রি বলেন—"রক্তত্বাচ্চকোরস্য অক্ষিণীবাক্ষিণী যস্যাঃ সা।" দেখা যাইতেছে, চকোরের রক্তচক্ষুই তাহার বিশিষ্ট শারীরিক লক্ষণ। অমরকোষের টীকায় চকোরসম্পর্কে লিখিত আছে—"যোঽয়ং চন্দ্রিকয়া তৃপাতি" অর্থাৎ জ্যোৎস্নারাত্রে এই বিহঙ্গের পরিতৃপ্তি হয়।

চকোর সম্বন্ধে পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে কিছু আলোচনায় ক্ষতি নাই। ময়ূর এবং চকোর উভয়ই একবর্গের (অর্থাৎ Phasianidæ) বিহঙ্গ। উভয়ই ভারতবর্ষের বিশেষ পরিচিত পাখী। কাব্যগুলিতে ময়ূরের যেমন শুক্লাপাঙ্গের পরিচয় আছে, চকোরের রক্তাক্ষির পরিচয়ও তেমন পাওয়া যায়। সাধারণ লোকে যাহারা পাখী পোষে তাহারা অনেক সময় তিতিরের ন্যায় চকোরও পিঞ্জরে পালন করে। ইংরাজ শিকারীও তিতিরের ন্যায় ইহার খোঁজ রাখে—পালন করিবার জন্য নয়, শিকারের জন্য। চকোরের বৈজ্ঞানিক নাম Alectoris g. chukar (Gray); এই নামের পশ্চাতে চকোর সংজ্ঞা সন্নিবেশিত থাকায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে চকোর অত্যন্ত পরিচিত পাখী। চকোরের রক্তাক্ষির বর্ণনা ইংরাজ বৈজ্ঞানিক * দিয়াছেন—"The irides are brown, yellowish, orange or even reddish brown; the margins of the eyelids crimson or coral to brick red"। চন্দ্রোদয়ে জ্যোৎস্নায় ইহার রমণের কথা অমরকোষের টীকাকার বলিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই উক্তির যাথার্থ্য কতকটা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, যেহেতু পক্ষিতত্ত্ববিৎ লক্ষ্য করিয়াছেন যে এই বিহঙ্গ তাহার নিকট জ্ঞাতিদিগের ন্যায় সন্ধ্যায় ও প্রত্যূষে বিশেষরূপে মুখর হয়। এই মুখরতা সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে—"It is uttered indiscriminately at various

* Hume and Marshall, The Game Birds of India, Burmah, and Ceylon, Vol. II (1879), p. 42.

intervals of the day, but most generally towards evening." *

* Hume and Marshall, The Game Birds of India, Burmah, and Ceylon, Voll. II (1879), p. 38.

৩

হারীত ও পারাবত

রঘুবংশে কালিদাস হারীতের কথা তুলিয়াছেন—

বলৈরধ্যুষিতাস্তস্য বিজিগীষোর্গতাধ্বনঃ ।
মারীচোদ্ভ্রান্তহারীতা মলয়াদ্রেরুপত্যকাঃ ॥

মলয়পর্ব্বতের উপত্যকায় প্রকৃতির যে পটভূমিকায় এই বিহঙ্গকে দেখা গেল তথায় মরীচ বন রহিয়াছে; পার্ব্বত্য উপত্যকাগুলির মরীচজঙ্গলে হারীত বিহঙ্গেরা উদ্‌গমনশীল অবস্থায় নয়নপথে পতিত হইতেছে।

হারীতের পরিচয় হিসাবে সংস্কৃত অভিধানে বিশেষ কিছু বিবরণ দেখা যায় না; তবে যে ইহা বিশেষ পরিচিত পাখী তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত অভিধানগুলার ইউরোপীয়

হারীত ও পারাবত

টীকাকারগণ * সকলেই হারীতকে Green Pigeon বলিয়াছেন সুশ্রুতের টীকাকার ডল্লন লিখিয়াছেন—"হরীতপীতবর্ণ হারিতায ইতি লোকে"। অমরকোষের মহেশ্বরকৃত টীকায় লিখিত আছে, "হারীতো দেশান্তরভাষয়া হরিল"। বাংলাদেশে ইহার হরিয়াল নাম প্রচলিত।

পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে হারীত যে বংশের বিহঙ্গ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, সাধারণ পারাবত এবং কপোত বা ঘুঘুও সেই বংশের অন্তর্ভুক্ত, যদিও অন্তর্বংশ হিসাবে শেষোক্ত বিহঙ্গগুলি হইতে হারীত স্বতন্ত্র। এই অন্তর্বংশের নাম Treroninae এবং তৎসম্পর্কে মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার † বলেন—"This subfamily contains the Green Pigeons, beautiful birds recognizable by their bright green or yellowish-green plumage and the exceptionally broad, fleshy soles to their feet." ডল্লনমিশ্রও হারীতের এই বর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। মলয়াদ্রির উপত্যকায় হারীতের সন্নিবেশ বৈজ্ঞানিক হিসাবে ভুল হয় নাই, কারণ দক্ষিণ-ভারতের যে অংশে মলয়াদ্রি অবস্থিত তথায় green pigeon বিরলদর্শন নয় এবং সেখানে তাহার একাধিক জাতিকে দেখিতে পাওয়া যায়। মলয়াদ্রির ভৌগোলিক পরিচয় ‡ এইরূপ—"The southern parts of

* Oppert, Gustav, The Vaijayanti of Yadavaprakasa (1893), p. 881; Colebrooke, H. T., Dictionary of the Sanskrit Language by Umura Singha, Third Edition (1891), p. 134.

† Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. V (1928), p. 179.

‡ Dey, Nundo Lal, The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, Second Edition (1927), p. 122.

the Western Ghats, south of the river Kaveri, called the Travancore Hills, including the Cardammum Mountains, extending from Koimbatur gap to Cape Comorin." এই অঞ্চলে প্রধানতঃ তিন জাতির green pigeon দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে দুইটা জাতির বিহঙ্গ পার্ব্বত্য জঙ্গলে থাকে; ইহারা সাধারণ ইংরাজের নিকটে Grey-fronted এবং Orange-breasted Green Pigeon নামে পরিচিত। অপর জাতিটা Southern Green Pigeon নামে অভিহিত; সমতল ভূমিতে সে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয় বটে, অনুন্নত পর্ব্বতের মধ্যে তরুবহুল স্থানেও তাহাকে দেখা যায়। জাতিনির্ব্বিশেষে ইহারা সকলেই ফলভুক; আহারসন্ধানে বৃক্ষশীর্ষে ইহারা যেমন বিচরণ করে, অনুন্নত ঝোপে, লতাগুল্মের মধ্যেও নানা বনফল সংগ্রহে তাহারা ব্যাপৃত হয়। বনে জঙ্গলে, বৃক্ষশীর্ষে যেখানে ইহারা পরিণত ফলবীজের সন্ধান পায় সেখানেই হারীতকে দলে দলে পক্ষভরে যাতায়াত করিতে দেখা যায়। কবিবর্ণিত মারীচোদ্ভ্রান্তহারীত শব্দে এই বিহঙ্গচরিত্রের সম্যক পরিচয় আমরা পাই। পাশ্চাত্য বিহঙ্গ-তত্ত্ববিদও * ইহার বিবৃতি করিয়াছেন—"Vast numbers are killed in the southern and western provinces by noticing what trees are in fruit, and watching at their foot for the birds, which are continually

* Legge, Capt. W. V., A History of the Birds of Ceylon (1880), p 727.

going and coming.” কালিদাস মরীচজঙ্গলে হারীতের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়াছেন; এসম্পর্কে যদিও বিহঙ্গতত্ত্ববিদের চাক্ষুষ প্রমাণ লিপিবদ্ধ দেখা যায় না, দক্ষিণ-ভারতের বন্য প্রাকৃতিক আবেষ্টনে মরীচজঙ্গলের মধ্যে হারীতকে দেখিতে পাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। মরীচ অর্থে অমরকোষে লিখিত আছে, “অথ বেল্লজং মরীচং কোলকং কৃষ্ণমূষণং ধর্ম্মপত্তনম্” ; ব্যাখ্যায় কোলব্রুক * লিখিয়াছেন pepper। বৈজয়ন্তীর টীকাকার গাষ্টভ অপার্ট † বলেন ইহা black pepper, Piper nigrum, Tamil *Milaku*। বাংলায় যাহাকে গোলমরীচ বলা হয় তাহা Piper nigrum-এর বীজ বা ফল মাত্র। বিশেষজ্ঞ সার জর্জ্জ ওয়াট ‡ লিখিয়াছেন—“P. nigrum, *Linn.*; The Black and White Pepper. A climber, usually diœcious, wild in the forests of Travancore and Malabar, and cultivated in the hot, damp localities of Southern India.” আসাম, বাংলা এবং বোম্বাই-এর স্থানবিশেষে মরীচের চাষ করা হয়; মহীশূর ও মাদ্রাজেও বহু পূর্ব্ব হইতে ইহার চাষের উল্লেখ ঐতিহাসিক গ্রন্থে দেখা যায় এবং তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া ওয়াট § লিখিয়াছেন—“It is like a vine climbing on trees:

* Dictionary of the Sanskrit Language by Umura Singha, Third Edition (1891), p. 229.

† The Vaijayanti of Yadavaprakasa (1893), p. 686.

‡ The Commercial Products of India (1908), p. 896.

§ Ibid., p. 898.

from each of the branches are produced five to eight clusters of berries, a little longer than a man's finger; they are like raisins but more regularly arranged, and are as green as unripe grapes." অতএব বুঝা যায় যখন P. nigrum লতা এরূপ ফলপ্রসূ তখন ফললোভে আকৃষ্ট হারীতের মরীচবনে আবির্ভাব কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। আরেকটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে অনেক অঞ্চলে উক্ত লতাকে নানা বৃক্ষের উপর তুলিয়া চাষ করা হয়; আম কাঁঠাল প্রভৃতি বহু ফলপ্রসূ বৃক্ষের স্কন্ধে এই প্রকারে মরীচের চাষ হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে হারীতের দর্শন অবশ্যম্ভাবী। হারীত বিহঙ্গের কাছে মরীচফল ভক্ষ্য হিসাবে গণ্য হওয়া অস্বাভাবিক মনে হয় না, যেহেতু অনেক গাছের অথবা লতাগুল্মের বীজ তাহার খাদ্য; এমন কি শস্যও তাহার অগ্রাহ্য হয় না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে হারীত যে বংশের বিহঙ্গ কপোত এবং পারাবতও সেই বংশের অন্তর্ভুক্ত। কুমারসম্ভবে এই কপোতের বর্ণের উল্লেখ দেখা যায়—

তদ্বিদং কণশো বিকীর্যতে পবনৈর্ভস্ম কপোতকর্বুরম্ ।

এস্থলে ভস্মকণা কপোতকর্ব্বুরের আভা বিকীরণ করিতেছিল।

কপোতের দেহের রং একাধিক বর্ণমিশ্রণে সঞ্জাত; কাব্যবর্ণিত কর্ব্বুর শব্দেও তাহাই সূচিত হয়। অমরকোষে লিখিত আছে—

"চিত্রং কির্ম্মীরকল্মাষশবলৈতাশ্চ কর্বুরে।" কর্ব্বুর এখানে বুঝায় চিত্র অর্থাৎ বিচিত্র, ইংরাজী ভাষায় যাহাকে টীকাকার কোলব্রুক * variegated বলেন।

পারাবতের বিশদ বর্ণনা কুমারসম্ভবের যে শ্লোকগুলিতে দেখা যায় নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

> स्तुकान्तकान्ताभणितानुकारं कूजन्तमाघूर्णितरक्तनेत्रम् ।
> प्रस्फारितोन्नम्रविनम्रकण्ठं मुहुर्मुहुर्न्यञ्चितचारुपुच्छम् ॥
> विशृङ्खलं पक्षतियुग्ममीषद्दधानमानन्दगतिं मदेन ।
> शुभ्रांशुवर्णं जटिलाग्रपादमितस्ततो मण्डलकैश्चरन्तम् ॥

পারাবত মণ্ডলাকারে বিচরণ করতঃ কান্তার ভণিত অনুকরণ করিয়া কূজন করিতেছে; তাহার রক্তনেত্র আঘূর্ণিত, কণ্ঠদেশ প্রস্ফারিত, উন্নত ও বিনম্র হইতেছে; তাহার চারু পুচ্ছ ক্ষণে ক্ষণে কুঞ্চিত হইতেছে; তাহার পক্ষদ্বয় বিশৃঙ্খল, গতিভঙ্গী হর্ষসূচক, তাহার বর্ণ শুভ্রাংশুবৎ এবং অগ্রপাদ জটাযুক্ত।

পারাবতের এই সমস্ত বিশিষ্ট লক্ষণ মহাকবির অতুল তুলিকায় কাব্যমধ্যে এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত হইয়াছে, তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই চিত্র তিলমাত্র সত্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই। সূক্ষ্মদর্শী কালিদাসের এই পারাবতবর্ণনা অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিকের পর্য্যবেক্ষণপ্রসূত রচনার সঙ্গে পাশাপাশি মিলাইয়া

* Dictionary of the Sanskrit Language by Umura Singha, Third Edition (1891), p. 38.

লওয়া চলে। প্রফেসর হুইট্‌ম্যান্* পারাবতের প্রাঙ্মিথুন লীলা সম্পর্কে লিখিয়াছেন—"preening and shaking the feathers; elaborate bowing and cooing * * approaching the mate; giving amorous glances; wagging the wings; lowering the head; swelling the neck; raising the wings; raising and spreading the tail and feathers on the back and rump; alternately stamping and striking the feet and wagging the body from side to side, and strutting with drooping wings." কাব্যমধ্যে যাহা "সুকান্তকান্তাভণিতানুকারং কূজন্তং" বলা হইয়াছে বিদেশী বৈজ্ঞানিক † তাহার বিবৃতি দিয়াছেন—"gives the driving coo consisting (in bronze-wing pigeons) of three notes, with raised wings, raised and spread tail, while the beak is on the floor." শ্লোকোক্ত "বিশৃঙ্খলং পক্ষতিযুগ্মমীষদ্দধানমানন্দগতিং মদেন" বাক্য পারাবতের গতি ও পক্ষসঞ্চালনভঙ্গী সূচিত করিতেছে; পূর্ব্বোদ্ধৃত বৈজ্ঞানিক বর্ণনাতেও ইহার সমর্থন দেখিতে পাই; এই প্রসঙ্গের কতকটা পুনরুক্তি হইলেও পণ্ডিতপ্রবর ডারুইন যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি,—"walking with its wings raised and arched in an elegant manner."

* Thomson, J. Arthur, The Biology of Birds (1923), p. 178.
† Ibid., p. 178.

৪

গৃধ্র, শ্যেন ও কুররী

যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেষ্টনীর মধ্যে রঘুবংশে এবং কুমারসম্ভবে কালিদাস গৃধ্র ও শ্যেনের চিত্র বিশেষরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। কাব্যদ্বয়ের যে শ্লোকগুলিতে গৃধ্রের উল্লেখ দেখা যায় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

सा बाणवर्षिणं रामं योधयित्वा सुरद्विषाम्।
अप्रबोधाय सुष्वाप गृध्रच्छाये वरूथिनी॥

পুনশ্চ

उन्मुखः सपदि लक्ष्मणाग्रजो बाणमाश्रयमुखात् समुद्धरन्।
रक्षसां बलमपश्यदम्बरे गृध्रपक्षपवनेरितध्वजम्॥

অন্যত্র

निवार्यमाणैरभितोऽनुयायिभिर्गृहीतुकामैरिव तं मुहुर्मुहुः।
अपाति गृध्रैरपि मौलिमाकुलैर्भविष्यदेतन्मरणोपदेशिभिः॥

এই সমস্ত শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই ব্যোমপথে গৃধ্র উড়িতেছে; তাহার ছায়ার অন্তরালে বরুথিনী চিরনিদ্রায় মগ্ন; গৃধ্রপক্ষবিধূত সমীরণ সৈনিকধ্বজাকে আকাশে আন্দোলিত করিতেছে; জীবিতের উপর গৃধ্রের মুহুর্মুহুঃ পতনে মরণোপদেশী বিহঙ্গপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে শবভুক গৃধ্রের চিত্র সমর পরিবেষ্টনে কালিদাস যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা কবিকল্পিত নহে। বাস্তবিক বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের পূর্ব্বেও আফ্গান-যুদ্ধের সময় লক্ষ্য করা গিয়াছে যে সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে গৃধ্র তাহার চিরাভ্যস্ত বাস ও বিহারস্থান ছাড়িয়া শত শত মাইল দূরে ধাববান হইতে দ্বিধা করে না।* গৃধ্রের আহার্য্যসন্ধানের রীতি এই যে হত্যাস্থানে অথবা হতাহতের উপরে আকাশে অনেকগুলি বিহঙ্গ এক সঙ্গে পক্ষভরে উড়িতে উড়িতে অবতীর্ণ হয়। ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিৎ † ইহার বিবৃতি দিয়াছেন—"They mount high into the air and float on outstretched pinions 3000 or 4000 feet or more above the level of the earth, and thence scan its surface with eager eye. When the hand of death strikes any terrestrial creature, down comes the soaring vulture. His

* Ticehurst, C. B., The Birds of Mesopotamia.—Journal, Bombay Natural History Society, Vol. XXVIII (1922), p. 314.

† Dewar Douglas, Glimpses of Indian Birds (1913), pp. 56-57.

earthward flight is observed by his neighbour, floating in the air a mile away, who follows quickly after number one. In a few seconds numbers three, four, five, six, and others are also making for the quarry, so that the stricken creature, before life has left it, is surrounded by a crowd of hungry vultures * * * . Nor do these wait for death to set in before they begin their ghastly repast. It suffices that their wretched victim is too feeble to harm them ; they then set to work to tear it to pieces, utterly indifferent to its cries of agony. Such behaviour is characteristic of all birds and beasts of prey." এই বিবরণ পাঠে বুঝা যায় যে সত্ত হত না হইলেও যে দুর্ব্বল প্রাণী সম্পর্কে আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা ঘটে, গৃধ্রের আগমন বা উপস্থিতি তথায় অনিবার্য্য। সেই প্রাণীর প্রতি গৃধ্রের আচরণ যেরূপ হিংস্র বা নৃশংস, গৃধ্রেতর অন্যান্য মাংসাশী বিহঙ্গদিগেরও তাহাদের করতলগত শিকারের প্রতি আচরণ তদ্রূপ নৃশংস ইহা মিঃ ডেওয়ার বলেন। কালিদাস যুদ্ধে হত সৈনিকের অথবা সৈন্যবাহনের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া শ্যেনপক্ষীর আচরণের বিবৃতি করিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

শিরাংসি বরযোধানামর্দ্ধচন্দ্রহৃতোন্যলম্।
আবধানা ভৃশং পাইঃ শ্যেনা ব্যামশিরে নমঃ॥

শ্যেনপক্ষিগৃহিত হতসৈন্যের ছিন্ন মস্তক রণস্থলের উপরে সর্ব্বত্র দেখা যাইতে লাগিল।

আধোরণানাং গজসংনিপাতে শিরাংসি চক্রৈর্নিশিতৈঃ ক্ষুরাগ্রৈঃ।
হৃতান্যপি শ্যেননখাগ্রকোটিব্যাসক্তকেশানি চিরেণ পেতুঃ॥

গজযুদ্ধের দৃশ্যে দেখা গেল গজারোহিগণের ছিন্ন মস্তক শ্যেননখাগ্রে ধৃত হইয়া বিলম্বে ভূমিতে নিপতিত হইতেছিল।

কবিবর্ণিত এই সমস্ত দৃশ্যে মুমূর্ষু জীবের প্রতি শ্যেনের নৃশংস আচরণের সন্ধান মিলে না, মাত্র হতের ছিন্নাবয়ব লইয়া তাহার তাণ্ডব চিত্রিত রহিয়াছে দেখা যায়।

বাস্তবিক রণস্থলের দৃশ্য হইতে এই রক্তমাংসপ্রিয় শ্যেন অথবা শবভুক গৃধ্রকে বাদ দেওয়া চলে না; এমন কি শ্যেনগৃধ্র ব্যতীত আরও অনেক বিহঙ্গ প্রায়ই সমরপরিবেষ্টনে অবিচলিত জীবন যাপন করে ইহা পক্ষিতত্ত্ববিৎ বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন্ * লিখিয়াছেন—"It is therefore remarkable that the outstanding feature of all the notes which I have collected is the unanimity with which all observers insist on the remarkable indifference displayed by birds to the noise of battle. At the beginning of the War it was expected that the battle-fronts

* Birds and the War (1919), pp. 101-102.

would be deserted by all birds except those grim followers of war, the Vulture, Raven * *, but facts proved these expectations to be entirely wrong." তাঁহার উক্তির পোষকতায় তিনি * সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—"He was a cynic who said even the birds are birds of prey" (*Scotsman*, 25.iii.16). বিমানারোহী সৈনিকের বৈরী হিসাবেও এই সমস্ত বিহঙ্গের আচরণ প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে এবং তৎসম্পর্কে মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন্ † লিখিয়াছেন—"There is a story, so far back as 1911, of the French aviator Garros having shot with his revolver at an Eagle which attacked him while flying over the mountains in Spain, when on his way from Paris to Madrid."

ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিৎ যে সকল বিহঙ্গকে "grim followers of war" বলিয়াছেন গৃধ্র তাহাদের অন্যতম। যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহতের উপরে আকাশে এই গৃধ্রের উৎপতন এত স্বাভাবিক দৃশ্য যে উহা সহজে আমাদের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না, কালিদাসও সেই দৃশ্যকে অপরিহার্য্য মনে করিয়া কাব্যদ্বয়মধ্যে পুনঃপুনঃ গৃধ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যোমপথে বিস্তৃত পক্ষভরে উৎপতনশীল গৃধ্র যখন হত্যাস্থানের সন্ধান পায় তখন একটির পর একটি বিহঙ্গ ক্রমশঃ

* Gladstone, H. S., Birds and the War (1919), p. 102.
† Ibid., p. 92.

নিকটবর্ত্তী হইয়া একত্রে উড়িতে থাকে; এই সময় তাহাদের পক্ষচ্ছায়া ভূতলশায়ী হতাহতের উপর নিপতিত হয়; উৎপতনশীল গৃধ্রের পক্ষপবনে সৈন্যধ্বজা যে সহজে আন্দোলিত হইতে থাকে তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। ইংরাজ পর্য্যবেক্ষক ঈগল পক্ষীকে বিমানবাহী সৈনিকের আততায়ী হইতে দেখিয়াছেন। এই ঈগল শ্যেনবংশের পাখী।

কালিদাস শ্যেনের বিরস চীৎকারের উল্লেখ করিয়াছেন—

বিভিন্নং ধন্বিনাং বাণৈর্যথার্ত্তমিব বিহ্বলম্।
ররাস বিরসং ব্যোম শ্যেনপ্রতিরবচ্ছলাৎ॥

বৈজ্ঞানিক হিসাবে শ্যেনের কণ্ঠস্বরের পরিচয় লইতে হইলে তাহার জাতিবিচার আবশ্যক হইয়া পড়ে এবং গৃধ্রের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা দেখা দরকার হয়। বেদিক ইন্‌ডেক্স গ্রন্থে * শ্যেন পরিচয়ে লিখিত আছে—"Syena is the name in the Rigveda of a strong bird of prey, most probably the 'eagle'; later (as in post-Vedic Sanskrit) it seems to mean the 'falcon' or hawk." আরও লিখিত আছে † যে গৃধ্র শব্দে বুঝায়—"More generally to designate any bird of prey, the eagle (Syena) being classed

* Macdonell, A. A., and Keith, A. B., Vedic Index of Names and Subjects, Vol. II (1912), p 401.

† Ibid., Vol. I (1912), p. 229.

as the chief of the Grdhras" অর্থাৎ শ্যেন হইতেছে গৃধ্রপতি। অতএব এখানে শ্যেনের দুইপ্রকার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সাধারণতঃ বেদোল্লিখিত শ্যেন বলবান শিকারী বিহঙ্গ বুঝায় বটে, কিন্তু সেই বিহঙ্গকে গৃধ্র হইতে পৃথক গণ্য করা হয় না। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে শ্যেনপক্ষী পালন প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। শিকারের নিমিত্ত অথবা মৃগয়ার সাহায্যার্থ নানা জাতীয় শ্যেনের পালনবিধি শৈ্যনিকশাস্ত্র গ্রন্থে * লিপিবদ্ধ আছে। সেই শ্যেন বিহঙ্গগুলা গৃধ্র হইতে পৃথক, আকারে আয়তনে ক্ষুদ্র এবং আরও নানা লক্ষণে বিশেষরূপে স্বতন্ত্র। পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে এই বিহঙ্গগুলা Falconidæ বংশের পাখী, সাধারণ ইংরাজ যাহাকে falcon বা bird of prey বলেন। পক্ষিবিজ্ঞানে এই falcon বিহঙ্গদিগকে গৃধ্রের সঙ্গে একই বর্গভুক্ত করা হয়; সেই বর্গের নাম Accipitres। অতএব বর্গ হিসাবে সম্বন্ধ বিচার করিলে গৃধ্র এবং শ্যেনকে একই পঙ্‌ক্তিতে বসাইতে হইবে। কাব্যবর্ণিত শ্যেনগৃধ্র সমবর্গ ধরিয়া লইলেও বংশ হিসাবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। শ্যেনকে যদি গৃধ্র হইতে পৃথক করিয়া Falconidæ বংশভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা হইলে কাব্যবর্ণিত আবেষ্টনে হত সৈন্যের ছিন্ন মুণ্ডের প্রতি ইহার আক্রমণ সহজে উপলব্ধি করিবার কোনও অন্তরায় দেখা যায় না। Falcon পক্ষীর জাতি-

* Shastri, Mahamahopadhyaya Haraprasad (Edited by), Syainika Sastra or A Book on Hawking (1910).

বিশেষের আহার্য্যসংগ্রহের রীতি বিদেশী পক্ষিতত্ত্ববিৎ * বিবৃত করিয়াছেন—"When hunting it travels at great speed. The 'stoop' is incredibly swift. * * The 'stoop' is of two distinct natures. When well above the victim the Falcon descends with half-closed wings at a steep angle, and the victim is struck with the hind talon, falling to the ground, followed by the Falcon, who then proceeds to devour his victim. In the second case, when the Falcon is more on a level with his victim, acceleration is accomplished by increased wing strokes, and when the victim is on the point of being overhauled, the Falcon suddenly throws its body back, expands the tail and seizes its victim with both feet, when, if the victim is not too heavy, it is retained and brought to ground." এই বিবরণের সঙ্গে মহাকবিবর্ণিত শ্যেনের পা এবং নখাগ্রকোটির সাহায্যে শিকার সংগ্রহের মিল দেখা যায়। হয় তো কাব্যোল্লিখিত এই শ্যেন সেনানীর শিকার-গ্রহণচতুর পালিত বিহঙ্গ কিম্বা প্রকৃতির রুদ্র শাসনে বর্দ্ধিত আত্মনির্ভরশীল বনের পাখী, কবি তাহার কোন আভাস দেন নাই;

* Meinertzhagen, Col. R., Nicoll's Birds of Egypt, Vol. II (1930), p. 368.

কিন্তু বিহঙ্গটির কাব্যবর্ণিত এই বিশিষ্ট প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাকে গৃধ্রবংশ হইতে পৃথক গণ্য করিতে দ্বিধা হয় না। কালিদাস গৃধ্রবর্ণনায় শ্যেনের ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার পদনখাগ্র সাহায্যে শিকার বা আহার্য্য সংগ্রহের কথা বলেন নাই। পক্ষিবিজ্ঞানেও গৃধ্রবংশের কোনও পাখীর শিকার সংগ্রহ বিষয়ে উল্লিখিত শ্যেনপ্রকৃতির সহিত সাম্যের আভাস পাওয়া যায় না। অতএব মনে হয় বংশ হিসাবে কালিদাসবর্ণিত শ্যেন গৃধ্র হইতে স্বতন্ত্র, Falconidæ বংশভুক্ত বিহঙ্গ।

রঘুবংশে কালিদাস শ্যেনের পক্ষের বর্ণের কথা তুলিয়াছেন—

শ্যেনপক্ষপরিধূসরালকাঃ সান্ধ্যমেঘরুধিরার্দ্রবাসসঃ।

এই বর্ণকে পরিধূসর আখ্যায় বিশেষিত করা হইয়াছে। "ঈষৎ পাণ্ডুস্তু ধূসরঃ" ইহা অমরকোষে পাই। শব্দার্ণবে দেখা যায় "ধূসরস্তু সিতঃ পীতলেশবান বকুলচ্ছবিঃ"। অভিধানরত্নমালায় লিখিত আছে—"ধূসরস্তোকপুণ্ডুরঃ"। অতএব ধূসর অর্থে বুঝায় ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ অথবা পীতলেশবান সিতবর্ণ। সিত যে নিছক শাদা রং নয় তাহার আলোচনা পূর্ব্বে * করিয়াছি; শাদার সঙ্গে পীত অথবা অন্য কোনও রং অল্পবিস্তর মিশিলে ধূসর বলা হয়। শ্যেনের বর্ণের বিবৃতি করিতে গিয়া ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিৎ † লিখিয়াছেন—"greys and browns predominating"। এই বর্ণ বুঝাইতে

* ১৪-১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† Finn, F., The World's Birds (1908), p. 25.

আরও কতকগুলি শব্দবিন্যাস পক্ষিবিজ্ঞান গ্রন্থে দেখা যায়, যথা—dark brown with a dull purplish gloss, purplish brown, deep rich umber brown, bright ferruginous, blackish brown, dirty buffish brown, silver grey, ashy grey। বাস্তবিক শ্যেনবংশের অধিকাংশ পাখীদের বর্ণ অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। অনেক স্থলে তাই জাতিবিশেষের বর্ণের সাময়িক প্রাধান্য অথবা ইতরবিশেষ লক্ষ্য করিয়া মোটামুটি সেই বর্ণগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পক্ষিতত্ত্ববিৎ সমীচীন মনে করেন এবং তজ্জন্য দ্বিবিধ বিবরণ কোন এক বিশিষ্ট জাতিসম্পর্কে লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হন। ইহাকে বলা হয়—(১) pale or rufous phase এবং (২) dark phase। ধূসর সংজ্ঞা এই বর্ণবৈচিত্র্যের পরিচায়ক হিসাবে অনায়াসে প্রয়োগ করা চলে।

শ্যেনের বিরস কণ্ঠস্বরের কথা পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে কালিদাস তুলিয়াছেন। গৃধ্র হইতে পৃথক করিয়া বিহঙ্গটির স্বরূপনির্ণয় তাহার এই স্বরবৈশিষ্ট্যের দ্বারা সহজসিদ্ধ হয়। ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিৎ * Falconidæ বিহঙ্গের কণ্ঠস্বরের পরিচয়ে লিখিয়াছেন "Note.—Usually harsh, a yelp or scream * *."

আরেকটি পাখীর কথা এই কণ্ঠস্বরের প্রসঙ্গে উত্থাপন করা

* Finn, F., The World's Birds (1908), p. 26.

আবশ্যক। রঘুবংশের যে শ্লোকে তাহার নামোল্লেখ হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

তথেতি তস্যাঃ প্রতিগৃহ্য বাচং রামানুজে দৃষ্টিপথং ব্যতীতে।
সা মুক্তকণ্ঠং ব্যসনাতিভারাচ্চক্রন্দ বিগ্না কুররীব ভূয়ঃ॥

এই শ্লোকে বিগ্না কুররীর পুনঃপুনঃ উচ্চারিত ক্রন্দনধ্বনির সন্ধান মিলিতেছে। মাত্র কণ্ঠস্বরের পরিচয়ে পাখীটার স্বরূপনির্ণয় দুঃসাধ্য না হইলেও বিজ্ঞানসম্মত না হইতে পারে; কিন্তু কালিদাসের নাটকাবলীর মধ্যে যখন তাহার সম্বন্ধে আরও নূতন তথ্য পাওয়া যাইতে পারিবে তখন এই প্রসঙ্গের বিশদ আলোচনা এস্থলে সঙ্গত মনে করি না। অমরকোষে কুররীর নামান্তর পাওয়া যায়—উৎক্রোশ। বৈজয়ন্তী অভিধানে লিখিত আছে—"উৎক্রোশঃ কুররো মৎস্যনাশনঃ"। সুশ্রুতসংহিতায় এই বিহঙ্গের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে "প্রসহ" বিহঙ্গগণের অন্যতম বলিয়া তাহাকে ধরিয়া লইতে হইবে। এই প্রসহ পাখীগুলা বলপূর্ব্বক চঞ্চু অথবা পদনখর সাহায্যে আততায়ীর মত আক্রমণ করিয়া শিকার সংগ্রহ করে। সংস্কৃত অভিধানের পাশ্চাত্য টীকাকারগণ * এই প্রসহান্তর্গত কুরর বা উৎক্রোশকে osprey বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে osprey বিহঙ্গ Accipitres বর্গের

* Colebrooke, H. T, Dictionary of the Sanskrit Language by Umura Singha, Third Edition (1891), p. 132; Oppert, Gustav, The Vaijayanti of Jadavaprakasa (1893), p 433.

অন্তর্গত; বংশ হিসাবে তাহার পরিচয় লইতে হইলে তাহাকে Pandionidæ বিহঙ্গগণের অন্যতম বলিতে হয়। কুররের আর্ত্ত কণ্ঠস্বরের সন্ধান পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে আমরা পাইয়াছি। তাহার এই কণ্ঠস্বর ও মৎস্যনাশন স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহাকে osprey বলিয়া পরিচয় দেওয়া অসঙ্গত মনে হয় না। বাস্তবিক পক্ষিতত্ত্ববিৎ লক্ষ্য করিয়াছেন যে যখন osprey বিহঙ্গ জল হইতে তাহার অব্যর্থ সন্ধানে মৎস্য শিকার করিয়া আকাশে উৎপতিত হইতে থাকে সেই সময় তাহার কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয়; তখন প্রায়ই তাহার করতলগত মৎস্যের লোভে শ্যেনবংশের অপর বৃহৎকায় বিহঙ্গ তাহার পশ্চদ্ধাবন করে এবং এইরূপ স্থলে তাড়নায় এবং ভয়ে তাহার ধ্বনি কর্কশ আর্ত্তনাদে পরিণত হয়। ইংরাজ গ্রন্থকার * সেই আর্ত্তনাদের বিবৃতি দিয়াছেন—"a sudden scream, probably of despair and honest execration." কাব্যবর্ণিত দৃশ্যে রামানুজের অনুপস্থিতিতে অসহায়া সীতার পুনঃপুনঃ ক্রন্দনের সঙ্গে এইরূপ শ্যেন বা ঈগলতাড়িত osprey বিহঙ্গের চীৎকারের উপমা সুসঙ্গত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

* Johns, Rev. C. A., British Birds in their Haunts, Fourth Edition (1917), p. 155.

৫

কঙ্ক ও অন্যান্য পাখী

রঘুবংশকুমারসম্ভবের গৃধ্রপ্রসঙ্গে যে তিনটি শিকারী পাখীর পরিচয় লাভ হইল, তাহাদের সঙ্গে আরেকটি বিহঙ্গের সম্বন্ধবিচার আবশ্যক হয়। সেটি কঙ্ক; রঘুবংশের মধ্যে তাহার উল্লেখ হইয়াছে,—

वामेतरस्तस्य करः प्रहर्तुर्नखप्रभाभूषितकङ्कपत्रे ।
सक्ताङ्गुलिः सायकपुङ्ख एव चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे ॥

কঙ্কের পালক শরমূলে ব্যবহৃত হয়, তাহাতে নখপ্রভার সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করা যায়।

এই কঙ্কের জাতিবিচার লইয়া পণ্ডিতসমাজে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। বৈদিক ইনডেক্স গ্রন্থে* লিখিত আছে—"Kanka is the

* Macdonell, A. A., and Keith, A. B., Vedic Index of Names and Subjects, Vol. I (1912), p. 132.

name of a bird, usually taken to mean 'heron', but, at any rate in some passages, rather denoting some bird of prey"। Heron অর্থাৎ বক এবং গৃধ্রাদি শিকারী বিহঙ্গের পরস্পর যথেষ্ট প্রভেদ আছে। কঙ্কের জাতি এবং স্বরূপনির্ণয় করিতে হইলে, বকের এবং গৃধ্রের জাতিগত লক্ষণাদি তাহাতে আছে কিম্বা নাই তাহার বিচার আবশ্যক। এই আলোচনার সুবিধার জন্য সংস্কৃত অভিধানগুলিতে কঙ্কের যাহা কিছু পরিচয় পাওয়া যায় তাহা উদ্ধৃত করিতে চাই। অমরকোষে লিখিত আছে "লোহপৃষ্ঠস্তু কঙ্কঃ স্যাৎ"। ত্রিকাণ্ডশেষে ইহার পরিচয় পাই "দীর্ঘপাদস্তু কঙ্কঃ"। অতএব অমরকোষের পরিচয়ে দেখি যে কঙ্কের পৃষ্ঠদেশ লোহবর্ণ এবং ত্রিকাণ্ডশেষের পরিচয়ে তাহাকে দীর্ঘপাদ বিহঙ্গ বলিয়া জানিতেছি। বিহঙ্গটির বর্ণ এবং অবয়বগত লক্ষণ দুইটির সমন্বয়ের পরিচয় উক্ত অভিধানকারদ্বয়ের মধ্যে কেহ দিলেন না। কিন্তু বৈজয়ন্তী অভিধানে এই সমন্বয়ের কথা দেখিতে পাই,—"কঙ্কস্তু কর্কটস্কন্ধঃ পর্কটঃ কমলচ্ছদঃ দীর্ঘপাদঃ প্রিয়াপত্যো লোহপৃষ্ঠশ্চ"। এখানে এমন অনেকগুলি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে যাহা অন্য অভিধানে পাওয়া যায় না, তবে দীর্ঘপাদ এবং লোহপৃষ্ঠ লক্ষণ দুইটি একসঙ্গে দেখা যায় এবং মনে হয় এই লক্ষণ দুইটি কঙ্কের পরিচায়ক হিসাবে একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। সুশ্রুতের টীকাকার ডল্লন লিখিয়াছেন—"কঙ্কঃ দীর্ঘচঞ্চুর্মহাপ্রমাণঃ"। কঙ্ক যে দীর্ঘচঞ্চু এবং মহাকায় বিহঙ্গ হইতে পারে তাহার এই প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাইলাম। ডল্লন আরও লিখিয়াছেন "উক্তঞ্চ

'কঙ্কঃ স্যাৎ কঙ্কমল্লাখ্যো বাণপত্রার্হপক্ষকঃ। লোহপৃষ্ঠো দীর্ঘপাদঃ পক্ষাধঃ পাণ্ডুবর্ণভাক্' ইতি"। ডল্লনের এই শেষোক্ত বিবরণে কঙ্কের বর্ণ এবং অবয়বগত যে দুইটি লক্ষণের কথা তোলা হইয়াছে বৈজয়ন্তী অভিধানেও সেই কথাই আছে। এখানে বলা আবশ্যক যে বৈজয়ন্তীর বিদেশী টীকাকার গাষ্টভ অপার্ট * কঙ্কের পরিচয় দিয়াছেন—"kind of vulture." তিনি অভিধানপ্রদত্ত বিহঙ্গ-লক্ষণের আলোচনা আদৌ করেন নাই; অপিচ কঙ্ককে vulture বলিয়া গণ্য করিবার এমন কোনও কারণনির্দ্দেশ বা যুক্তিপ্রদর্শন করেন নাই যাহাতে তাঁহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যাইতে পারে। কালিদাসবর্ণিত শ্লোকে কঙ্কের বর্ণ অথবা অবয়বগত লক্ষণের কোন কথা নাই, মাত্র তাহার পতত্র সায়কপুঙ্খে অর্থাৎ বাণের মূলে প্রযুক্ত হইবার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু তা' বলিয়া তাহার জাতিনির্ণয় বিষয়ে নীরব থাকা চলে না, বিশেষতঃ যখন ইহা লইয়া পণ্ডিতসমাজে মতদ্বৈধ দেখা যায়। শরমূলে বকের এবং গৃধ্রের উভয় বিহঙ্গেরই পালক সন্নিবেশিত করিবার প্রথা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে প্রচলিত। এ সম্পর্কে শার্ঙ্গধর † হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

काकहंसशशादीनां मत्स्यादक्रौञ्चकेकिनाम्
गृध्राणां कुरराणाञ्च पत्ना पते सुशोभनाः
पकैकस्य शरस्यैव चतुःपत्नानि योजयेत्।

* The Vaijayanti by Yadavaprakasa (1893), p. 393.

† cf. Peterson, Peter (Edited by), The Paddhati of Sarangadhara, Vol. I (1888), p. 269.

অতএব পাখীটার বর্ণ কিম্বা অবয়বগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মাত্র "বাণপত্রার্হপক্ষক" হিসাবে অথবা "বাণোপযোগিপত্রস্থ পক্ষিভেদস্থ" এই পরিচয়ে দেখিতে গেলে কঙ্ককে বকের মধ্যে যেমন গণ্য করা চলে, তেমনই vulture বলিয়া গণ্য করিতে বাধা হয় না; কিন্তু সে পরিচয়ে তাহার যথার্থ স্বরূপনির্ণয় হইতে পারে না। শুধু বর্ণগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি মনোযোগী হইলেও সেই গোল থাকিয়া যায়, যেহেতু লোহপৃষ্ঠ আখ্যা বকবিশেষের প্রতি যেমন প্রযুক্ত হইতে পারে, গৃধ্রের প্রতিও তাহার প্রয়োগ অনায়াসে চলিতে পারে। পক্ষিতত্ত্বের গ্রন্থে গৃধ্র বিহঙ্গের পৃষ্ঠদেশের বর্ণের বিবরণ পাওয়া যায়—"upper plumage fulvous, varying considerably in shade; in some pinkish, in others browner, in others again more fawn." আরও দেখা যায়—"ruddy sheen on the upper parts"। বলা বাহুল্য এই সব সংজ্ঞায় গৃধ্রের পৃষ্ঠদেশের লৌহবর্ণের পরিচয় লাভ ঘটে। অভিধানোক্ত অবয়বগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পাখীটার বর্ণগত লক্ষণের সমন্বয়ে তাহার জাতিবিচার সহজসিদ্ধ হইয়া পড়ে। পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে গৃধ্রকে দীর্ঘপাদ লক্ষণান্বিত বলা চলে না, কারণ এই লক্ষণ গৃধ্রবংশে (Ægypiidæ) আদৌ নাই। বকের মধ্যে কিন্তু এই লক্ষণ বিশেষরূপে প্রকট। এসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক নিউটনের উক্তি পূর্ব্বে * আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, এখানে তাহার পুনর্নির্দ্দেশ সমীচীন মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন—"Heron a long-necked,

* ২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

long-winged, and long-legged bird, the representative of a very natural group, the Ardeidæ." এই বিবরণে বুঝা যায় যে দীর্ঘপাদ লক্ষণ বকের বংশগত বৈশিষ্ট্য। শুধু এই লক্ষণটির দ্বারা কঙ্ককে গৃধ্র হইতে পৃথক সাব্যস্ত করা অনায়াসে চলে বটে, কিন্তু তাহাকে নিঃসংশয়ে বক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না, কারণ দীর্ঘপাদ লক্ষণ বকেতর অন্য বিহঙ্গেরও বংশগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কঙ্কের স্বরূপনির্ণয়ে এখনও কিছু গোল থাকিয়া যাইতেছে। ডল্লন কঙ্ককে বলিয়াছেন "দীর্ঘচঞ্চুঃ মহাপ্রমাণঃ"। ইহাতে পাখীটার অবয়বগত আরেকটি লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই লক্ষণ বকের বংশগত বৈশিষ্ট্য বটে, কিন্তু মাত্র এই লক্ষণের দ্বারা কঙ্ক যে বক বিহঙ্গ তাহা নিঃসংশয়ে বলা চলে না, কারণ বকেতর অন্য বিহঙ্গেরও দীর্ঘপাদের ন্যায় দীর্ঘচঞ্চু অবয়বগত বৈশিষ্ট্য আছে। পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে Herodiones বর্গের অন্তর্গত বিহঙ্গগুলার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। বক এই বর্গের অন্তর্গত বিহঙ্গ বটে, কিন্তু অন্য অনেক বিহঙ্গও এই বর্গাধীন। সারস এবং তাহার নিকট জ্ঞাতিদিগের (cranes) মধ্যেও এই লক্ষণ আছে। মিঃ ব্লানফোর্ড * এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—"All (অর্থাৎ Herodiones বর্গের বিহঙ্গগুলা) are marsh birds, and resemble Cranes and Limicolæ in having lengthened bills, necks, and legs * * ." অতএব মাত্র দীর্ঘপাদ অথবা

* Fauna of British India, Birds, Vol. IV (1898), p. 359.

দীর্ঘচঞ্চু সংজ্ঞার দ্বারা কঙ্কের জাতিবিচার করা কঠিন। লোহপৃষ্ঠ আখ্যায় তাহার বর্ণগত যে পরিচয় আমরা পাইতেছি তাহার সঙ্গে তাহার চঞ্চুচরণের লক্ষণ দুইটির প্রতি মনোযোগী হইলে কঙ্ককে বকের মধ্যে গণ্য করিতে দ্বিধা হয় না। কতকগুলা বক গ্রাম্য ভাষায় কাঁক (এই শব্দ কঙ্কের অপভ্রংশ) পাখী বলিয়া পরিচিত। তন্মধ্যে একটা পাখীর বৈজ্ঞানিক নাম Ardea purpurea manillensis Meyen; বাংলা নাম লাল কাঁক। তাহার পৃষ্ঠদেশের বর্ণ * লাল্‌চে,—"back, wings, and tail, reddish-ash; the scapulars purple * *." অতএব সহজে এই বিহঙ্গের পরিচয় হিসাবে দীর্ঘপাদ, দীর্ঘচঞ্চু এবং লোহপৃষ্ঠ কঙ্ক শব্দগুলি ব্যবহার করা চলে। বাংলার হাড়গিলা বিহঙ্গকে যাঁহারা কঙ্ক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা পখীটার বর্ণ এবং অবয়বগত লক্ষণগুলির প্রতি মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। রাজনিঘণ্টুর টীকায় † এইরূপ পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। হাড়গিলা বকের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত Herodiones বর্গের অন্তর্গত বিহঙ্গ বটে এবং তাহাতে সেই বিহঙ্গের অভিধানোক্ত অবয়বলক্ষণ বিদ্যমান আছে সত্য, কিন্তু তাহাকে লোহপৃষ্ঠ বলা চলে না, কারণ তাহার পৃষ্ঠদেশের রং কালো, ঈষৎ সবুজ আভা সমন্বিত। লোহপৃষ্ঠ শব্দে কৃষ্ণবর্ণ সূচিত হয় না, লোহিত বা রক্তবর্ণ বুঝায়; ferruginous ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ।

* Jerdon, T. C., The Birds of India, Vol. III (1864), p. 743.

† শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর, শ্রীআশুবোধ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীনিত্যবোধ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও প্রকাশিত নরহরি পণ্ডিত বিরচিত রাজনিঘণ্টু:, প্রথম সংস্করণ (১৮৯৯), ৪০৭ পৃষ্ঠা।

যে যে কারণে কঙ্ককে গৃধ্র বলা যাইতে পারে না তাহা পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উভয়ের মধ্যে পৃষ্ঠের বর্ণসাম্য লক্ষণটি থাকিলেও, গৃধ্রকে কখনই কোন পক্ষিতত্ত্ববিৎ বিশেষভাবে long-legged এবং long-billed বলিবেন না। অতএব বৈজয়ন্তীর টীকাকারের সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না। অমরকোষের ব্যাখ্যায় কোলব্রুক * কঙ্কের "A heron" বলিয়া জাতিনির্দ্দেশে কোন ভুল করেন নাই। বাস্তবিক দেখা যায় অমরকোষে বক অর্থে লেখা আছে "বকঃ কহ্বঃ", ইহার পাঠান্তরও দেখা যায় "বকঃ কঙ্কঃ"; তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয়।

কঙ্কের আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। এখন রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের আর যে কয়টি পাখীর কথা উত্থাপন করিতে বাকি আছে, তাহাদের সঙ্গে পূর্ব্বে আমাদের একরূপ পরিচয় হইয়া গিয়াছে। শুক, পিক ও চাতককে লইয়া নাড়াচাড়ার সুযোগ মেঘদূতঋতুসংহারের বিহঙ্গপ্রসঙ্গে আমরা পাইয়াছি বটে, কিন্তু এখন কবিবর্ণিত যে সমস্ত পরিবেষ্টনীর মধ্যে তাহাদিগকে পুনরায় দেখিতে পাইতেছি, তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। ঋতুসংহারের কবি যে কিংশুক পুষ্পের পরিচয়ে শুকমুখচ্ছবির আভাস দিয়াছেন, রঘুবংশের মধ্যে রজনীপ্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সেই শুকের বাক্যালাপচেষ্টার পরিচয় এইরূপে

* Dictionary of the Sanskrit Language by Umura Singha, Third Edition (1891), p. 130,

পাওয়া যায়,—

भवति विरलभक्तिर्म्लानपुष्पोपहारः स्वकिरणपरिवेषोद्भेदशून्याः प्रदीपा
अयमपि च गिरं नस्त्वत्प्रबोधप्रयुक्तामनुवदति शुकस्ते मञ्जुवाक्पञ्जरस्थः

প্রভাতে যখন পুষ্পোপহার ম্লান ও বিরলভক্তি হইতে থা
প্রদীপগুলি নির্জ্যোতিঃ ও নিস্তেজ হয়, পিঞ্জরস্থ মঞ্জুবাক্ শুক ত
মনুষ্যবাক্যোচ্চারণে লিপ্ত থাকে।

শুকের যে স্বভাবের উল্লেখ এস্থলে হইয়াছে তাহা গৃহপালি
বিহঙ্গসম্পর্কে মাত্র; বন্য অবস্থায় তাহার এইরূপ বাক্যানুকর
প্রিয়তা দৃষ্ট হয় না। পিঞ্জরপালিত শুককে অনায়াসে অপ
ভাষা এবং নানা স্বরবৈচিত্র্য শিখাইতে পারা যায়। এই শুক
বিহঙ্গতত্ত্ববিৎ Psittacidæ বংশের বিহঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করে
বিশেষভাবে তাহার জাতিনির্ণয় চলে না, কারণ শুক সং
ইংরাজী Parrot শব্দের ন্যায় সাধারণভাবে কয়েকটি পিঞ্জরবিহ
প্রতি প্রযুক্ত হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে যে কয় জাতির Parr
গৃহপালিত অবস্থায় মানুষের কথা বলিতে শিখে, তাহারা সক
একটি বিশিষ্ট গণভুক্ত বিহঙ্গ; পক্ষিতত্ত্ববিৎ সেই গণের আ
দিয়াছেন Psittacula। ভারতবর্ষের শুক এই Psittacula গণ
সন্দেহ নাই এইটুকু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া বলা যাইতে পা
পক্ষিপালনদক্ষ মিঃ ডেভিড সেট-স্মিথ * এই বিহঙ্গদিগের বুদ্ধিশক্তি

* Parrakeets, Revised Edition (1926), p. 94.

অনুকরণপ্রবৃত্তি সম্পর্কে লিখিয়াছেন—"There are no Parakeets that surpass the members of the present genus in intelligence, and in the ease with which they learn to imitate sounds and to repeat words, and even sentences. They can also, with little difficulty, be taught to perform tricks." রঘুবংশের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে আমরা দেখি কিরূপে এই মঞ্জুবাক্ পঞ্জরস্থ শুক প্রভাতে আমাদিগের বাক্য স্বকণ্ঠে উচ্চারিত করিয়া আমাদিগকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

এই পঞ্জরবিহঙ্গের রঘুবংশের মধ্যে ক্রীড়াপতত্রী বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—

क्रीड़ापतत्रिणोऽप्यस्य पञ्जरस्थाः शुकादयः ।
लब्धमोक्षास्तदादेशाद्यथेष्टगतयोऽभवन् ॥

উদ্ধৃত শ্লোকে দেখা যায় যে রাজ্যাভিষেকের কালে শুক প্রভৃতি ক্রীড়াপতত্রিগণকে মুক্তি দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল।

পিকের কণ্ঠস্বরের পরিচয় ঋতুসংহারে আমরা পাইয়াছি। যে পাখীকে মহাকবি বিতনুর বন্দী আখ্যা দিয়াছেন, যাহার কলকণ্ঠে মদনের বৈতালিক গীত ধ্বনিত হয়, কুসুমমাসের সঙ্গে তাহার যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে তাহার আলোচনার সুযোগ আমরা

ইতিপূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছি। রঘুবংশের মধ্যে সেই মধুমাসের আবির্ভাব কিরূপে সংঘটিত হয়,—কুসুমের জন্মে, পল্লবোদ্গমে, কোকিলভৃঙ্গনাদে তাহার মূর্ত্তিপরিগ্রহের ক্রমবিকাশ যেভাবে পরিস্ফুট হয় কবি তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

कुसुमजन्म ततो नवपल्लवास्तदनु षट्पदकोकिलकूजितम् ।
इति यथाक्रममाविरभून्मधुर्द्रुमवतीमवतीर्य वनस्थलीम् ॥

এই সময়ে কোকিলার প্রথম কণ্ঠালাপের সঙ্গে কবি আমাদের পরিচয় করাইতেছেন—

प्रथममन्यभृताभिरुदीरिताः प्रविरला इव मुग्धवधूकथाः ।
सुरभिगन्धिषु शुश्रुविरे गिरः कुसुमितासु मिता वनराजिषु ॥

প্রবিরলা মুগ্ধবধূকথার সঙ্গে পরভৃতার কণ্ঠধ্বনির যে তুলনা এই শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই তাহার ব্যাখ্যায় বলা যাইতে পারে যে শীতঋতুর অবসানে বসন্তের প্রথম উন্মেষে স্ত্রীবিহঙ্গটার রব প্রায়ই শুনা যায় না, সেইজন্য মহাকবি ইহাকে "মিত" বলিয়াছেন, ক্রমশঃ যতই দিন যায় বিহঙ্গটি মুখর হইতে থাকে। কোকিলার এই কণ্ঠালাপের পরিচয় যে কেবল রঘুবংশের মধ্যে আমরা পাই তাহা নহে, কুমারসম্ভবেও বসন্তে তাহার আলাপ-সম্ভাষণের কথা তোলা হইয়াছে—

तया व्याहृतसंदेशा सा बभौ निभृता प्रिये ।
चूतयष्टिरिवाभ्यासे मधौ परभृतोन्मुखी ॥

কোকিলার কণ্ঠস্বরের পরিচয়ে যে মাদকতার আভাস কবি দিয়াছেন, পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে তাহার আলোচনার পূর্ব্বে রঘুবংশ হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম—

अनुभवनवनिषेधिभिरंशुकैः अवयालब्धपदैश्च यवाङ्कुरैः।
परभृताविरुतैश्च विलासिनः स्मरबलैरबलैकरसाः कृताः॥

পুনশ্চ

त्यजत मानमलं बत विग्रहैर्न पुनरेति गतं चतुरं वयः।
परभृताभिरितीव निवेदिते स्मरमते रमते स्म वधूजनः॥

নরনারীর সাময়িক চিত্তবিকারের জন্য বসন্তের অঙ্গসৌষ্ঠব হিসাবে কোকিলাকে দায়ী করিতে কবিগণ কুণ্ঠিত হন না সত্য, কিন্তু বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্‌ও অনেক সময় কোকিলদম্পতীর স্বরবৈচিত্র্যের মধ্যে অনির্ব্বচনীয় উত্তেজনার সন্ধান পান। মিঃ হুইস্‌লার ইহার বিবৃতি করিয়াছেন *—"with an indefinable sound of excitement in it." কোকিলের বিহারভূমির পরিচয় পূর্ব্বে † আমরা পাইয়াছি। ফলভুক বিহঙ্গটিকে এস্থলে আমরা দেখি চূতযষ্টির অস্তিকে আত্মগোপন করিয়া কণ্ঠস্বরের সাহায্যে নববসন্তের সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছে। বনস্থলীর মধ্যে বসন্তঋতুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপস্থিতির চিত্র রঘুবংশের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলির

* ১০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
† ১০৮-১১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মধ্যে দেওয়া হইয়াছে; সুরভিগন্ধী কুসুমিত বনরাজীতে পরভৃতার মৃদু মিত আলাপের সন্ধান মিলিতেছে। পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে পিকচরিত্রের বর্ণনা মহাকবি যে ভাবে দিয়াছেন তাহা অতিরঞ্জিত হয় নাই।

যে চাতককে এখন রঘুবংশের মধ্যে কালিদাস অম্বুগর্ভ জীমূতের উপাসক হিসাবে আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহার কথা পূর্ব্বে মেঘদূতপ্রসঙ্গে * কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। এস্থলে তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নূতন তথ্যের অবতারণা কবি করেন নাই, মাত্র মেঘের সহিত তাহার নিবিড় সম্পর্কের আভাস দিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন—

अम्बुगर्भो हि जीमूतश्चातकैरभिनन्द्यते ।

পুনশ্চ

प्रवृद्ध इव पर्जन्यः सारङ्गैरभिनन्दितः ॥

বর্ষাকালে চাতকের কণ্ঠস্বরে তাহার এই কবিবর্ণিত অভিনন্দন জ্ঞাপিত হয়। সারঙ্গ চাতকের নামান্তর মাত্র। এই বিবরণে বিহঙ্গচরিত্রের যতটুকু সন্ধান আমরা পাই তাহাতে বুঝিতে পারি যে মুখরতা চাতকের সাময়িক বৈশিষ্ট্য মাত্র; অম্বুগর্ভ মেঘের আগমনকালে তাহার এই চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। বর্ষাশেষে শরদাগমে

* ৫২ ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যখন বারিগর্ব্ভোদর মেঘের অভাব লক্ষিত হয় তখন চাতকের কণ্ঠস্বর শ্রুত হয় না। কবি লিখিয়াছেন—

स्वस्त्यस्तु ते निर्गलिताम्बुगर्भं शरद्घनं नार्दति चातकोऽपि।

কুমারসম্ভবে একটি নূতন পাখীর পরিচয় পাওয়া যায়—

दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवाभीतमिवान्धकारम्।

হিমাদ্রিগুহায় এই দিবাভীত বিহঙ্গ অন্ধকারের মধ্যে লীন থাকিয়া দিবাকরের হাত এড়াইতে পারে। উলূকসম্পর্কে এই সংস্কার জনসাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল যে পেচক দিবারশ্মি সহ্য করিতে পারে না; সে অন্ধকারের মধ্যে গুহায় কিম্বা কোটরে দিনের বেলায় লুক্কায়িত থাকে। পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে পেচক নিশাচর বিহঙ্গ, রাত্রিকালেই ইহাব চাঞ্চল্য, গতিবিধি ও মুখরতা দেখা যায় এবং দিবাভাগে অন্ধকারের মধ্যে সে আত্মগোপন করিয়া বিশ্রাম করে। উলূক যে একেবারে দিবান্ধ সে সংস্কারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই, কারণ বাস্তবিক সে দিনের বেলায়ও বেশ দেখিতে পায়। উদ্ধৃত শ্লোকাংশে যে বিহঙ্গের সন্ধান লাভ হয় সেটি সম্ভবতঃ পার্ব্বত্য পেচক যাহার স্বভাবের উল্লেখ মিঃ হুইস্‌লার * এইরূপ করিয়াছেন—"It lives by preference in hollows

* Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 262

and clefts of rocky cliffs or ruined buildings, in broken rain-worn ravines * * *."

বলাকার প্রসঙ্গ নূতন করিয়া তুলিবার আবশ্যক করে না, মেঘদূতের * আলোচনায় তাহার পরিচয় হইয়া গিয়াছে। কুমার-সম্ভবের কবি তাহার যেভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা মাত্র উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের শেষ করিতে চাই—

বলাকিনী নীলপয়োদরাজী দূরং পুরঃক্ষিপ্তশতহ্রদেব।

নীলমেঘের কোলে বলাকার দর্শন এখানে পাওয়া যাইতেছে।

* ২৬-৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নাটকাবলী

১

নাটকে হংসপরিচয়

এ পর্য্যন্ত মহাকবির যতগুলি কাব্যগ্রন্থ অবলম্বনে বিহঙ্গচরিত্র আলোচনার সুবিধা পাইয়াছি, তাহাতে আমরা দেখিয়াছি যে মানুষের সঙ্গে পাখীর সম্পর্ক তাহাদের উভয়ের জীবননাট্যের সহিত বিচিত্র রহস্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া আছে। কালিদাসের নাটকাবলীর মধ্যে বিহঙ্গপরিচয়ের চেষ্টায় সর্ব্বপ্রথমে এই সম্বন্ধের চিত্রই আমাদের চোখে পড়ে। বস্তুতঃ আমরা দেখি, মাত্র কাব্য কিম্বা নাটক নয়, সমগ্র কালিদাসসাহিত্যের ভিতর হইতে যেমন নায়কনায়িকাকে বাদ দেওয়া যায় না, তদ্রূপ সেই নায়কনায়িকার জীবননাট্যের সঙ্গে যে সব পাখী অনায়াসে মিশিয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে হেয় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বিহঙ্গতত্ত্বের উপর মহাকবির নাটকবর্ণিত বিষয়বস্তু হইতে কোন আলোকরশ্মি নিপতিত হয় কি না তাহাই এখন আমাদের আলোচ্য। বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র ও অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকত্রয়ের রচনা

ও রচয়িতা সম্বন্ধে কোন তর্ক বা সমালোচনার কথা এস্থলে উত্থাপন করিতে চাই না, নাটকগুলির গল্পাংশের প্রতি প্রধানতঃ পাঠকপাঠিকার মন আকৃষ্ট করিবার জন্যও আমি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি না; কাব্য হিসাবে বা চরিত্রাঙ্কনের দিক হইতে তাহাদের বিচিত্র সৌন্দর্য্য পণ্ডিতসমাজের অগোচর নাই। সাহিত্যরসিক কাব্যামোদী ব্যক্তি কালিদাসসাহিত্যের স্তরে স্তরে মানুষের সুখদুঃখের সহিত বিহঙ্গজীবনের সম্বন্ধসূত্রের সন্ধান পাইয়া পরিতোষ লাভ করেন সত্য, কিন্তু তাঁহার চিত্তে প্রায়ই এমন কোনও কৌতূহল হয় না কি যাহা পক্ষিতত্ত্ববিৎ ব্যতীত আর কেহ পরিতৃপ্ত করিতে পারেন না? নাট্যোল্লিখিত উপাখ্যানগুলির নায়কনায়িকার background রূপে যে বিশ্বপ্রকৃতির চিত্র ফুটিয়া উঠে, তাহাতে পাখী কতখানি স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, পক্ষিতত্ত্বের সাহায্যে আমাদের বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে বৈজ্ঞানিক হিসাবে মহাকবির সেই বর্ণনা কত দূর সত্য।

বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের যে চিত্রে মৃণালসূত্রাবলম্বিনী রাজহংসীর উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সর্ব্বপ্রথমে পাঠকসমক্ষে উত্থাপিত করিতে চাই। বস্তুতঃ শুধু রাজহংসরাজহংসী কেন সাধারণ অথবা বিশেষরূপে সকল হংস সম্বন্ধে কালিদাস তাঁহার নাটকত্রয়ে যে পরিচয় দিয়াছেন, সে পরিচয়ে মানুষের সঙ্গে পাখীর সম্বন্ধের উল্লেখ থাকিলেও আমাদের বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক তাহাতে হংসগুলার বাস্তব জীবনের কতটুকু তথ্যের সন্ধান আমরা পাইয়া থাকি। উল্লিখিত নাটকচিত্রে আমরা দেখি রাজা পুরুরবা আক্ষেপোক্তি করিতেছেন—

राजा—(उर्वशीवर्त्मोन्मुखः ।)   *   *   *

एषा मनो मे प्रसभं शरीरात्पितुः पदं मध्यममुत्पतन्ती ।
सुराङ्गना कर्षति खण्डिताग्रात्सूत्रं मृणालादिव राजहंसी ॥

সখীপরিবৃতা উর্ব্বশী রাজার মনটি কাড়িয়া লইয়া আকাশপথে উড়িয়া গেলেন। কবির চক্ষে সেই হরণব্যাপার রাজহংসীর চঞ্চুপুটসাহায্যে খণ্ডিতাগ্রমৃণালসূত্রগ্রহণের ছবি জাগাইয়া তুলিল।

নাটকের চতুর্থ অঙ্ক হইতে আর একটি দৃশ্য উদ্ধৃত হইল। উন্মত্ত রাজার প্রলাপবাক্য শ্রবণ করুন—

(सकरुणम् ।) हा धिक् कष्टम् ।

मेघश्यामा दिशो दृष्ट्वा मानसोत्सुकचेतसा ।
कूजितं राजहंसेन नेदं नूपुरशिञ्जितम् ॥

भवतु । यावदेते मानसोत्सुकाः पतत्त्रिणः सरसोऽस्मान्नोत्पतन्ति तावदेतेभ्यः प्रियाप्रवृत्तिरवगमयितव्या । (वलन्तिकयोपसृत्य ।) अहो जलविहङ्गमराज,

पश्चात्सरः प्रतिगमिष्यसि मानसं त्वं
पाथेयमुत्सृज बिसं ग्रहणाय भूयः ।
मां तावदुद्धर शुचो दयिताप्रवृत्त्या
स्वार्थात्सतां गुरुतरा प्रणयिक्रियैव ॥

(पयोन्मुखो विलोकयति ।) मानसोत्सुकेन मया न लक्षितेत्येवं [illegible]माह ।

(उपविश्य चर्चरी।)

रे रे हंसा किं गोइज्जइ

(इति नर्तित्वा उत्थाय।)

यदि हंस गता न ते नतभ्रूः
सरसो रोधसि दृष्टपथं प्रिया मे।
मदखेलपदं कथं नु तस्याः
सकलं चोरगतं त्वया गृहीतम्॥

(चर्चरी।)

गइअणुसारे मइ लक्खिअइ।

(चर्चरिकयोपसृत्याञ्जलिं बद्ध्वा।)

हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिरस्यास्त्वया हृता।
विभावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते॥

(पुनश्चर्चरी।)

कंइ पंइ सिक्खिअउ ए गइलालस
सा पंइ दिट्ठी जहणभरालसा॥

(पुनश्चर्चरी। 'हंस प्रयच्छ' इत्यादि पठित्वा द्विपदिकया निरूप्य। विहस्य।)
एष स्तेनानुशासी राजेति भयादुत्पतितः।

"নূপুরশিঞ্জিতের মত ও কি শুনা যায়? হা ধিক! এ তো মঞ্জীরধ্বনি নয়। দিঙ্মণ্ডল মেঘশ্যাম দেখিয়া মানসোৎসুকচিত্ত রাজহংস কূজন করিতেছে; এই সমস্ত মানসোৎসুক রাজহংস এই

এশিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল-এর সৌজন্যে

সরোবর হইতে উড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে ইহাদিগকে আমার প্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করি—হে জলবিহঙ্গরাজ! তুমি মানসসরোবরে কিছু পরে যাইও; একবার তোমার বিসকিশলয় পাথেয়টুকু রাখ; আবার তুমি তুলিয়া লইও। আমার দয়িতার সংবাদটুকু দিয়া আমাকে শোকমুক্ত কর। রে হংস! তুই যদি সরোবরতটে আমার নতভ্রূ প্রিয়াকে না দেখিয়া থাকিস্, তাহা হইলে কেমন করিয়া তুই তাহার কলগুঞ্জিত গতিভঙ্গীটুকু চোরের মত অপহরণ করিলি? তুই আমার প্রিয়াকে ফিরাইয়া দে। জঘনভারমন্থরা প্রিয়ার গতি দেখিয়া তুই নিশ্চয়ই তাহা চুরি করিয়াছিস্। * * এ কি! চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হইবার ভয়ে রাজার নিকট হইতে এ যে পলায়ন করিল!"

উপরে উদ্ধৃত নাটকচিত্রে চঞ্চুপুটে খণ্ডিতাগ্রমৃণালসূত্রগ্রহণের বর্ণনায় মহাকবি যে বিহঙ্গচরিত্র পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন, মেঘসন্দর্শনে মানসোৎসুকচিত্ত সেই রাজহংস এবং রাজহংসী বিক্রমোর্ব্বশীনাটকের নায়কনায়িকার জীবননাট্যের সঙ্গে কেমন সহজে মিশিয়া গিয়াছে। বাস্তব পক্ষিজীবনের যে সমস্ত নিগূঢ় তথ্যের সন্ধান এখানে পাওয়া যাইতেছে পূর্ব্বে * মেঘদূতঋতুসংহারপ্রসঙ্গে তাহাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। এই রাজহংস জলবিহঙ্গ-রাজরূপে এখন আমাদের সম্মুখে আবার উপস্থিত। প্রধানতঃ সে যে যাযাবর বিহঙ্গ এবং বর্ষার প্রাক্কালে তাহার মানসপ্রয়াণ আরম্ভ

* ১৪-২১ এবং ৮১-৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হয়, তাহার পরিচয় মেঘদূতের "মানসোৎক আকৈলাসাদ্বিসকিশলয়চ্ছেদপাথেয়বন্ত" বর্ণনায় পাইয়া থাকিলেও এখানে বিশেষ করিয়া সেই বিহঙ্গচরিত্রের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। দিঙ্মণ্ডল মেঘশ্যাম দেখিয়া মানসোৎসুক রাজহংস কূজন করিতেছে। কবি মেঘের সঙ্গে রাজহংসকূজনের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মানসপ্রয়াণের প্রাক্কালে তাহার এই কূজনের সন্ধান মিলিতেছে। মেঘের অভ্যুদয় দেখিয়া কূজনরত মানসোৎসুকচিত্ত রাজহংসের সরোবর হইতে উড়িয়া যাইবার আর বড় বেশী দেরী নাই। তাই সে বিসকিশলয় বা খণ্ডিতাগ্রমৃণালসূত্রসংগ্রহে তৎপর হইয়াছে। তাহার কূজন ও আহার্য্যসংগ্রহের সন্ধান কবি যেমন দিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বিহঙ্গটার গতিভঙ্গী নির্দ্দেশ করিতে ভুলেন নাই,—তাহার কণ্ঠস্বর ও গতিভঙ্গী এক সঙ্গে মিশিয়া কবির চক্ষে কলগুঞ্জিত গতিভঙ্গীরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

পূর্ব্বে * আমরা রাজহংসের জাতিনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি; যে যে কারণে তাহাকে Anser indicus (Lath.) বিহঙ্গ বলিয়া সনাক্ত করা চলে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বিশদ আলোচনা করিয়াছি। পুনরায় সেই প্রসঙ্গের উত্থাপন আবশ্যক মনে করি না। বিহঙ্গটির যাযাবরত্বের কথাও তুলিতে চাই না। তাহার আহার্য্যের বিচারও পূর্ব্বে † করিয়াছি। ঋতুসংহারপ্রসঙ্গে ‡ তাহার গতিভঙ্গীর

* ১৩-২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ ৮২ ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি কিরূপে লোহিতচঞ্চুচরণ সিতাবয়ব এই রাজহংসের কণ্ঠবিরুত জঘনভারমন্থরা কামিনীর অলক্তাক্ত চরণের নূপুরশিঞ্জিতকে স্মরণ করাইয়া দেয়,—মহাকবির মানসচক্ষে এই চিত্র ভাসিয়া উঠা সহজ হইলেও, বাস্তব হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এমন কখনই বলা চলে না। "হংসৈর্জিতাসুললিতাগতি-রঙ্গনানাং" মহাকবির এই শ্লোকাংশে নারীসম্পদ্‌বর্দ্ধনে হংসগতির সার্থকতা কি তাহা পূর্ব্বে * আলোচনা করিয়াছি। উপমা হিসাবে কাব্যসৌন্দর্য্যকে বাড়াইতে গিয়া ইহাতে সত্যের অপলাপ হয় নাই। যে গতিভঙ্গীর বিবরণ দিতে গিয়া ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিৎ "a rolling gait", "a swaying walk" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করেন, একা রাজহংসের তাহা বৈশিষ্ট্য নয়, সাধারণ হংসেরও তাহা লক্ষণ বটে। বিক্রমোর্ব্বশীর কবি নারীর এই হংসগতির উল্লেখ বারবার করিয়াছেন,—

णिसम्महि मिअङ्कसरिसे वअणो हंसगई
ए चिह्ने जाणिहिसि आअक्खिअउ तुज्झ मई ॥

সঙ্গিনীবিরহে উন্মাদগ্রস্ত রাজা পুরূরবা নীলকণ্ঠ ময়ূরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"হে শিখি, এই অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে তুমি কি আমার প্রিয়াকে দেখিয়াছ? চাঁদের মত মুখ, হংসের ন্যায় গতি যাহার তাহাকে এই সমস্ত লক্ষণে চিনিতে পারিবে।"

* ৮২ ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অন্যত্র, নন্দনবনে বিরহসন্তপ্ত রাজা বিচরণ করিতে করিতে হঠাৎ কৃষ্ণসার মৃগ দেখিয়া বলিলেন—

सुरसुन्दरि जहणभरालस पीणुत्तुङ्गघणत्थणि
थिरजोव्वण तणुसरीरि हंसगइ ।
गअणुज्जलकाणणे मिअलोअणि भमन्ते
दिट्ठी पइँ तहविरहसमुद्दन्तरे उत्तारहि मइँ ॥

প্রকৃতির যে পটভূমিকায় হংস সাধারণতঃ বিরাজ করে মহাকবির অতুল তুলিকায় সেই চিত্র কিরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিবার বহু সুযোগ ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি; নাটকচিত্রে সে পরিচয় এখন আবার নূতন করিয়া পাইতেছি এবং সেই পরিচয়ে মানুষ এবং পাখীর পরস্পরের জীবনযাত্রায় তাহাদের নিবিড় সম্পর্কের কথা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। নদী বা নদী-সৈকত এবং সরোবর প্রধানতঃ হংসের প্রকৃষ্ট বিহারভূমি, এই সকল প্রাকৃতিক আবেষ্টনের জ্ঞানলাভ না করিতে পারিলে হংসপরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, এ কথা পূর্ব্বে * বলা হইয়াছে। বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের একটি দৃশ্য এখন উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

इमां नवाम्बुकलुषां स्रोतोवहां पश्यता मया रतिरुपलभ्यते । कुतः ।
तरङ्गभ्रूभङ्गा क्षुभितविहगश्रेणिरशना
विकर्षन्ती फेनं वसनमिव संरम्भशिथिलम् ।

* ১২২-১২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

पद्भ्यां विदूरं यान्ती स्खलितमभिसंधाय बहुशो
नदीभावेनेयं ध्रुवमसहना सा परिणता ॥

भवतु । प्रसादयामि तावदेनाम् ।

(अनन्तरे कुटिलिका ।)

पसीअ पिअअम सुन्दरि णइए
थुहिआकरुणाविहङ्गमए णए ।
सुरसरितीरसमूसुअएणए
अलिउलझंकारिए णए ॥

(तेन कुटिलिकान्तरे चर्चरी ।)

पुव्वदिसापवणाहअकल्लोलुग्गअबाहआ
मेहअङ्गे णच्चइ सललिअँ जलणिहिणाहआ ।
हंसरहङ्गसङ्खकुङ्कुमकआभरणु
करिमअराउलकसणकमलकआवरणु ।
वेलासलिलुव्वेल्लिअहत्थदिण्णतालु
ओत्थरइ दसदिस रुन्धेविणु णवमेहआलु ॥

*   *   *   *   *

कथं तूष्णीमेवास्ते । अथवा परमार्थतः सरिदियं नोर्वशी । अन्यथा कथं पुरूरवसमपहाय समुद्राभिसारिणी भवेत् ।

বিরহসন্তপ্ত রাজা নবাম্বুকলুষা নদী দেখিয়া ধারণা করিলেন নিশ্চয়ই তাঁহার প্রিয়া নদীরূপে পরিণতা হইয়াছেন,—এই নদীর

তরঙ্গভঙ্গী সেই প্রিয়ার ভ্রূভঙ্গী, তরঙ্গবেগে ক্ষুভিত বিহগশ্রেণী তাঁর কাঞ্চীদামস্বরূপ, নদীর ফেনপুঞ্জ কোপবশে শিথিলীভূত প্রিয়ার বসন * *। রাজা তখন তাঁহার কোপপ্রশমনে সচেষ্ট হইলেন—"হে নদীরূপিনি! আমার নমস্কারে প্রসন্ন হও।" পরক্ষণে উন্মাদাতিশয় বশতঃ সেই নদী সমুদ্ররূপে বর্ণিত হইতেছে—জলনিধিনাথ সুললিত-নৃত্যপরায়ণ, মেঘাঙ্গের ন্যায় তাহার পূর্ব্বদিকপবনাহত কল্লোলোদ্গত বাহু; হংস, রথাঙ্গ, শঙ্খ, কুঙ্কুম, করী, মকর প্রভৃতি তাহার আভরণ; বেলাসলিলে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া হস্তদত্ত তালের ন্যায় ধ্বনিমুখরিত, দশ দিক পরিব্যাপ্ত করিয়া সেই সমুদ্র অবস্থিত। * * রাজা বলিতেছেন—"আমার কথার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলে কেন? তবে কি এ প্রকৃতই নদী, উর্ব্বশী নয়? নচেৎ পুরুরবাকে পরিত্যাগ করিয়া সে সাগরাভিমুখে অভিসারিণী হইবে কেন?"

নাটকের এই দৃশ্যে নদীতরঙ্গ ও বেলাসলিলের মধ্যে হংসের সমাবেশ দেখা যায়। নদীপ্রবাহে বিচরণশীল এই হংস নারীর রূপাবয়বের উপমাচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে ইহা পূর্ব্বে * আমরা দেখিয়াছি।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে মালিনীসৈকতলীন হংসমিথুনের উল্লেখ আছে—

কার্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী।

* ১২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নাটকে হংসপরিচয়

স্বহস্তাঙ্কিত শকুন্তলার প্রতিকৃতি দেখাইয়া রাজা দুষ্মন্ত বয়স্যকে বুঝাইতেছেন স্রোতোবহা মালিনী নদী এই স্থানে এখনও অঙ্কিত হইতে বাকী রহিয়াছে এবং সেই নদীসৈকতে হংসমিথুনের চিত্র দিতে হইবে * * ।

সরোবরের মধ্যে হংসচিত্র কবি যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

सहअरिदुक्खालिद्धअं सरवरअम्मि सिणिद्धअम् ॥
वाहोवग्गिअणअणअं तम्मइ हंसोजुअलअम् ॥

শ্লোকোক্ত সরোবরচিত্রে সহচরীবিয়োগে হংসীর যে দশা সমুপস্থিত হয়, উর্ব্বশীবিয়োগে সহজন্যা ও চিত্রলেখার সেই অবস্থা সমুৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ চিত্র আবার পাওয়া যায়—

चिन्तादुम्मिअमाणसिआ सहअरिदंसणलालसिआ ।
विअसिअकमलमनोहरए विहरइ हंसी सरवरए ॥

উন্মাদগ্রস্ত রাজা পুরুরবার চক্ষু অশ্রুপরিপ্লুত, সঙ্গিনীবিরহে সরোবরমধ্যে কম্পিতপক্ষ হংসযুবার ন্যায় তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন—

हिअआहिअपिअदुक्खओ सरवरए धुदपक्खओ ।
वाहोवग्गिअणअणओ तम्मइ हंसजुआणओ ॥

রাজার চঞ্চল চিত্তে সরোবরে প্রেমাভিষিক্ত ক্রীড়াশীল হংসযুবার চিত্র ফুটিয়া উঠিল—

পঙ্কক্কমবড়্ডিঅগুরুঅরপেম্মরসে ।
সরে হংসজুআণও কীলই কামরসে ॥

মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকেও সরোবরমধ্যে হংসের অবস্থিতির চিত্র কবি নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন,—

পত্রচ্ছায়াসু হংসা মুকুলিতনয়না দীর্ঘিকাপদ্মিনীনাম্ ।

বিরহাতুর রাজা অনর্থক কালক্ষেপে ভোজনের বিলম্ব করিতেছেন; মধ্যাহ্ন সমুপস্থিত হইয়াছে, এখন আহারান্তে বিশ্রামের সময়; প্রকৃতিপটে নানা বিহঙ্গ প্রখর আতপতাপে অবসন্ন হইয়া ছায়াশীতল স্থানে ক্লান্তি অপনোদনে রত হইয়াছে,—মধ্যাহ্নের এই চিত্রে দীর্ঘিকার মধ্যে হংসগুলি পদ্মপত্রচ্ছায়ায় নিমীলিত নয়নে অবস্থান করিতেছে।

পাঠক সহজে বুঝিতে পারিবেন নাট্যোল্লিখিত আবেষ্টনের মধ্যে হংসচিত্র যেভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, অনেক সময় রূপক অথবা কল্পনা হিসাবে তাহা কতকটা কৃত্রিম বলিয়া অনুমিত হইলেও বাস্তব পক্ষিজীবনের নিগূঢ় তথ্যটি তন্মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে; পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়াও কোন বৈজ্ঞানিক তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

নাটকের হংসচিত্র হইতে চক্রবাককে বাদ দিলে আমাদের

হংসপরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কালিদাসের তিনখানি নাটকেই তাহার প্রসঙ্গ তোলা হইয়াছে; কাব্যনৈপুণ্য হিসাবে মানুষের সঙ্গে পাখীটি কেমন মিশিয়া গিয়াছে সে কথা বার বার পাঠকসমক্ষে তুলিতে চাই না, বাস্তব পক্ষিজীবন হইতে সেই চিত্র বিশ্লিষ্ট নয় ইহাই বলিতে চাই মাত্র। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের তৃতীয় অঙ্কে চক্রবাকবধূকে রজনীর উপস্থিতির কথা স্মরণ করানো হইতেছে; সহচরকে তাহার এখন বিদায় জ্ঞাপন করিতে হইবে। শকুন্তলাদুষ্মন্তের পরস্পর প্রণয়ালাপের ব্যবধানকাল অতি সহসা সমাগত ইহাই মহাকবির নিপুণ তুলিকায় চক্রবাকচক্রবাকীর জীবনের বাস্তব তথ্যটি লইয়া সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—**চক্কবাকবহুএ আমন্তেহি সহঅরং। উবট্টিআ রঅণী।**

মালবিকাগ্নিমিত্রেও এই প্রসঙ্গ তোলা হইয়াছে,—

अहं रथाङ्गनामेव प्रिया सहचरीव मे।
अननुज्ञातसंपर्का धारिणी रजनीव नौ॥

অগ্নিমিত্রমালবিকার মিলনের মাঝখানে রাণী ধারিণী প্রতিবন্ধক হিসাবে রাজার মানসচক্ষে রজনীর সঙ্গে চক্রবাকচক্রবাকীর সম্পর্কের তুলনা সহজ হইয়া উঠিয়াছে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে এই পক্ষিমিথুনের জীবনের আর একটি তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কুলপতি কণ্ব শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন; তাহার আসন্ন বিরহে সমগ্র

আশ্রমভূমি কাতর ও উৎকণ্ঠিত; চক্রবাকীর বিরহক্রন্দনের ছবিও তন্মধ্যে আমাদের চোখে পড়ে,—

ণলিণীপত্তন্তরিদং বি সহঅরং অদেক্খন্তী আদুরা চক্কবাই আরডদি দুক্করং অহং করেমি ত্তি।

এই দৃশ্যে নলিনীপত্রান্তরালে প্রচ্ছন্ন সহচরকে না দেখিয়া চক্রবাকীর ডাকাডাকি চলিতেছে।

বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের চতুর্থ অঙ্কেও এই ডাকাডাকির কথা আছে,—

গোরোঅণাকুঙ্কুমবণ্ণা চক্ক ভণাহি মই।
মহুবাসর কীলন্তী ধণিআ ণ দিট্ঠী তুই॥

(চর্চ্চরিকয়োপসৃত্য জানুভ্যাং স্থিত্বা।)

রথাঙ্গ নাম বিযুতো রথাঙ্গশ্রোণিবিম্বয়া।
অয়ং ত্বাং পৃচ্ছতি রথী মনোরথশতৈর্বৃতঃ॥

কথং কঃ ক ইত্যাহ। মা তাবৎ। ন খলু বিদিতোঽহমস্য।

* * * *

কথং তূষ্ণীং স্থিতঃ। ভবতু। উপালভে তাবদেনম্। (জানুভ্যাং স্থিত্বা।) তদ্যুক্তং তাবদাত্মানুমানেন বর্তিতুম্। কুতঃ।

সরসি নলিনীপত্রেণাপি ত্বমাবৃতবিগ্রহাং
ননু সহচরীং দূরে মত্বা বিরৌষি সমুৎসুকঃ।
ইতি চ ভবতো জায়াস্নেহাৎপৃথক্স্থিতিভীরুতা
ময়ি চ বিধুরে ভাবঃ কোঽয়ং প্রবৃত্তিপরাঙ্মুখঃ॥

নাটকে হংসপরিচয়

বিরহোন্মত্ত রাজা পুরুরবা বনের মধ্যে নানা জীবকে প্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। চক্রবাককে দেখিয়া তিনি বলিলেন—. "হে প্রিয়াসহায়, গোরোচনাকুঙ্কুমবর্ণ চক্রবাক! আমার প্রিয়াকে তুমি কি দেখ নাই? * * তুমি উত্তর দাও। চুপ করিয়া রহিলে কেন? মনে হয় তোমার আমার দশাই হইয়াছে। সরোবরবক্ষে তোমার ও চক্রবাকীর মধ্যে সামান্য পদ্মপত্রের ব্যবধান থাকিলে তোমার জায়া বহু দূরে অপসৃত হইয়াছে মনে করিয়া বিলাপ করিতে থাক। পত্নীস্নেহবশতঃ তোমার পৃথকস্থিতিভীরুতা এত যখন, কেন তবে আমার মত প্রিয়জনবিরহবিধুরের প্রতি তুমি পরাঙ্মুখ?"

চক্রবাকচক্রবাকীর নৈশবিরহ ও পরস্পর ডাকাডাকি লইয়া বিশদ আলোচনা পূর্ব্বে * মেঘদূত ও রঘুবংশকুমারসম্ভবপ্রসঙ্গে করিয়াছি। বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাহাদের এই বিরহকাহিনীকে একেবারে তুচ্ছ জ্ঞান করা চলে না। বিহঙ্গতত্ত্ববিৎ চক্রবাকপ্রকৃতির যাথার্থ্য সম্বন্ধে যতটুকু সাক্ষ্য দেন তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে বিহঙ্গমিথুন দিনের বেলায় একসঙ্গে পাশাপাশি বিশ্রাম করে, রাত্রে যখন উভয়ে আহারসন্ধানে ব্যাপৃত হয়, তখন পরস্পরের সঙ্গত্যাগ প্রায়ই অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। তখন নিশীথের অন্ধকারে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন পত্রান্তরিত পক্ষিমিথুনের পরস্পর ডাকাডাকি ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। রাত্রিকালে তাহাদের বিরহ ডাকাডাকিতে পরিণত হয় এ ঘটনা শুধু কবিকল্পিত বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

* ২২-২৫ এবং ১২৭-১২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উদ্ধৃত নাটকদৃশ্যে চক্রবাককে "প্রিয়াসহায়" বলা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে পক্ষিপক্ষিনীর অযুগ্ম অবস্থায় বিচরণ করার অভ্যাস প্রায় দেখা যায় না। "দ্বন্দ্বচর" এবং "অবিযুক্ত" সংজ্ঞার প্রয়োগও এই বিহঙ্গ সম্পর্কে পাওয়া গিয়াছে; তাহার আলোচনা পূর্ব্বে* করিয়াছি।

চক্রবাকের বর্ণের পরিচয় মহাকবি বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে নূতন করিয়া দিয়াছেন,—তাহার গোরোচনাকুঙ্কুমবর্ণ। "গোরোচনা"র কথা পূর্ব্বে† তুলিয়াছি। এখন যে পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে শুধু গোরোচনার পীতত্বের সঙ্গে বিহঙ্গের বর্ণসাম্য দেওয়া চলে না; কুঙ্কুমকে সেই বর্ণের সঙ্গে মিশাইতে হইবে; তাহাতে ফল যে দাঁড়ায় তাহার সঙ্গে ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিদের ruddy ochreous‡ বর্ণনা আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া যায়।

* ১২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† ১৩১-১৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ ১৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২

পরভৃত ও চাতক

কালিদাসের নাটকত্রয়মধ্যে পরভৃতের পরিচয় কি পাওয়া যায় তাহা দেখা যাক। বিক্রমোর্ব্বশীর প্রারম্ভে সূত্রধার দূরে আকাশে একটা আর্ত্ত স্বর শ্রবণ করিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না উহা কুররীর শব্দ, না কুসুমরসমত্ত ভ্রমরের গুঞ্জন, অথবা ধীর পরভৃতনাদ ;—

मत्तानां कुसुमरसेन षट्पदानां
शब्दोऽयं परभृतनाद एष धीरः ।

সেই পুনঃপুনঃ উচ্চারিত আর্ত্ত কণ্ঠস্বর পরক্ষণেই কিন্তু কোমল মধুর ভ্রমরগুঞ্জন বলিয়া মনে হইতে না হইতেই উহা ধীর পরভৃতনাদ কি না এইরূপ সংশয় উপস্থিত কেমন করিয়া হইতে পারে? দেখা যাইতেছে শব্দটা প্রথমে খুব তীব্র,—তাহাতে বিপ্ন

২৬

কুররীর * আর্ত্ত কণ্ঠধ্বনির আভাস পাওয়া যায়; পরে অপেক্ষাকৃত কোমল অথচ যেন সেই ধ্বনিতরঙ্গের মধ্যে একটা মত্ত প্রবাহ রহিয়াছে; তারপরেই ধীর, কোকিলের রবের মত,—করুণ আর্ত্তনাদ নয়, মত্ত গুঞ্জনও নয়। কোকিলের কণ্ঠস্বরের যে পরিচয় এস্থলে পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আমরা দেখি যে পাখীটার ইহা সেই পঞ্চম স্বর নয়, যাহা চিরদিন ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতাকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে এবং যে স্বর শুনিয়া সময়ে সময়ে বিদেশীয়দিগের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে কোকিলের গলার সেই আওয়াজটার প্রতি বিক্রমোর্ব্বশীর কবি নজর দিতেছেন না। পূর্ব্বে † ঋতুসংহার-প্রসঙ্গে কোকিলদম্পতীর স্বরবৈচিত্র্যের আলোচনা বিশদভাবে করা হইয়াছে; এখন সেই ধ্বনিতত্ত্বের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আবশ্যক করে না। আমি শুধু পাঠকপাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই আমার সেই পূর্ব্ববর্ণিত উৎপতনশীল পুংস্কোকিলের মিষ্ট রবটির প্রতি, ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিৎ ‡ যাহার "melodious and rich liquid call" বলিয়া বিবৃতি করিয়াছেন;—এই রব শুনা যায় প্রায়ই যখন পাখীটা আকাশমার্গে উড়িতে উড়িতে ডাকে। এখন বোধ করি বিশেষ করিয়া বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই যে কেমন করিয়া আকাশপথে অন্তর্হিতা উর্ব্বশীর কাতরোক্তি অবশেষে পরভৃতের ধীর নাদ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

* ১৬৭-১৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† ১০৭-১০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ Jerdon, T.C., The Birds of India, Vol I (1862), p. 343.

মিঃ ফ্র্যাঙ্ক ফিনও * "fine mellow call" পরিচয়ে পাখীটার কবিবর্ণিত ধীর নাদের যাথার্থ্য সপ্রমাণিত করেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি নাটকের মধ্যে পরভৃতের সেই উচ্চ তীব্র কণ্ঠের কথা একেবারে নাই, যাহা পাশ্চাত্য শ্রোতার কানে প্রায়ই এত অধীর, shrill এবং বিসদৃশ শুনায়? বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের চতুর্থ অঙ্কে আমরা বাদ্যমান পরভৃততূর্য্যের ধ্বনি কিছুতেই ধীর পরভৃতনাদ বলিয়া ভুল করিব না,—

गन्धुम्माइअमहुअरगीएहिं
वज्जन्तेहिं परहुअतूरेहिं ।
पसरिअपवणुव्वेल्लिअपल्लवणिअरु
सुललिअविविहपआरेहिं णच्चइ कप्पअरु ॥

পুংস্কোকিল ও স্ত্রীকোকিলের কণ্ঠস্বর যে স্বতন্ত্র সে কথার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। বিক্রমোর্ব্বশী নাটকেও কোকিলার কথা তোলা হইয়াছে,—

परहुअ महुरपलाविणि कन्ती
णन्दणवण सच्छन्द भमन्ती ।
जइ पइं पिअअम सा महु दिट्ठी
ता आअक्खहि महु परपुट्ठी ॥

জম্বুবিটপমধ্যে আতপান্তে সংধুক্ষিতমদা এই পরভৃতাকে মদনদূতী

* Garden and Aviary Birds of India (1906), p. 149.

সম্বোধনে অভিহিত করা হইয়াছে; তাহার প্রলাপ মধুর।

পুংস্কোকিলের রুতের উল্লেখ অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে দেখা যায়,—

कण्ठेषुस्खलितं पुंस्कोकिलानां रुतम् ।

সাধারণ সংস্কারে আমরা মনে করি যে বিহঙ্গদিগের মধ্যে স্ত্রী পাখীটা গান করে না। কোকিল সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা খাটে না। পুংপাখীটার ন্যায় কোকিলারও কণ্ঠস্বরে কবি যে প্রলাপের সন্ধান দিয়াছেন বিদেশী পক্ষিতত্ত্ববিৎ তন্মধ্যে অব্যক্ত উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া থাকেন এ কথার আলোচনা পূর্ব্বে * করিয়াছি।

কোকিলার "মদনদূতী" আখ্যা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। শিশিরাপগমে বসন্তঋতুর আগমনবার্ত্তা নবপুষ্পকিশলয়শোভিত ভারতের কুঞ্জে কুঞ্জে এই পরভৃত যেমন করিয়া ঘোষণা করে তেমন আর কেহ করে না। মালবিকাগ্নিমিত্রেও সে পরিচয় কবি দিয়াছেন,—

उन्मत्तानां श्रवणसुभगैः कूजितैः कोकिलानां
सानुक्रोशं मनसिजरुजः सह्यतां पृच्छते व ।

নিশ্চয়ই বসন্তঋতু আবির্ভূত হইয়াছে; সখে! দেখ উন্মত্ত কোকিলের শ্রবণসুভগ রবে বসন্তের সদয় সম্ভাষণ জ্ঞাপিত হইতেছে।

* ১৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আবার নাটকের পঞ্চম অঙ্কে সেই পরভৃতকলকূজনে বসন্তের আবির্ভাব কবি প্রকাশ করিতেছেন,—

পরভৃতকলব্যাহারেষু ত্বমাত্তরতির্মধুং
নয়সি বিদিশাতীরোদ্যানেষ্বনঙ্গ ইবাঙ্গবান্ ।

বিদেশী কবির চিত্তেও কোকিলের গীতে বসন্তের প্রেরণা জাগে ; তাই কিপ্লিং গাহিয়াছেন—

Oh Koel, little Koel, singing on the siris bough,

*   *   *

Can you tell me aught of England or of spring in England
Now ?

শুধু কবির উক্তি বলিয়া নয়, সেই উক্তির মধ্যে সত্যের সন্ধান মিলে, তদ্দৃষ্টে ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিদ্ও কোকিলের পরিচয় দিয়াছেন—"It is the darling of the spring" *. পুনশ্চ "Just as the Cuckoo in England is the typical bird of spring, so the Koel—also a Cuckoo—is out here." † বসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে পরভৃতের কলস্বরের সম্বন্ধ কোন বৈজ্ঞানিক অস্বীকার করিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে মহাকবির বর্ণনাগুলিকে অপ্রাকৃত বা অতিরঞ্জিত বলা চলে না। স্বভাবতঃ

* EHA., The Common Birds of Bombay (Second Edition), p. 54.
† Dalgliesh. G., Familiar Indian Birds (1909), p. 25.

যে বিহঙ্গটি ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে আংশিক যাযাবর হইলেও ঘূর্ণ্যমান ঋতুচক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায় না, দেশের মধ্যেই বৎসরের অধিকাংশ সময় নীরবে অজ্ঞাতবাস করে—আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সে সময় তাহার মৌনব্রত প্রায় ভঙ্গ হয় না—সেই মৌনী পিক কিন্তু শিশিরাপগমে ফাল্গুন চৈত্রে যখন দক্ষিণ বাতাস প্রকৃতিকে চঞ্চল করিয়া তোলে, তখন সেই বায়ুভরে কম্পমান শাখাপত্রান্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া তাহার কলকণ্ঠে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া বসন্তের আগমন ঘোষণা করে। বিকশিত সহকারকুসুমের সংসর্গে মধুরকণ্ঠী কোকিলাকে নাটকমধ্যে দেখা যায়,—

মধুরস্বরা পরভৃতা ভ্রমরী চ বিবুদ্ধচূতসঙ্গিন্যৌ।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকেও সে কথা বলা হইয়াছে—**চূতকলিঅং দেক্খিঅ উম্মত্তিআ পরহুদিআ হোদি।** যে পাখী এত দিন প্রকৃতির অন্তরালে মূক ও মৌন অবস্থায় প্রচ্ছন্ন ছিল বসন্তের প্রাক্কালে তাহার মৌনব্রতভঙ্গের প্রথম প্রয়াসে মহাকবি তাহার "কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপিশিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং" বলিয়া যে বর্ণনা করিয়াছেন, ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিদের বর্ণনার সঙ্গে তাহার মিল দেখা যায়। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার * লিখিয়াছেন—"In March it practises its voice and gets its throat into working order * * ." প্রবিরলা মুগ্ধবধূকথার সঙ্গে তুলনা

* Journal, Bombay Natural History Society, Vol. XVII, p. 695.

করিয়া মধুমাসের আবির্ভাবে অন্যভৃতার এই প্রথম কণ্ঠধ্বনির উল্লেখ কবি পূর্ব্বেও * করিয়াছেন।

কালিদাসের নাটকের মধ্যে যে কোকিলাকে বিকশিত সহকার-কুসুমের সংসর্গে ভ্রমরীর সহিত দেখিতে পাইতেছি, কোথাও বা চূতমুকুল দেখিয়া সে উন্মত্তা হইয়া থাকে এ আভাস পাওয়া যাইতেছে; আবার কোথাও বা বিজ্ঞ পাখীটিকে দেখা গেল,—

অধরমিব মদান্ধা পাতুমেষা প্রবৃত্তা
ফলমভিনবপাকং রাজজম্বুদ্রুমস্য।

সেই পরভৃতার বিহারভূমি ও আহার্য্যের সন্ধান আমাদের এখানে মিলিতেছে। পূর্ব্বে ঋতুসংহারপ্রসঙ্গে † এ সম্বন্ধে যতটুকু পরিচয় লাভ করিতে পারিয়াছিলাম তদতিরিক্ত বিশেষ কিছু নূতন পরিচয় এক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। তবে যে রাজজম্বুদ্রুমের সদ্যপক্ক ফলের উল্লেখ হইয়াছে পাখীটার খাদ্যহিসাবে তাহা অনুধাবন করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে ফলই তাহার প্রধান আহার। পাশ্চাত্য দর্শয়িতাও ‡ তাহা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—"They are the most frugivorous of all the Cuculinae." তাহার অন্যান্য জাতিবর্গের তুলনায় পরভৃত প্রায় সম্পূর্ণরূপে ফলভুক্।

এখন এই পরভৃতের জীবনের যে রহস্যময় অধ্যায়টির প্রতি

* ১৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† ১০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ Jerdon, T. C., The Birds of India, Vol. I (1862), p. 342.

পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ আবশ্যক মনে করি কালিদাসের সূক্ষ্ম দৃষ্টি যে তাহার উপর নিপতিত হইয়াছিল তাহা অভিজ্ঞানশকুন্তলের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে বুঝিতে পারা যায়—

स्त्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीषु
संदृश्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्यः ।
प्रागन्तरिक्षगमनात्स्वमपत्यजात
मन्यैर्द्विजैः परभृताः खलु पोषयन्ति ।

আর্য্যপুত্রের বিস্মৃতি অপনয়নের জন্য শকুন্তলার আত্মপরিচয়ের ব্যর্থ উদ্যমের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া রাজা বলিতেছেন—"হে গৌতমি! তপোবনে লালিত হইয়াছেন বলিয়া কি ইঁহার অনভিজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবে? মনুষ্যেতর জীবের স্ত্রীদিগের মধ্যে যখন অশিক্ষিত পটুত্ব দেখা যায়, তখন বুদ্ধিসম্পন্না নারীর মধ্যেও যে তাহা প্রকটিত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? পরভৃতা অন্তরীক্ষগমনের পূর্ব্বে স্বীয় অপত্যের অন্য পাখীর দ্বারা পোষণের ব্যবস্থা করিয়া লয়।"

উদ্ধৃত শ্লোকে যে প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে তাহার আলোচনার প্রারম্ভে বিহঙ্গটির জন্মকাহিনীর বিবৃতি আবশ্যক। তবেই বুঝিতে পারা যাইবে যে কবির উক্তি এই পাখীর প্রতি প্রযোজ্য কি না, অথবা তাহা অলীক অপবাদ মাত্র। কাহার নীড়ে ইহার প্রথম আবির্ভাব, জনকজননী পরিত্যক্ত ডিম্বটিকে আর কেহ ফুটাইয়া তোলে কি না, জীবনারম্ভে কে ইহাকে পোষণ করে,

এই সমস্ত ব্যাপার কম রহস্যময় নহে। তাহার "পরভৃত", "পরপুষ্ট" আখ্যার সার্থকতা কি? বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে পরভৃতের পরিচয় পাই,—

अये, इयमातपान्तसंधुक्षितमदा जम्बुविटपमध्यास्ते परभृता। विहगेषु पण्डितैषा जातिः। यावदेनां पृच्छामि।

জাতি হিসাবে এই পরভৃত কি সত্যই "বিহগেষু পণ্ডিতঃ"?— ইহার প্রমাণ কি? পক্ষিবিজ্ঞানের দিক হইতে এই সমস্ত প্রশ্নের আলোচনায় সর্ব্বপ্রথমে বলা আবশ্যক যে কোকিল ডিম্বপ্রসবের অথবা ডিম্বরক্ষার জন্য সচেষ্ট হইয়া কোন নীড় রচনা করে না, অথচ তাহার প্রসূত ডিম্ব ফুটাইয়া শাবকোৎপাদনের জন্য যে আয়াস স্বীকার করিতে হয় তাহা হইতেও সে পরের নীড়ে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিয়া থাকে। ডিম্ব সুকৌশলে অন্য পাখীর নীড়ে যখন উপনীত করা হয়, তখন সেই নীড়ের প্রকৃত অধিকারী বিজাতীয় পক্ষিমিথুন অসংশয়ে সেই ডিম্বকে স্বীয় ডিম্বের মত ফুটাইয়া তোলে। আবহমান কাল হইতে এইরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে; কখনও কোথাও এমন কোন বিষম বাধাবিপত্তি ঘটিল না যে প্রকৃতির বিপুল প্রাঙ্গণ হইতে এই কৃষ্ণবর্ণ পরনির্ভর পাখীটির জীবনেতিহাস একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল। কেমন করিয়া সে বাঁচিয়া যায় এবং এখনও উপায়ান্তর অবলম্বন না করিয়া সে বাঁচিয়া যাইতেছে, এইটাই কৌতুকময়ী প্রকৃতির বিস্ময়কর রহস্য।

তাহাকে বাঁচিতেই হইবে এইজন্যই বোধ হয় স্ত্রীপক্ষীর অদ্ভুত অশিক্ষিতপটুত্ব—"স্ত্রীণাম্ অশিক্ষিতপটুত্বম্"—অন্যান্য পাখীর তুলনায় এত বেশী যে বায়স প্রভৃতি যে সকল পাখী কোকিলের ডিম নিজ নিজ নীড়ে ফুটাইয়া তোলে, তাহাদের সহজ প্রখর বুদ্ধিও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। কাক স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, সুচতুর *; কিন্তু পরম কৌতুকের বিষয় এই যে, যখনই সে নীড়রচনা করিয়া তন্মধ্যে ডিম্বপ্রসব করে, তখন হইতেই সে এমন নির্ব্বোধ হইয়া যায় যে সে আর কোন কিছুরই হিসাব রাখিতে সমর্থ হয় না; দুটা একটা ডিম বাড়িল কি না এবং সেই নবীন ডিম্বগুলার বর্ণ এবং পরিমাণ বিষয়ে তারতম্য আছে কি না এ সকল সে আদৌ লক্ষ্য করে না। এই যে অন্ধ ভাব, সব ডিমগুলাকেই যন্ত্রচালিতের মত তা' দেওয়ার অভ্যাস,—ইহা না থাকিলে পরভৃত টিকিয়া যাইত না। তবেই দাঁড়াইল এই যে, এক দিকে মহাকবিবর্ণিত "বিহগেষু পণ্ডিতৈষা জাতি"র "অশিক্ষিতপটুত্ব," আর একদিকে তাহার প্রসূত ডিম্বের আশ্রয়দাতা বায়সাদির নির্বুদ্ধিতা ও যন্ত্রচালিতের ন্যায় ব্যবহার,—এই উভয়ে মিলিয়া সমগ্র জাতিটার প্রাণরক্ষা করিয়া আসিতেছে। পুংস্কোকিল নীড়ের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র ক্রুদ্ধ বায়স কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পলায়নের ভান করিয়া বায়সকে নীড় হইতে বহু দূরে লইয়া যায়; সেই অবসরে যখন

* এ পরিচয়ের ভিত্তি এ দেশের কিংবদন্তী মাত্র নয়, তৎসম্বন্ধে ইংরাজ লেখকের পর্য্যবেক্ষণ এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে—"That the Crow, credited with being the most sagacious of birds, * * ."—Dalgliesh, G., Familiar Indian Birds (1909), p. 27.

সুচতুরা কোকিলা স্বীয় ডিম্বকে কাকডিম্বগুলার মাঝখানে সযত্নে প্রসব করিয়া অথবা প্রসূত ডিম্বকে রক্ষা করিয়া চলিয়া আসে, কোকিলের অনুসরণকারী পূর্ব্বোক্ত বায়স প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অসন্দিগ্ধ চিত্তে সব ডিমগুলিকে সমানভাবে তা' দিতে থাকে। অণ্ড হইতে কোকিলশাবক নির্গত হইলে তাহার প্রতি কাকের কোনও আক্রোশের লক্ষণ দেখা যায় না। এখন "পরভৃত" ও "পরপুষ্ট" শব্দ দুইটির তাৎপর্য্য ও সার্থকতা সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে। বায়সের তুলনায় কোকিলের বিচারবুদ্ধি অথবা সহজ সংস্কার এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা অপেক্ষাকৃত প্রবল, সেই reason ও instinct-এর প্রসঙ্গ এস্থলে উত্থাপিত করিতে চাই না।* তবে এই কোকিল যে বিহগদিগের মধ্যে "পণ্ডিত" তাহা তাহার কার্য্যপ্রণালী হইতে বুঝা যায়;—সে যেভাবে কাককে বোকা বানায় এবং কাকের নিকট হইতে কাজ আদায় করে, শুধু সেইটুকু অনুধাবন করিলেই ইহার বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য অথবা ইহার "পাণ্ডিত্য" স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। বিদেশী পক্ষিতত্ত্ববিৎ † লিখিয়াছেন—"Considerable respect is due to the Koel as the one living creature that persistently gets the better of that clever scoundrel the Crow." বায়সরচিত নীড়ের মধ্যে নিজের ডিম্বকে রাখিয়া আসিবার জন্য কোকিলের চাতুরি ও লুকোচুরি বিস্ময়জনক তো বটেই; কিন্তু এইখানেই তাহার

* এই সমস্ত জটিল রহস্যময় ব্যাপার বিশদভাবে আমার "পাখীর কথা" (১৩২৮) গ্রন্থের ৬৬-৬৯ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে।

† Whistler, H., Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 253.

কাজ শেষ হইল না। যদি সে মনে করে যে নীড়স্থ কাকডিম্বগুলি থাকিলে তাহার ডিম্ব ফুটিয়া শাবকোৎপাদনের বাধা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে তাহা হইলে সে নির্দ্দয়ভাবে আশ্রয়দাতা কাকের ডিম্বগুলি নীড়-চ্যুত করিয়া নষ্ট করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। কৌতুকের বিষয় এই যে কাক আদৌ বুঝিতে পারে না যে তাহার নিজের ডিম সেখানে নাই; সে অভ্যাসমত কোকিলের ডিমের উপর বসিতে থাকে। হয় তো কাকের সব ডিমগুলি কোকিল নষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই; প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কোকিলশাবক অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই ডিম্ব হইতে নির্গত হয়; কিছুদিন পরে যখন কাকের ছানা অণ্ড হইতে বাহির হইল, তখন অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ অতএব বলিষ্ঠতর কোকিলশাবক কাকের ছানাগুলিকে নীড় হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করে। এই সকল নৈসর্গিক ব্যাপার হিংস্র ও নিষ্ঠুর বটে; কিন্তু এই হিংসাপ্রবৃত্তি ও নিষ্ঠুরতা কোকিলের জীবনরক্ষার যে সহায়তা করিয়া আসিতেছে ইহাই বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। যদি প্রশ্ন উঠে যে কাকের ডিম নষ্ট করিবার কি দরকার ছিল, কোকিলশাবকের অশিক্ষিতপটুত্ব অথবা instinct কেন তাহাকে হিংস্র করিয়া তুলিল তদুত্তরে আমরা বলিব যে হয় তো কোকিলেতর ডিম্বগুলি থাকিলে যদি অল্প সময়ের মধ্যে তাহা হইতে কাকশিশু নির্গত হয় (কারণ কাকের ডিমগুলা অনেক পূর্ব্বে প্রসূত হইয়া থাকিলে এত দিনে তন্মধ্য হইতে ছানা বাহির হইবার সম্ভাবনা) তাহা হইলে ধাড়িকাক আর কোনও ডিম্বের উপর না বসিতেও পারে, এবং তাহা হইলে

কোকিলডিম্ব ফুটাইয়া তুলিবে কে? বায়সকোকিলের জীবননাট্যে এই প্রথম tragedy। পরে যখন কোকিলশাবক সদ্যঃপ্রসূত কাকের ছানাকে নীড়চ্যুত করিয়া কাকের বাসার ষোল আনা অংশ দখল করিয়া বসে, তখন যে করুণ tragedyর অঙ্ক অভিনীত হয় তাহাতেও তাহার আত্মরক্ষার চেষ্টাই উৎকটরূপে দেখা দেয় মাত্র।

এই পরভৃতকে শুধু কি বায়সের উপর নির্ভর করিতে দেখা যায়? আর কেহ কি ইহাকে পোষণ করে না? অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কাকের বাসায় ইহার ডিম্ব পাওয়া যায়। কিন্তু নাটকেও তাহার পরিচয় পাই "অন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ খলু পোষয়ন্তি"— এই যে অন্য পক্ষিগণের দ্বারা কোকিলশাবক পালিত হয়, ইহার মধ্যে নানা জাতির কাক তো আছেই অন্য পাখীর বাসা হইতেও কোকিলের ডিম পাওয়া গিয়া থাকে। কাপ্তেন হ্যারিংটন * বলেন যে তিনি Magpie (Pica ructica) পাখীর বাসায় দুইবার কোকিলের ডিম পাইয়াছেন। এইখানে বলা আবশ্যক যে সংস্কৃত অভিধানগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় "পরভৃত" শব্দটি সর্ব্বত্রই কোকিলকে বুঝাইয়া থাকে; কিন্তু "পরভৃৎ" বলিতে বায়সকে বুঝায়। এখন দাঁড়াইল এই যে কাক কোকিলকে পোষণ করে বলিয়া সে "পরভৃৎ", কোকিল বায়স কর্ত্তৃক পুষ্ট হয় বলিয়া সে "পরভৃত"। তাই বলিয়া কোকিলশাবক কাকেতর বিহঙ্গ কর্ত্তৃক পুষ্ট হইবে না এমন কোনও কথা নাই;

* Journal, Bombay Natural History Society, Vol. XVII, p. 695.

বরং অনেক স্থলে এইরূপ ঘটনা বিহঙ্গতত্ত্ববিদের নজরে আসিয়াছে, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। "পরভৃৎ" এবং "পরভৃত" শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য হইতে বুঝা যায় যে, যে পাখী অপর পাখীর শিশুকে পোষণ করে সে পরভৃৎ এবং যে পাখী অপরের দ্বারা পুষ্ট হয় সে পরভৃত। কাকের বাসায় কোকিলশিশু প্রায়ই পুষ্ট হয়, এইজন্য পরভৃৎ কাকের নামান্তর দাঁড়াইয়াছে এবং কোকিল পরভৃত সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। অনেক সময়ে এরূপ দেখা যায় যে পরভৃৎ শুধু কাক নয়, কাকেতর বিহঙ্গ (যথা Pica ructica) যাহার নীড়ে কোকিলের ডিম্ব রক্ষিত হয়, তদ্রূপ পরভৃত শুধু কোকিল নয়, কোকিলের জ্ঞাতিসম্পর্কীয় পক্ষিসমূহ, যাহারা বিহঙ্গতত্ত্ববিদের মতে কোকিলের সহিত এক বৃহৎ বংশ(Cuculidæ)ভুক্ত।

মহাকবির নাটকত্রয়ে এপর্য্যন্ত পরভৃতের যতটুকু পরিচয় পাওয়া গেল তাহা মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে স্বাধীন বিহঙ্গসম্পর্কে মাত্র। পোষা পাখী সম্বন্ধেও মালবিকাগ্নিমিত্রে ইঙ্গিত আছে,—

জো বিডালগিহীদাএ পরহুদিআএ।

বিড়ালে ধরিলে কোকিলার যে অবস্থা ঘটে বিদূষক সে কথা রাজার নিকট উল্লেখ করিলেন। বলা বাহুল্য যে পোষা পাখী না হইলে মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে এ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া সম্ভবপর নয়। পঞ্জরপালিত কোকিল আমাদের দেশে কিরূপ আদৃত হয় তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন দেখি না।

পরভৃত ও চাতক

পরভৃতের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া এখন চাতকের পরিচয়লাভের চেষ্টা করা যাক। পূর্ব্বে * মেঘদূতের আলোচনায় এই বিহঙ্গের স্বরূপনির্ণয়ের উদ্যম আমরা কতকটা করিয়াছিলাম এবং তৎসঙ্গে আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম cuckooবংশের Clamator jacobinus (Bodd.) বিহঙ্গের সহিত চাতকের identification সম্বন্ধে সংস্কৃতাভিজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মত কত দূর সত্য। অম্বুগর্ভ জীমূতের উপাসক হিসাবে এই cuckooবংশের বিহঙ্গটির সঙ্গে চাতকের মিল আছে সে কথা কবি অথবা অকবি বৈজ্ঞানিকও অস্বীকার করিতে পারেন না বটে, কিন্তু বিহঙ্গ দুইটির পরস্পরের identification-এর পথে প্রধান অন্তরায় দাঁড়াইতেছে মেঘদূতোক্ত চাতকের "অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুর" বৃত্তিটি। শুধু কাব্যে নয় কালিদাসের নাটকের মধ্যেও চাতকবৃত্তির একাধিকবার উল্লেখ হইয়াছে। বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে আমরা দেখি—

अहो दाव तुए दिअम्बरसोहिल्लासिया चादअव्वदं गहिदम्।

মালবিকাগ্নিমিত্রেও দেখিতে পাই—

मए णाम सुक्खघणगज्जिदे अन्तरिक्खे जलपाणीया चादआइदं।

নাটকদ্বয়ে কালিদাস যেভাবে চাতকব্রত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে যেন মহাকবির মনে এমন কোন সংশয় নাই যে আপামর সাধারণের পক্ষে সেই চাতকব্রতের মর্ম্মগ্রহণ দুষ্কর হইতে পারে; পাখীটার প্রকৃতি যেন এতই

* ৫৩-৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পরিচিত। উর্ব্বশীর সন্ধানে স্বর্গের রাজা পুরুরবাকে দিব্যরসপিপাসু সম্বোধনে বিদূষক তাঁহার চাতকব্রত অবলম্বনের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্রের পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যে বিদূষকের মুখে এই চাতকব্রতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—"আমি শুষ্ক মেঘগর্জ্জিত অন্তরীক্ষে জলপানের প্রার্থনায় চাতকব্রত অবলম্বন করিয়াছি"। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে এই চাতকব্রত মেঘগর্জ্জিত অন্তরীক্ষে জলযাচ্ঞায় অর্থাৎ পাখীটার সাময়িক কাতরতায় প্রকাশ পাইতেছে। এই কাতরতা বুঝিতে হইলে তাহার কাতরোক্তি অর্থাৎ মুখরতার প্রতি বিশেষ করিয়া মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বোদ্ধৃত বিদূষকের বাক্যে জলপানের প্রার্থনায় সেই কাতরোক্তির সন্ধানলাভ হইতেছে সন্দেহ নাই। মাত্র মুখরতায় যদি এই চাতকব্রতের পর্য্যবসান হয়, তাহা হইলে মেঘদূতের পরিচয়ে যাহাকে "অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুর" বলা হইয়াছে সেই বিহঙ্গের প্রকৃতিগত চতুরতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাহার এই কাতরোক্তির ছবি বড় করিয়া আমাদের চোখে পড়ে না কি? চাতকশব্দের আভিধানিক অর্থ "চততি যাচতে সততম্ভোমেঘম্",— ইহাতেও পাখীটার বর্ষায় জলপ্রার্থনাব্যঞ্জক কাতর কণ্ঠস্বরের ইঙ্গিত হইয়াছে। ঋতুসংহারের বর্ষাবর্ণনায় চাতকের উল্লেখ দেখা যায়,—

তৃষাকুলৈশ্চাতকপক্ষিণাং কুলৈঃ
প্রযাচিতাস্তোয়ভরাবলম্বিনঃ।
প্রয়ান্তি মন্দং বহুধারবর্ষিণো
বলাহকাঃ শ্রোত্রমনোহরস্বনাঃ॥
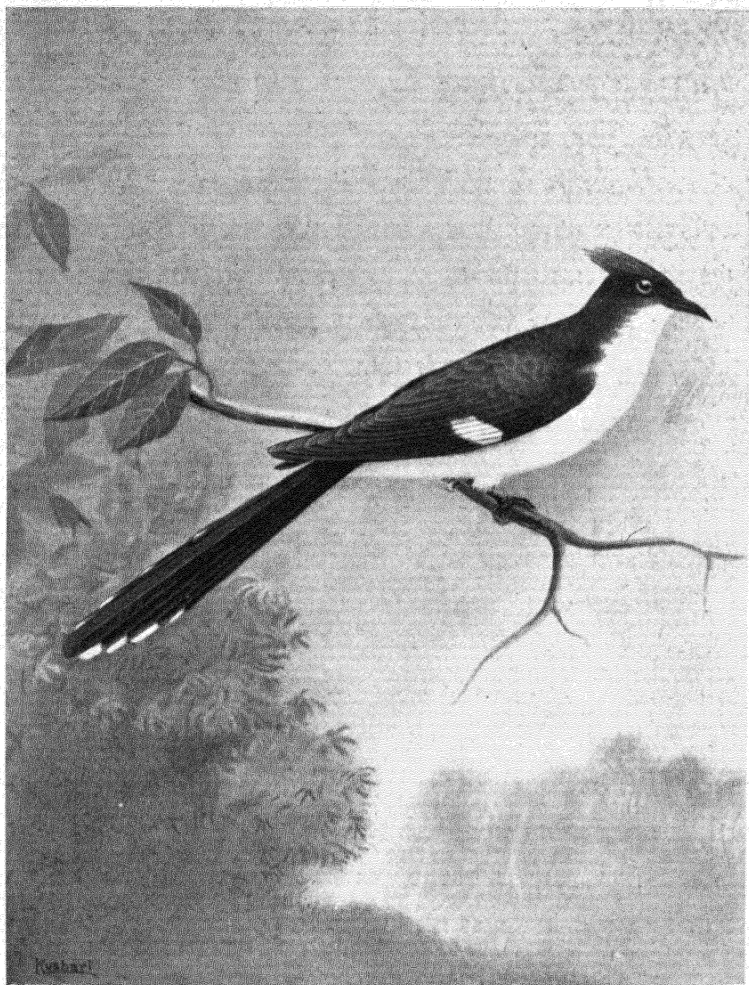
শিল্পী—শ্রীনারায়ণ কুশারি

চাতক

এখানেও তাহার সেই মেঘসন্দর্শনে জলযাচ্ঞাদ্যোতক কণ্ঠস্বর ব্যতীত অন্য পরিচয় আমরা পাই না। তবেই দাঁড়াইতেছে এই যে জলবিন্দুগ্রহণের জন্য পাখীটার কাব্যোল্লিখিত চতুরতায় যে তাহার প্রকৃতিগত পটুত্ব কিম্বা জলপানের উদ্যম মানিয়া লইতে হইবে এমন কোন কথা নাই, চাতকের আভিধানিক পরিচয় এবং নাট্যোল্লিখিত চাতকব্রতের ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেই চতুরতায় মেঘসন্দর্শনে বিহঙ্গস্বভাবসুলভ ব্যাকুলতা বিশেষরূপে লক্ষ্য করা চলে। মেঘদূতপ্রসঙ্গে আমরা চাতকের কবিবর্ণিত প্রকৃতি বুঝিবার নিমিত্ত Clamator jacobinus (Bodd.) বিহঙ্গের বর্ষার সহিত সম্পর্ক এবং তাহার সাময়িক চাঞ্চল্য ও তীব্র স্বরলহরীর কথা উত্থাপন করিয়াছিলাম। বারিগর্ভোদর মেঘের মধ্যে তাহার যে উৎপতনশীলতা ও নাদ পাখীটার বৈশিষ্ট্য হিসাবে এই ঋতুতে প্রকটিত হয় তাহাতে তাহার ব্যাকুলতা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা চলে। বস্তুতঃপক্ষে কিন্তু যদি চাতকের কাব্যোক্ত অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুরতার পরিচয়ে জলপানের উদ্যম স্বীকার করিতে হয়, বাস্তব পক্ষিজীবনের দিক হইতে বিচার করিলে তাহা অস্বাভাবিক গণ্য হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়; কারণ এক্ষেত্রে আমাদিগকে এমন একটি বিহঙ্গের পরিকল্পনা করিতে হয় যাহার তৃষ্ণানিবারণের জন্য আকাশমার্গে উন্নমিতচঞ্চু হইয়া বারিগর্ভোদর মেঘের মধ্যে সঞ্চরমান থাকা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বর্ষাপগমে ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অম্ভোবিন্দুর অভাবে এই তৃষাতুর বিহঙ্গের দশা কি দাঁড়ায় ইহা ভাবিয়া দেখিলে

কবিবর্ণিত চাতকবৃত্তির ব্যাখ্যায় বিহঙ্গটির অম্ভোবিন্দুগ্রহণপটুত্ব তাহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বীকার করিতে দ্বিধা উপস্থিত হয়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে সে দ্বিধা আমাদের দেশের সংস্কৃতসাহিত্যে মোটেই স্থান পায় নাই, কারণ যে সংস্কারের বশে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী চাতকপ্রকৃতির পরিকল্পনা ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া আসিতেছেন তাহার মূলে অবাস্তব, অপ্রাকৃত বা অলীক কিছু থাকিতে পারে কি না তাঁহাদের কেহই তাহা ভাবিয়া দেখিলেন না। তাঁহাদের উল্লিখিত সংস্কারের কথা তুলিয়া জার্ম্মাণ-পণ্ডিত প্রোফেসর এইচ, ভি, ইওয়াল্ড * লিখিয়াছেন—"Nach dem Volksglauben nun welcher sich an ihn geknüpft hat, hat dieser Vogel die seltsame Eigenschaft nie vom irdischen Wasser, wo dieses auch in Flüssen oder Teichen oder Sümpfen seyn mag, zu trinken; nur das reine Wolkenwasser ist ihm mundrecht. So fliegt er stets hoch in die Lüfte seinen Trank dort zu hohlen und wär's auch nur ein Tropfen; und bliebe auch die Wolke mit ihrem Nass noch so lange aus oder stände gleichsam unbeweglich starr am fernsten Himmel ohne mit ihrer Erquickung näher zu kommen, und

* Das Indische Gedicht vom Vogel Tschâtaka.—Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Bd. IV (1842), p. 368.

würde der auf sie wartende Vogel noch so arg von Durst gequält, dennoch verschmähte er an anderem Wasser sich zu laben; zieht aber endlich die Regenwolke nahe heran, dann fliegt er gesättigt zur Erde und wird so den Menschen zugleich ein sicherer Vorbote des Regens. Auf welchem Grunde dieser Volksglaube beruhe, könnte man nur an Ort und Stelle (wenn er etwa auch im heutigen Indien noch lebendig wäre) sicher erkennen:" নদী, জলাশয় অথবা পৃথিবীস্থ অন্য কোনও জলাধার হইতে চাতকপক্ষী জলপান না করিয়া তৃষ্ণানিবারণের জন্য মেঘের পানে ধাবিত হয়,—এ সংস্কারের কারণনির্দ্দেশ ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে, সংস্কারটি যদি আজও তাহাদের মধ্যে বলবৎ থাকে। প্রোফেসর ইওয়াল্ডের এই উক্তির মধ্যে হয় তো শ্লেষদ্যোতক ইঙ্গিত নাই, কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে কবিবর্ণিত যে চাতকপ্রকৃতির মর্ম্মগ্রহণ সহজ হইল না ভারতবর্ষের কবিগণ তাহা অসঙ্কোচে মানিয়া লইলেন, তাই বোধ হয় যেন কতকটা নৈরাশ্যের আভাস দিয়া তিনি ঐরূপ লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। লতাপাতায়, বৃক্ষশীর্ষে অথবা ভূমিতলে পতিত কিম্বা সঞ্চিত বারি চাতক অগ্রাহ্য করিয়া কেবল বায়ুমণ্ডলে সঞ্চরমান মেঘরাজির নিকট হইতে কেন তাহার তৃষ্ণানিবারণের জন্য জলকণাসংগ্রহে সচেষ্ট থাকে, বাস্তব পক্ষিজীবনের যাঁহারা খোঁজ

রাখেন তাঁহাদের অভিজ্ঞতায় পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও এমন বিহঙ্গ আর দেখিতে পান না, চাতকবৃত্তি তাঁহাদের এই অভিজ্ঞতার ফলে বাস্তবিকই যে তাঁহাদের নিকট নিরবচ্ছিন্ন অসত্যের পরিকল্পনা বিবেচিত না হইলেও অস্বাভাবিক পরিগণিত হইবে ইহা আর বিচিত্র কি। অথচ ভারতবর্ষের কবিগণ এযাবৎ তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া আসিতেছেন, কোন দিন তাঁহাদের মনে সংশয় উপস্থিত হয় নাই যে তাঁহাদের পরিকল্পিত চাতকপ্রকৃতি বাস্তবিক বিহঙ্গস্বভাবসুলভ হইতে পারে কি না। কালিদাসসাহিত্য আলোচনায় কিন্তু দেখা যাইতেছে যে মহাকবি চাতক সম্পর্কে এদেশের কবিগণের সংস্কারের পোষকতায় কিছু বিবৃতি করেন নাই; যতটুকু বিবরণ তাঁহার নাটকের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে চাতকব্রতের মর্ম্মগ্রহণ দুঃসাধ্য হয় না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে কালিদাসের ভাষার তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া বিহঙ্গটির স্বভাব সম্বন্ধে যে ব্যুৎপত্তিলাভ ঘটে তাহাতে আমরা দেখি যে চাতক মেঘালোকে জলযাচ্ঞাচ্ছলে তাহার কাতরোক্তি ও মুখরতায় তাহার চাতকব্রতের পরিচয় দেয় মাত্র। তাহার এই মুখরতা কিন্তু সাময়িক, ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিহঙ্গটির সে মুখরতা ও চাঞ্চল্য আর থাকে না, তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ ধারণ করে। রঘুবংশের কবি স্পষ্ট বলিয়াছেন—**স্বস্ত্যস্তু তে নির্গলিতাম্বুগর্ভং শরদ্ঘনং নার্দতি চাতকোঽপি।** শরদ্ঘনের উদ্দেশ্যে চাতকের কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয় না,—মহাকবির এই বর্ণনায় বিহঙ্গটির স্বভাব বেশ বুঝা যাইতেছে। যে চাতকচিত্র এদেশের কবিগণের সংস্কারের ফলে

পরভৃত ও চাতক

সংস্কৃতসাহিত্যে সাধারণতঃ অঙ্কিত দেখা যায়, মহাকবির অভিমত তৎসম্বন্ধে আর যাহাই হউক, কালিদাসসাহিত্যে কিন্তু তাহা স্থান পাইতে দেখা যায় না। শকুন্তলানাটকের মধ্যে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সংস্কারের সন্ধানলাভ হয় বলিয়া সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর অনেকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নাটকের যে শ্লোকটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এরূপ নির্দ্দেশ হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

অয়মরবিবরেভ্যশ্চাতকৈর্নিষ্পতদ্ভি-
র্হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ ।
গতমুপরি ঘনানাং বারিগর্ভোদরাণাং
পিশুনয়তি রথস্তে সীকরক্লিন্ননেমিঃ ॥

শ্লোকের ব্যাখ্যা দিবার পূর্ব্বে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে বাস্তবিকই কি কালিদাস শ্লোকটি হুবহু রচনা করিয়াছেন? মহাকবির ভাষা, ভাব, রচনাচাতুর্য্য ইত্যাদি বিশেষভাবে বিচার করিয়া এই শ্লোকমধ্যে কোন কিছু প্রক্ষিপ্তাংশ গ্রথিত হইয়া গিয়াছে কি না পণ্ডিতগণ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? উদ্ধৃত শ্লোকে যে চাতকচিত্র দৃষ্ট হইতেছে তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে কি? এ পর্য্যন্ত কালিদাসসাহিত্যের আলোচনায় মহাকবিপ্রদত্ত নিসর্গ চিত্র বিশ্লেষণের চেষ্টায় আমরা পূর্ব্বে কোথাও এমন কিছু রচনা পাইলাম না যাহা অবাস্তব ও অপ্রাকৃত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, অথচ এইখানে এমন চিত্র কালিদাসের লেখনীপ্রসূত বিবেচিত

হইতেছে যাহা বাস্তব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কালিদাসের সূক্ষ্ম দৃষ্টি কি এইখানে একেবারে বিপর্য্যস্ত? উদ্ধৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করা যাক। রাজা দুষ্মন্ত সুরলোক হইতে রথে আকাশপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, রথের উপর হইতে মনুষ্যলোক অচিরে তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল; তৎপূর্ব্বে তাঁহার রথ যে মেঘপদবীমধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে সে সন্ধান তিনি রথচক্রের দিকে তাকাইয়া লাভ করিতে পারিলেন; মাতলিকে সম্বোধন করিয়া সে কথা তিনি সবিস্তারে শুনাইতেছেন,—বারিগর্ভ মেঘের মধ্যে ধাবমান রথাশ্ব বিদ্যুৎপ্রভামণ্ডিত দেখা যাইতেছে, চক্রনেমি শীকরসংসিক্ত হইয়াছে; অরবিবর (অর্থাৎ চক্রনেমির ব্যবধান) মধ্য দিয়া চাতকপক্ষীগুলার নিষ্পতন লক্ষিত হইতেছে। বায়ুপথে মেঘমণ্ডলে সঞ্চরমান রথের দ্রুতঘূর্ণ্যমান চক্রনেমির ভিতর দিয়া এই যে চাতকের নিষ্পতন শ্লোকমধ্যে বিবৃত হইয়াছে, বাস্তব পক্ষিজীবনের দিক হইতে ভাবিয়া দেখিলে তাহা অস্বাভাবিক এবং অতিমাত্রায় কল্পিত বলিয়া বিবেচিত হয় না কি? রথটি বায়ুপথে সঞ্চরমান অবস্থায় পাখীর চিত্তাকর্ষক হইতে পারে কি না ইহা প্রথমতঃ বিবেচ্য; অথবা চিত্তাকর্ষক না হইয়া তাহার কাছে ভীতিপ্রদ গণ্য হয়? রথের আয়তন, গতিবেগ ও রথচক্রের শব্দ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অন্ততঃ পক্ষে রথ যে পাখীর চিত্তাকর্ষক নয় এ সিদ্ধান্তে সহজে উপনীত হইতে পারা যায়। অবশ্য এই রথ বিহঙ্গভীতিপ্রদ কি না তৎসম্বন্ধে আধুনিক বিমানবিদ্যায় যতটুকু

অভিজ্ঞতা * উৎপতনশীল বিহঙ্গ সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারা গিয়াছে তাহার ফলে এইটুকু বলা চলে যে সকল ক্ষেত্রে ইহা না হইতেও পারে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের বিবেচ্য ঘূর্ণ্যমান চক্রনেমি-বিবরের মধ্য দিয়া একসঙ্গে কতকগুলা বিহঙ্গের নিষ্পতন সম্ভবপর কি না এবং যদিচ সম্ভবপর হয় তবে তাহা পাখীর পক্ষে কতদূর নিরাপদ অথবা বিপজ্জনক। শ্লোকমধ্যে "চাতকৈর্নিষ্পতদ্ভিঃ" বাক্য পাওয়া যায়, তাহাতে দলে দলে এই সমস্ত চাতক অনায়াসে অরবিবরের মধ্য দিয়া গমন করিতেছে এইরূপ বুঝায়। এইরূপ বিবৃতি করিবার পূর্ব্বে সূক্ষ্মদর্শী কালিদাসের দৃষ্টিতে কি বাস্তব পক্ষিজীবনের ছবি এইরূপে ধরা পড়িয়াছিল? তিনি কি চাতকগুলার এইরূপ নিষ্পতনের প্রয়াসে বিপদাশঙ্কা হেতু তন্মধ্যে অবাস্তব কিছু লক্ষ্য করেন নাই? আধুনিক বিমানবিদ্যার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি; যতটুকু অভিজ্ঞতা সেই বিদ্যাচর্চ্চার ফলে আজ পর্য্যন্ত লাভ করিতে

* এ সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণকারিগণের মতদ্বৈধ লিপিবদ্ধ দেখা যায়। ই, এম, নিকলসন্ প্রণীত The Art of Bird-Watching (1931) গ্রন্থে লিখিত আছে (১৫৮ পৃষ্ঠা)—"the noise of engine and airscrew, with heavier-than-air machines, or the noise and immense size of airships probably prejudice the chances of birds flying in their vicinity behaving in a normal way." মিঃ এইচ. এম, গ্ল্যাড্ষ্টোন Birds and the War (1919) গ্রন্থে লিখিয়াছেন (৮০ পৃষ্ঠা)—"That birds should regard an aeroplane, specially one of the monoplane type, as a huge Falcon, or other Raptor, might be considered as not only probable but natural, and there are numerous records of birds being obviously terrified by them." মিঃ এ, এল, টমসন তাঁহার Problems of Bird-Migration (1926) গ্রন্থে কিন্তু বিরুদ্ধ অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (৬৯ পৃষ্ঠা),—"It may be added that it is now well known that birds are generally very little alarmed by aircraft, and that the paucity of records at high levels cannot be explained away on any theory of avoidance."

পারা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ঐরূপ বিপদাশঙ্কা অহেতুক নয়। মিঃ হিউ গ্ল্যাডষ্টোন প্রণীত Birds and the War গ্রন্থে* লিখিত হইয়াছে—"birds were not infrequently killed by coming into contact with aeroplanes." অতএব যে সমস্ত যুক্তিতর্কের অবতারণা এক্ষেত্রে করা হইল এদেশের পণ্ডিত-মণ্ডলী সেই সমস্ত ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। নতুবা তাঁহারা শ্লোকোক্ত বিহঙ্গপ্রকৃতির অসঙ্গতির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন না কেন? শকুন্তলানাটকের এদেশীয় প্রায় সমস্ত সংস্করণের টীকায় চাতক সম্বন্ধে অসঙ্গত উক্তি লিপিবদ্ধ দেখা যায়, তাহার কারণ টীকাকারগণের চিত্তে চাতকপ্রকৃতির সংস্কার বদ্ধমূল ছিল। তাঁহাদের সকলের ব্যাখ্যায় পাখীটার অম্ভোবিন্দুগ্রহণচেষ্টার কথা বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। একজন টীকাকার † লিখিয়াছেন—"ইত্যত্র অরবিবরেভ্য ইতি পাঠেতু অরাণাম্ নাভিনেমিবেধিনঃ শলাকাকৃতি-কাষ্ঠাদিময় চক্রাবয়ববিশেষাস্তেষামন্তরান্তরা যে অবকাশাস্তান্যরবিবরাণি তেভ্যঃ নিষ্পতদ্ভির্নিগচ্ছদ্ভিঃ ইত্যর্থঃ। চক্রশীকরিতনীরবিন্দুলোভাৎ ইতি ভাবঃ।" ব্যাখ্যায় টীকাকার চাতকপাখীগুলার অরবিবরের মধ্য দিয়া নিষ্পতনপ্রয়াসের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"শীকরিত-নীরবিন্দুলোভাৎ" অর্থাৎ চক্রনেমিসংস্পর্শে যে শীকরিতনীরবিন্দু চক্রগাত্রে অথবা চক্রাবয়ববিশেষে সংলগ্ন হইতেছে তাহার লোভে

* Pp. 93-94.

† শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য বিরচিত অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (১৮২৪ শকাব্দ), ২৯৩ পৃষ্ঠা।

তৃষ্ণাতুর চাতকের এইরূপ আচরণ। এক্ষেত্রে বিহঙ্গগুলার আচরণ যেভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে পূর্ব্বালোচিত সংস্কারের বশে চাতকপ্রকৃতি এদেশের কবিগণের যতদূর বিদিত তাহার সঙ্গে এই আচরণের প্রভেদ দেখা যায় না কি? মেঘের নিকট ছাড়া অন্যত্র কোথাও যে পাখী তৃষ্ণানিবারণে ব্রতী হয় না, কেমন করিয়া সে রথচক্রে সঞ্চিত বারিকণাগ্রহণে প্রবৃত্ত হইতে পারে? টীকাকারের এই কল্পনা এবং ব্যাখ্যা সেই চিরন্তন সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে না কি? অবশ্য আমি এই ব্যাখ্যা এবং সেই প্রাক্তন সংস্কার লইয়া উভয়ের তুলনামূলক সঙ্গতি বা অসঙ্গতির কথা এক্ষেত্রে তুলিতেছি না, সংস্কৃতাভিজ্ঞ টীকাকারের মনে কেমন করিয়া চাতক-প্রকৃতির এমন ছবি জাগিতে পারে যাহা সেই সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া যায় ইহাই আমার প্রশ্ন। যাক সে কথা। এখন নাটকের উদ্ধৃত শ্লোকটির প্রতি পাঠকের পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। শ্লোকের প্রথম চরণের পাঠান্তরের কথা অনেক সংস্করণে আছে, কিন্তু পাঠদ্বয়ের মধ্যে প্রক্ষিপ্ততা দোষ আছে কি না সে সম্বন্ধে টীকাকারগণ একেবারে নীরব। বাস্তবিক কি কালিদাস উভয় পাঠের রচয়িতা? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শকুন্তলানাটকের কোন কোন সংস্করণে টীকাকার পাঠদ্বয়ের অর্থ একত্র করিয়া ব্যাখ্যা * দিতে সাহসী হইয়াছেন, অথচ তাঁহার মনে সংশয় উপস্থিত হয় নাই দুইটি পাঠেরই রচয়িতা যে কালিদাস

* অগবিবরেভ্য ইত্যত্র অরবিবরেভ্য ইতি কচিৎ পাঠঃ। রথচক্রাহত মেঘনিঃসৃত জলকণপানার্থং নীড়ীভূতপর্ব্বতবিবরেভ্যো নির্গতৈশ্চাতকৈঃ"—শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার বিরচিত অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (১৯২৬), ২০৫ পৃষ্ঠা।

এমন না হইতে পারে। বাস্তবিক কিন্তু মহাকবি উভয় পাঠের জন্য দায়ী নহেন একথা এখন অসঙ্কোচে বলা চলে। নাটকের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে পণ্ডিতপ্রবর আর, পিশেল গবেষণা-পূর্ব্বক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার ফলে তাঁহার সম্পাদকত্বে যে শকুন্তলাসংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকসম্পর্কে "অয়মরবিবরেভ্যঃ" ইত্যাদি পাঠ অগ্রাহ্য হইয়াছে। পিশেলসম্পাদিত শকুন্তলা হইতে সমগ্র শ্লোকটি * নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

अयमगविवरेभ्यश्चातकैर्निष्पतद्भि-
र्हरिभिरचिरभासां तेजसा चानुलिप्तैः ।
गतमुपरि घनानां वारिगर्भोदराणां
पिशुनयति रथस्ते सीकरक्लिन्ननेमिः ॥

পাঠক লক্ষ্য করিবেন এখানে চাতকের বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে যে বিহঙ্গগুলা অগবিবর হইতে নিষ্পতিত হইতেছে। শ্লোকের পাদটীকায় "চাতকৈর্নিষ্পতদ্ভিঃ" বাক্যের পাঠান্তর প্রদত্ত হইয়াছে "চাতকৈর্ন্ঃ পতদ্ভিঃ"। এই পাঠান্তরের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। ইহাতে যে অর্থবোধ হয় তাহাতে আমরা বুঝি যে পাখীগুলা অগবিবর হইতে আমাদের (রথের) দিকে উড়িয়া আসিতেছে। "নিষ্পতদ্ভিঃ" শব্দের অর্থ বুঝায় নিষ্ক্রান্ত হইতেছে

* Pischel, R., Edited by, Kalidasa's Cakuntala, the Bengali recension with critical notes (1877), p. 150.

অর্থাৎ পাখীগুলা অগবিবর মধ্য হইতে নির্গত হইতেছে, কিন্তু "নঃ পতদ্ভিঃ" পাঠে পাখীগুলার আচরণ অন্যরূপ বুঝায় অর্থাৎ অগবিবরের দিক হইতে তাহারা আমাদের দিকে (রথাভিমুখে) উৎপতিত হইতেছে। "অগবিবরেভ্যঃ" শব্দের ব্যাখ্যা * পাওয়া যায় "স্বনীড়ীভূত পর্ব্বতবিবরেভ্যঃ নির্গতৈশ্চাতকৈঃ"। দেখা যাইতেছে টীকাকারগণ চাতকের পর্ব্বতবিবরে নীড় আছে এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই কল্পনার ভিত্তি কোথায়? মহাকবির শ্লোকে চাতকের উৎপতনের কথা ছাড়া অপর কিছু বলা হয় নাই। অতএব নীড়ের কল্পনা যে অমূলক ইহা জোর করিয়া বলা চলে। যাঁহারা † "অগবিবরেভ্যঃ" শব্দের ব্যাখ্যায় "শৈলরন্ধ্রেভ্যঃ" লিখিয়াছেন তাঁহারা এইরূপ ভুল করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা বাস্তব পক্ষিজীবনের দিক হইতে সেই শব্দের অর্থ বিশেষ করিয়া তলাইয়া দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। এইখানে আমি পাঠকপাঠিকাকে মেঘদূতবর্ণিত ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের কথা স্মরণ করাইতে চাই। এই রন্ধ্রটি কোনও ক্ষুদ্র ছিদ্র বুঝায় না যথায় কোনও বিশিষ্ট পক্ষীর নীড়নির্ম্মাণের সম্ভাবনা থাকে; ইহা পর্ব্বতমধ্যবর্ত্তী অনুন্নত মুক্ত পথ যদ্দ্বারা পর্ব্বত অতিক্রমণের সুবিধা হয়। রন্ধ্রমধ্যে বিশাল ও অত্যুচ্চ শৈলশিখর প্রায় দেখা যায় না, তজ্জন্য এই পথ দিয়া বহু যাযাবর বিহঙ্গের প্রব্রজন হইয়া থাকে

* শ্রীপ্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য কৃত বিষমপদব্যাখ্যাসমেতম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (১৭৮৩ শকাব্দ), ১৩৮ পৃষ্ঠা।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার বিরচিত অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (১৯২৩), ২০৫ পৃষ্ঠা।

† শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য বিরচিত অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (১৮২৪ শকাব্দ), ২৯৩ পৃষ্ঠা।

পূর্ব্বে * এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। এই রন্ধ্রপথ স্থানবিশেষে ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ অথবা স্বল্পপরিসর কিম্বা বিশেষভাবে সঙ্কীর্ণ হয়। সঙ্কীর্ণ বা স্বল্পপরিসর রন্ধ্রপথের দুই প্রান্ত মুক্ত না হইতে পারে, তখন তাহার মধ্য দিয়া পর্ব্বত অতিক্রম করা চলে না; এরূপস্থলে রন্ধ্রটি পর্ব্বতগাত্রে বৃহৎ বিবরের মত দেখায়। ইহার আপেক্ষিক অনুন্নতি এইরূপ রন্ধ্রের বিশেষত্ব। এই জায়গার নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া এবং ঝড়বৃষ্টি হইতে সংরক্ষিত আবেষ্টন পক্ষিজীবনের অত্যন্ত অনুকূল। শ্লোকোক্ত অগবিবর অর্থে এইরূপ শৈলরন্ধ্র বলিয়া ব্যাখ্যা দেওয়া সমীচীন মনে হয়; কিন্তু সেই শৈলরন্ধ্রমধ্যে চাতকের নীড় আছে এইরূপ ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত বটেই, অধিকন্তু দোষাবহ। চাতককে cuckooবংশের Clamator jacobinus (Bodd.) বিহঙ্গ বলিয়া সনাক্ত করিবার পক্ষে ইতঃপূর্ব্বে যে সমস্ত যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছি তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অন্তরায় দেখা যায় না। নাট্যোল্লিখিত চাতকব্রত সম্বন্ধে মহাকবির ভাষার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া উক্ত cuckooবিশেষের প্রকৃতির সঙ্গে সেই চাতকব্রতের মিল অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে যে মেঘদূতের পরিচয়ে তাহাকে অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুর বলিলে সন্দেহের কারণ ঘটে তৎসম্বন্ধে আলোচনায় আমি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে পাখীটার চতুরতা বর্ষাকালে তাহার মুখরতায় এবং সাময়িক চাঞ্চল্যে প্রকাশ পায় মাত্র। এইখানে বলা আবশ্যক যে

* ১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মেঘদূতের কোন কোন সংস্করণে * "অম্ভোবিন্দুগ্রহণরভসান্" এই পাঠান্তর দেখা যায়; তাহাতেও কিন্তু সেই সন্দেহের নিরাকরণ হয় না, যেহেতু এস্থলেও পাখীটার প্রাকারান্তরে মেঘের নিকট হইতে জলবিন্দু আহরণের অভ্যাস সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাইতেছি। এইরূপ ইঙ্গিত কিন্তু কালিদাসসাহিত্যের আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরন্তু শরদ্‌ঘনসন্দর্শনে চাতকের ভিন্ন আচরণের যে পরিচয় কালিদাস রঘুবংশের মধ্যে দিয়াছেন তাহাতে অম্ভোবিন্দু ব্যতীত অন্য কোনও বারি সে তৃষ্ণানিবারণের জন্য গ্রহণ করে না এরূপ সংস্কার নির্ব্বিচারে তাঁহার চিত্তে স্থান পাইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। শ্লোকোক্ত বিহঙ্গপ্রকৃতির সঙ্গতি বা অসঙ্গতির কথা মেঘদূতের টীকাকারগণ ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন কি না জানি না, তবে মল্লিনাথ সমগ্র শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত † বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের ফল আর যাহাই হউক, চাতকপ্রকৃতির অসঙ্গত উক্তির জন্য আর কালিদাসকে দায়ী করা চলে না। নিসর্গ-চরিত্রাঙ্কনে যাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা অসত্যের প্রশ্রয় দেয় নাই, কালিদাস-সাহিত্যের স্তরে স্তরে যে সমস্ত গাছপালা, ফলফুল, জীবজন্তু, সরিদরণ্য স্ব স্ব আবেষ্টনে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায় কোথাও তাহাদের অসঙ্গত পরিকল্পনা হয় নাই, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়াও সেই চিত্রকে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের অবিকল প্রতিকৃতি বলিয়া গ্রহণ করা চলে, তখন মাত্র একটি শ্লোকের আশ্রয় লইয়া

* কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব সম্পাদিত মেঘদূতম্, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮৮৩), ১৭ পৃষ্ঠা।

† Hultzsch, E., Kalidasa's Meghaduta (1911), P. 60.

কালিদাসের নিসর্গচরিত্রাঙ্কন মিথ্যা প্রতিপন্ন করা চলে না। কাযেই শ্লোকের রচয়িতা সম্বন্ধে আমাদের দ্বিধা উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নয়। টীকাকার মল্লিনাথ সেই দ্বিধা নির্ম্মূল করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এইমাত্র cuckoo-বংশের যে বিহঙ্গটির আলোচনা করিতেছিলাম বিশেষভাবে তাহার বর্ষার সহিত সম্বন্ধ আছে এবং জলবহুল সরস আবেষ্টনের সঙ্গেও তাহার সম্পর্ক বেশ বুঝা যায় একথা মেঘদূতপ্রসঙ্গে * বলিয়াছি। খাদ্যসংগ্রহের নিমিত্ত ভূমির নিকটে তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত থাকে বটে, আকাশমার্গে মেঘমণ্ডলে তাহার বিচরণপ্রয়াসও পক্ষিতত্ত্ববিদের অগোচর নয়। শকুন্তলানাটকের উদ্ধৃত শ্লোকে "চাতকৈঃ" শব্দ দেখা যায়, ইহাতে বুঝায় যে একাধিক বিহঙ্গ উৎপতনশীল অবস্থায় লক্ষিত হইতেছে। Clamator jacobinus (Bodd.) বিহঙ্গেরও এইরূপ স্বভাবের পরিচয় পূর্ব্বে † উল্লেখ করিয়াছি। বর্ষায় মেঘমণ্ডলের মধ্য হইতে ইহার কাকলি প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়, তখন উর্দ্ধে আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে কয়েকটা পাখী একসঙ্গে উড়িতে উড়িতে দু'একটা স্ত্রীপক্ষীর পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। নাটকে পার্ব্বত্য পরিবেষ্টনীর মধ্যে মনুষ্যলোকের বাহিরে মেঘপদবীতে চাতকের যে উল্লেখ হইয়াছে সেই চাতকপ্রকৃতি পূর্ব্বোক্ত cuckooবংশের বিহঙ্গে লক্ষ্য করা গিয়াছে। পক্ষিতত্ত্ববিৎ মিঃ হুইস্‌লার ‡ লিখিয়াছেন—"In India

* ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 250.

it is found throughout the plains and hills alike, and in the Outer Himalayas extends up to about 8000 feet." মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার * উল্লেখ করিয়াছেন—"the Everest Expedition obtained one specimen at 14,000 feet in Tibet, and Babault obtained a second at Rotung, Lahul, at about 12,000 feet." অতএব Clamator jacobinus (Bodd.) বিহঙ্গটির এইরূপ সাগরপৃষ্ঠ হইতে উর্দ্ধে অত্যুচ্চ শৈলমধ্যে অবস্থিতি, তাহার বর্ষার সহিত সম্বন্ধ, ভারতের উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত † তাহার নাম, ঋতুবিশেষে তাহার মুখরতা ও চাঞ্চল্য, ছোটখাটো দল লইয়া মেঘমণ্ডলে তাহার পরিভ্রমণ ইত্যাদি লক্ষণগুলি বিশেষরূপে বিচার করিয়া তাহাকে চাতক বলিয়া সাব্যস্ত করা চলে। এই সিদ্ধান্তের ফলে দাঁড়াইল এই যে মহাকবিবর্ণিত চাতক cuckoo বা পরভৃতবিশেষ। সেই পরভৃতবিশেষের শৈলবিবরে নীড়ের পরিকল্পনা নিতান্ত দোষাবহ, কারণ পরভৃতের স্বভাব নয় স্বীয় নীড় রচনা করা কিম্বা স্বরচিত নীড়ে অণ্ডপ্রসব ও শাবকোৎপাদন করা; পূর্ব্বে এসম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। নাটকোল্লিখিত শ্লোকের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া শুধু যে এদেশের টীকাকারগণ ভুল করিয়াছেন এমন নহে, বিদেশীয় সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মহামতি স্যার উইলিয়ম জোন্সের

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. IV (1927), p. 169.

† ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অনুবাদে * দেখা যায়—"and I now see the warbling Chátacas descend from their nests on the summits of mountains." আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহারা চাতককে cuckooবিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই cuckooবিশেষের অগবিবরে নীড়ের পরিকল্পনায় কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। বিহঙ্গজীবনের প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই যে তাহার কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* 'Sacontalá or The Fatal Ring'.—The Works of Sir William Jones, Vol. VI (1799), p. 299.

৩

সারস, কারণ্ডব, শুক ও পারাবত

মহাকবির কাব্যসাহিত্যের মধ্যে মুখ্যভাবে যে সারসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় লাভ হইয়াছিল কালিদাসের নাটকে তাহার সম্বন্ধে যৎসামান্য ইঙ্গিত হইয়াছে মাত্র। সারস যে পরিপ্লব বিহঙ্গ তাহা রঘুবংশের আলোচনায় * দেখিয়াছি। মেঘদূতপ্রসঙ্গে † যখন শিপ্রাতটে তাহার মদকলকূজিত আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল তখন হয় তো নদীর সহিত বিহঙ্গটির নিবিড় সম্পর্ক আমাদের চক্ষে বড় করিয়া পড়ে নাই; সেই সম্পর্কের কথা কিন্তু রঘুবংশের ‡ মধ্যে বিশেষ করিয়া পাওয়া যায়। ঋতুসংহারেও § এ সন্ধান মিলে, কিন্তু প্রকৃতিপটে শরতের যে আবেষ্টনে তাহার চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়

* ১৩৮-১৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ ১৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

§ ৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তথায় মাত্র একা তাহার সন্নিবেশ হয় নাই, আরও কতকগুলি বিহঙ্গ সারসের সঙ্গী হিসাবে তথায় সমুপস্থিত। সব বিহঙ্গগুলি কিন্তু জলচারী, অথচ সমজাতীয় নহে। পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে এইরূপ সমাবেশকে bird association বলা যাইতে পারে; তা' বলিয়া কিন্তু সব সময়েই এবং সকল অবস্থাতেই যে সারস এই সমস্ত সঙ্গী লইয়া বিচরণ করে এমন নহে। তাই মহাকবির বর্ণনাগুলির মধ্যে হয় তো কোথাও হংসকারণ্ডবের সঙ্গে তাহাকে একত্র চিত্রিত দেখিতে পাই, কোথাও বা মাত্র একা সারসের সন্নিবেশ লক্ষ্য করিয়া থাকি। কালিদাসের নাটকমধ্যেও সারস ও কারণ্ডবকে দেখা যায় বটে, কিন্তু একই আবেষ্টনে সহচর হিসাবে নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সারসের দৃশ্য এক্ষেত্রে মুখ্যভাবে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হয় না। তাহার সম্বন্ধে মাত্র যে ইঙ্গিত দেখা যায় তাহা বুঝিতে হইলে মালবিকাগ্নিমিত্রের শ্লোকটি উদ্ধৃত করা আবশ্যক;—

त्वदुपलभ्य समीपगतां प्रियां
हृदयमुच्छ्वसितं मम जीवितुं ।
तरुवृतां पथिकस्य जलार्थिनः
सरितमारसितादिव सारसात् ॥

বয়স্যমুখে মালবিকার উপস্থিতির সংবাদ শুনিয়া বিরহার্ত্ত রাজা এইরূপ উক্তি করিলেন—"সারসের উচ্চ স্বরে জলার্থী পথিকের চিত্তে

বোম্বাই ন্যাচেরল হিস্ট্রি সোসাইটির অনুমতিক্রমে

সারস

তরুবৃত সরিতের চিত্র আনন্দ জাগায়, সেইরূপ তোমার এই সংবাদ আমার মনে উৎফুল্লতা আনয়ন করিল।"

শ্লোকপ্রদত্ত বিবরণে সারসের চাক্ষুষ পরিচয় পাওয়া যায় না, মাত্র তাহার উচ্চ কণ্ঠস্বরের উল্লেখ দেখা যায়। সেই উল্লেখের সঙ্গে তরুসমাবৃত নদীর অবস্থিতির ইঙ্গিত আমরা দেখিতে পাই। নদী ও জলাশয়ের সঙ্গে সারসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আলোচনা পূর্ব্বে আমরা করিয়াছি। এখন যে ইঙ্গিত পাইতেছি তাহাতে এই সম্পর্কের কথা বুঝিতে পারিতেছি। বিশেষ করিয়া এই প্রসঙ্গের পুনরালোচনার প্রয়োজন দেখি না।

নাটকচিত্রে কারণ্ডবের সন্নিবেশ দেখিতে পাই সারসের সঙ্গী হিসাবে নয়, স্বতন্ত্রভাবে মধ্যাহ্নের আতপতপ্ত সলিলাবেষ্টনে,—

तप्तं वारि विहाय तीरनलिनीं कारण्डवः सेवते ।

কারণ্ডবের যে পরিচয় এখানে হয় তাহাতে তাহার জলচারিত্বের ছবি বিশেষ করিয়া আমাদের চোখে পড়ে। আমরা দেখি এই বিহঙ্গ দ্বিপ্রহরে জলাশয়ের তপ্ত বারি ত্যাগ করিয়া আশ্রয়ান্তর গ্রহণে রত হইয়াছে। এই আশ্রয়ান্তর হইতেছে তীরনলিনী। যেহেতু জল ব্যতীত শুষ্ক ডাঙ্গায় জলজ লতাপদ্ম জন্মাইতে পারে না, শ্লোকোক্ত বিবরণে সুতরাং এমন স্থানের নির্দ্দেশ হয় যেখানে জলাশয়তীরের জলরাশি নলিনীসমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। পদ্মসমাকুল লতাগুল্মপরিবেষ্টিত এই তীরভাগের জলরাশির আপেক্ষিক

শৈত্য লক্ষ্য করিয়া তথায় কারণ্ডব এখন আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে; এতক্ষণ সে হয় তো জলাশয়ের অনাবৃত জলভাগে আহার্য্যসন্ধানে রত ছিল, মধ্যাহ্নের আতপতাপে সেই জলভাগ এত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে যে এখন বাধ্য হইয়া তাহাকে তাহা ত্যাগ করিতে হইতেছে।

কারণ্ডবের স্বরূপনির্ণয়ের আলোচনা বিশদভাবে ঋতুসংহার-প্রসঙ্গে * আমি করিয়াছি এবং সেই আলোচনার ফলে কারণ্ডব যে জলকুক্কুট তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সাধারণ ইংরাজের নিকট সে coot বলিয়া পরিচিত; তাহার বৈজ্ঞানিক নাম Fulica a. atra Linn.। লতাপাতাবিহীন অনাবৃত জলরাশির মধ্যে সাধারণতঃ এই বিহঙ্গের বিহার করিবার অভ্যাস দেখা যায়, তৎসম্বন্ধে বিদেশী পক্ষিতত্ত্ববিদের † পর্য্যবেক্ষণ এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—"In ordinary jheels it will always be found out in the open water"। এইরূপ জলভাগ সে যে সহসা পরিত্যাগ করিতে চায় না তাহা সহজে অনুমেয়। তবে নাটকচিত্রে তাহাকে যে বারি ত্যাগ করিয়া তীরনলিনীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিতে পাই তাহার কারণও সহজে অনুমান করা চলে। অনাবৃত জলভাগ এবং আবৃত তীরভাগের জলরাশির আপেক্ষিক উষ্ণতা এবং শৈত্য বিচার করিয়া কারণ্ডবের আচরণে বিস্মিত হইবার কারণ দেখা যায় না; বাধ্য হইয়া তাহাকে দ্বিপ্রহরে

* ৯৫-১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† Whistler, H., Popular Handbook of Indian Birds (1928), p. 339.

ছায়াশীতল স্থানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি তাহার এরূপ ক্ষেত্রে স্থানত্যাগ ভিন্ন বাস্তবিকই গত্যন্তর নাই তবে শ্লোকোক্ত তীরনলিনী শব্দ ভিন্নার্থ-বোধক ধরিয়া লইয়া বিহঙ্গটির ডাঙ্গার উপরে লতাগুল্মের ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণের কল্পনা করা চলে না কি। প্রত্যুত্তরে বলা যায় coot বা কারণ্ডবকে যে ডাঙ্গার উপরে বিচরণ করিতে দেখা যায় না এমন নহে। বাস্তবিক পক্ষিতত্ত্বজিজ্ঞাসায় coot-এর স্বভাব সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে প্লাবিত শস্যক্ষেত্রে তাহাকে কখনও কখনও আহার্য্যসংগ্রহের নিমিত্ত বিচরণ করিতে হয় বটে; কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কালে কিম্বা অতি প্রত্যূষে ভিন্ন দিবসের অন্য সময়ে তাহার এইরূপ বিচরণ পক্ষিতত্ত্ববিদের নয়নগোচর হয় নাই। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার * লিখিয়াছেন—"They spend nearly all the daytime swimming in the open water"। অতএব দ্বিপ্রহরে বারিরাশি পরিত্যাগ করিয়া ডাঙ্গার উপরে কারণ্ডবের আগমনের কি কারণ থাকিতে পারে? এমন সময়ে ডাঙ্গার উষ্ণতা নিশ্চয়ই জলরাশি অপেক্ষা ন্যূন নহে। তরুমূলে কারণ্ডবের অবস্থান পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে স্বীকার করা কঠিন। তাহার খাদ্যসংগ্রহের জন্যও ডাঙ্গার উপরে আগমনের এখন প্রশস্ত সময় নয়।

* **Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. VI. (1929), p. 35.**

কারণ্ডবকে ছাড়িয়া এখন শুকের কথা পাড়িব। বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে তাহার পরিচয় পাই,—

क्रीडावेश्मनि चैष पञ्जरशुकः क्लान्तो जलं याचते ।

এ পরিচয়ে তাহার পঞ্জরশুক বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে। পিঞ্জরমধ্যে তৃষ্ণার্ত্ত বিহঙ্গটির মুখরতার পরিচয় আমরা এখানে পাইতেছি। পূর্ব্বে * এই গৃহপালিত বিহঙ্গের অনুকরণপটুত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় যাহা বলা হইয়াছে তদতিরিক্ত বিশেষ কিছু নূতন তথ্যের অবতারণা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। তবে নাটকের মধ্যে শুকের আরও পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা এখন উদ্ধৃত করা আবশ্যক,—

राजा—(त्रिपदिकया परिक्रम्यावलोक्य च सहर्षम् ।) उपलब्धमुपलक्षणं येन तस्याः कोपनाया मार्गोऽनुमीयते ।

हृतोष्ठरागैर्नयनोदबिन्दुभि-
र्निमग्ननाभेर्निपतद्भिरङ्कितम् ।
च्युतं रुषा भिन्नगतेरसंशयं
शुकोदरश्याममिदं स्तनांशुकम् ॥

भवतु । आश्वासये तावत् । (परिक्रम्य विभाव्य च सास्रम् ।) कथं सेन्द्रगोपं नवशाद्वलमिदम् । तत्कुतोऽस्मिन्विपिने प्रियाप्रवृत्तिमागमयेयम् ।

* ১৭৬-১৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সারস, কারণ্ডব, শুক ও পারাবত

বিরহাতুর পুরুরবার প্রলাপ ও উদ্‌ভ্রান্ত গতির দৃশ্য নাটকের উদ্ধৃতাংশ হইতে আমরা দেখিতে পাই বটে, কিন্তু রাজার উন্মত্ত আচরণের মধ্যে যে ভুলভ্রান্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহা আদৌ মনুষ্যোচিত নয় এমন বলা যায় না। উদ্ধৃত পাঠে আমরা দেখিতে পাই যে সেন্দ্রগোপ নবশাদ্বল দেখিয়া রাজার চিত্তে উর্ব্বশীর পরিত্যক্ত অশ্রুসিক্ত হৃতৌষ্ঠরাগাঙ্কিত শুকোদরশ্যাম স্তনাংশুক বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হইল। এখানে শুকপক্ষীর উদরের শ্যামবর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়। শকুন্তলা নাটকেও পুনরায় ইহার উল্লেখ হইয়াছে—

প্রিয়ংবদা—ইমস্সিং সুঅোদরসুউমারে ণলিণীপত্তে ণহেহিং ণিক্খিত্তবণ্ণং করেহি।

মুগ্ধা শকুন্তলার মনোভাব দুষ্মন্তের নিকট জ্ঞাপন কি উপায়ে করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে সখীদ্বয় পরামর্শ করিতেছেন। প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে প্রণয়পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে এই পত্রকে তিনি পুষ্পে ঢাকিয়া দেবতাপ্রসাদচ্ছলে রাজার হস্তে দিবেন। প্রত্যুত্তরে শকুন্তলা বলিলেন যে তিনি কি লিখিবেন তাহা স্থির করিয়াছেন, লেখার উপকরণ পাইলে লিখিতে পারেন। প্রিয়ম্বদা বলিলেন—"এই শুকোদরসুকুমার নলিনীপত্রে আপনার নখ দিয়া লিখিয়া ফেল"।

নাটকদ্বয়ে শুকপক্ষীর যে বর্ণের বিবৃতি হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের * উক্তি উদ্ধৃত করা

* Finn, F., The World's Birds (1908), p. 89.

আবশ্যক—"the prevailing colour is grass or leaf-green" অর্থাৎ প্রধানতঃ বর্ণ তৃণের মত কিম্বা পত্রের মত সবুজ। এখন কবির বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া লইলে পাঠকের বুঝিতে কষ্ট হয় না যে এই grass-green আর শ্যামল শাদ্বলে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; আবার সুকুমার নলিনীপত্র যে leaf-green পাখীটির উদরকে স্মরণ করাইয়া দিবে ইহা আর বিচিত্র কি?

শকুন্তলা নাটকে এই বিহঙ্গ সম্বন্ধে আরও কিছু পরিচয় লাভ হয়—

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা-
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ॥

তপোবনদৃশ্যের বর্ণনা রাজা দুষ্মন্তের মুখে যেরূপ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে বৃক্ষকোটরের মধ্যে শুকের অবস্থিতির বিবৃতি দেখা যায়; সঙ্গে সঙ্গে এই বিহঙ্গের আহার্য্য হিসাবে নীবারশস্যের উল্লেখ হইয়াছে; এই নীবারশস্য শুকমুখভ্রষ্ট হইয়া তরুমূলে পতিত রহিয়াছে।

তপোবনদৃশ্যে শুকবিহঙ্গের উপস্থিতির চিত্র অনিবার্য্য একথা বোধ করি ভারতবাসীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেকার * লিখিয়াছেন—"This is the most widely-

* Fauna of British India, Birds, Second Edition, Vol. IV (1927), p. 203.

spread and best known of all our Indian Paroquets, being common in all open, well-wooded country round about towns, villages and cultivation." ভারতবর্ষের মধ্যে যে পাখীর বিহারভূমি এত বিস্তৃত, বনে জঙ্গলে, গ্রামাভ্যন্তরে, নগরসান্নিধ্যে, কৃষিক্ষেত্রের চতুঃপার্শ্বে যাহাকে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, হিংসাদ্বেষবিহীন তপোবনাবেষ্টনের মধ্যে তাহার অবস্থিতি লক্ষ্য করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। নাট্যোল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে তপোবনমধ্যে অথবা তপোবনসামীপ্যে কৃষিক্ষেত্র নিশ্চয় অবস্থিত, নতুবা শুকমুখে নীবারশস্যের আহরণের উল্লেখ হইত না। শস্য যে শুকের বিশিষ্ট আহার তাহা বলা বাহুল্য মাত্র, তবে তরুমূলে বিক্ষিপ্ত নীবারশস্যের সেই উল্লেখে শুকের স্বভাবের সন্ধান লাভ হয়। নীড়রচনার জন্য বৃক্ষকোটরে শুক নীবারশস্য আনয়ন করে নাই একথা পক্ষিতত্ত্ববিৎ অসঙ্কোচে বলিতে পারেন, যেহেতু সে খড়কুটা সাহায্যে বাসা রচনা করে না, তরুকোটরই তাহার নীড় ও ডিম্বাধার। তবে শস্য আনয়নের প্রয়োজন কি? আহার্য্য হিসাবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই শস্য শুকের মুখ হইতে ছড়াইয়া পড়িল কেন? ইহার সদুত্তর দিতে হইলে তাহার দুষ্ট প্রকৃতির প্রতি কটাক্ষ না করিয়া থাকা যায় না। শুক যে মানুষের একটি প্রধান ঈতি বলিয়া গণ্য হয়,—

অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ মূষিকাঃ শলভাঃ শুকাঃ
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ।

তৎসম্বন্ধে পক্ষিতত্ত্ববিদের যথেষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। মিঃ ফিন * বলেন—"They are often extremely destructive to grain and fruit crops." তিনি আরও † লিখিয়াছেন—"Parrots are usually not only non-provident, but, like monkeys, wantonly wasteful, * * with this suicidal tendency to squander their supplies."

শুককে ছাড়িয়া পারাবতের পরিচয় মহাকবির নাটকাবলীর মধ্যে কি পাওয়া যায় তাহা এখন দেখা আবশ্যক। মেঘদূত-প্রসঙ্গে ‡ আমরা ভবনবলভিতে যে সুপ্ত পারাবতের সন্ধান পাইয়াছিলাম বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে দিবাবসানে প্রাসাদগবাক্ষে পুনরায় তাহার সাক্ষাৎলাভ করি,—

ধূপৈর্জালবিনিঃসৃতৈর্বলভয়ঃ সংদিগ্ধপারাবতাঃ।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে পারাবতগুলির সুপ্তি ও বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিতেছে, গবাক্ষজালবিনিঃসৃত ধূপই তাহার কারণ। নাটকচিত্রে দেখা যায় তাহারা এইজন্য সন্দিগ্ধভাব ধারণ করিয়াছে।

* The World's Birds (1908), p. 91.
† Bird Behaviour, p. 311.
‡ ৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মালবিকাগ্নিমিত্রেও সৌধবলভিপ্রিয় পারাবতের উল্লেখ দেখা যায়,—

सौधान्यत्यर्थतापाद्वलभिपरिचयद्वेषिपारावतानि ।

মধ্যাহ্নের আতপতাপে অতিশয় উত্তপ্ত সৌধবলভির প্রতি পারাবতগুলার দ্বেষ লক্ষিত হইতেছে।

পারাবতের রাত্রিযাপনের অভ্যাস সম্বন্ধে পূর্ব্বে * আলোচনা করিয়াছি। সে যে দল বাঁধিয়া মানবাবাসে বিশেষতঃ অট্টালিকায় সন্ধ্যাকালে আশ্রয় গ্রহণ করে তাহা লোকচক্ষুর অগোচর নয়। মানবাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও এই পারাবত যে বনবিহঙ্গ, পোষা পাখী নয় ইহা সহজে অনুমেয়। মানবপালিত গৃহকপোতের উল্লেখও এই নাটকমধ্যে দেখা যায়,—

बन्धणब्भट्ठो गेहकवोदओ बिडालिआए आलोए पडिदो ।

বন্ধনভ্রষ্ট বিড়ালীর দৃষ্টিপথে নিপতিত গৃহকপোতের দশার ইঙ্গিত নাটকের এই পরিচয়ে পাওয়া যায়।

* ৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪

ময়ূর, গৃধ্র ও কুররী

কালিদাসের কাব্যসাহিত্যে ময়ূরকে এত বেশী দেখিতে পাওয়া যায় যে মেঘদূতেই বলুন আর মালবিকাগ্নিমিত্রেই বলুন কোথাও তাহাকে অন্বেষণ করিবার আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। আসন্ন বর্ষায় মুক্ত প্রকৃতির অঙ্গনে তাহার লাস্যলীলা ও পর্ব্বতে পর্ব্বতে বিহারভঙ্গীর দৃশ্য বহুবার আমাদের সমক্ষে কবি উপস্থাপিত করিয়াছেন সত্য, নাটকচিত্রে ময়ূরকে আবার নূতন পরিবেষ্টনীর মধ্যে দেখিবার সুযোগ তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন। মহাকবির বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র ও অভিজ্ঞানশকুন্তল হইতে সেই চিত্র এখন উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি। ঋতুবিশেষে অথবা ঋতুভেদে শিখীচরিত্রের প্রসঙ্গ যদিও এই চিত্রে মুখ্যভাবে অথবা বিশদরূপে তোলা হয় নাই, দিবসের মধ্যে নানা ক্ষণ অথবা

প্রহরে বিহঙ্গটির আচরণের চিত্র বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে দেওয়া হইয়াছে ;—

उष्णार्त्तः शिशिरे निषीदति तरोर्मूलालवाले शिखी

ইহা মধ্যাহ্নের বর্ণনা ; বিদূষক রাজাকে স্মরণ করাইতেছেন যে স্নানভোজনের সময় হইয়াছে। উর্দ্ধে চাহিয়া রাজা বলিলেন— তাই তো, অর্দ্ধদিবস অতীত ; উষ্ণার্ত্ত শিখী তরুমূলে স্নিগ্ধ আলবালে শায়িত রহিয়াছে।

মালবিকাগ্নিমিত্রের মধ্যাহ্নবর্ণনায় আমরা দেখি—

बिन्दूत्क्षेपान्पिपासुः परिसरति शिखी भ्रान्तिमद्वारियन्त्रम् ।

পূর্ব্ব চিত্রে যে উষ্ণার্ত্ত শিখী স্নিগ্ধ আর্দ্র ভূমিতলে তরুর ছায়ায় শয়ান ছিল, এখন এই দৃশ্যে সে এত পিপাসার্ত্ত যে ঘূর্ণ্যমান জলযন্ত্রোৎক্ষিপ্ত বারিকণার দিকে ধাবিত হইতেছে।

দিবাবসানে আসন্ন সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদের মধ্যে শিখীচরিত্রের পরিচয় বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে দেখা যায়,—

उत्कीर्णा इव वासयष्टिषु निशानिद्रालसा बर्हिणः ।

বাসযষ্টিগুলির উপরে নিশানিদ্রালস বর্হী চিত্রার্পিতের ন্যায় দেখা যাইতেছে।

বর্ষার বারিধারাবর্ষণের মধ্যে শৈলতটস্থলীর পাষাণের উপরে

নাটকচিত্রে যখন নীলকণ্ঠ ময়ূরের দর্শনলাভ হয় তখন কবির বর্ণনা এইরূপ—

বিদ্যুল্লেখাকনকরুচিরং শ্রীবিতানং মমাভ্রং
ব্যাধূয়ন্তে নিচুলতরুভির্মঞ্জরীচামরাণি ।
ঘর্মচ্ছেদাৎপটুতরগিরো বন্দিনো নীলকণ্ঠা
ধারাসারোপনয়নপরা নৈগমাশ্চাম্বুবাহাঃ ॥

বিদ্যুল্লেখাযুক্ত কণকরুচির মেঘসন্দর্শনে নীলকণ্ঠ ময়ূরের বন্দনা গান আরম্ভ হইয়াছে; সে আকাশে মেঘের পানে তাকাইয়া উন্নতকণ্ঠে কেকা রব করিতেছে, প্রবল পুরোবাতে তাহার পুচ্ছ কম্পিত হইতেছে।

উর্ব্বশীবিরহে উন্মত্ত রাজা এমন সময়ে বিহঙ্গটিকে দেখিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

নীলকণ্ঠ মমোৎকণ্ঠা বনেঽস্মিন্ বনিতা ত্বয়া ।
দীর্ঘাপাঙ্গা সিতাপাঙ্গ দৃষ্টা দৃষ্টিক্ষমা ভবেৎ ॥

হে শুক্লাপাঙ্গ নীলকণ্ঠ ময়ূর! তুমি কি আমার দীর্ঘাপাঙ্গ বণিতাকে—আমার মূর্ত্তিমতী উৎকণ্ঠারূপিনী প্রিয়াকে দেখিয়াছ?

নাটকবর্ণিত এই শেষোক্ত দৃশ্যের সঙ্গে পূর্ব্বোদ্ধৃত চিত্রগুলির তুলনা করিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় যে মানুষের সঙ্গে ময়ূরের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায় যাহাতে রাজোদ্যানে অথবা রাজপ্রাসাদের মধ্যে স্বচ্ছন্দবিচরণশীল শিখীকে প্রকৃতির ক্রোড়ে

লালিত বিহঙ্গ হইতে কোনও অংশে পৃথক বিবেচনা করা চলে না।

বিক্রমোর্ব্বশীর পূর্ব্বোদ্ধৃত বনানী দৃশ্যে যে নীলকণ্ঠ ময়ূর মেঘশ্যাম অন্তরীক্ষের প্রতি তাকাইয়া কেকারব করিতেছে তাহার সহিত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের মৃদঙ্গবাদ্যে জীমূতস্তনিতবিশঙ্কিত প্রাসাদ-ময়ূরের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে উভয় চিত্রই অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছে। শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলাম—

जीमूतस्तनितविशङ्किभिर्मयूरै-
रुद्ग्रीवैरनुगमितस्य पुष्करस्य ।
निर्ह्रादिन्युपहितमध्यमस्वरोत्था
मायूरी मदयति मार्जना मनांसि ॥

মেঘগর্জ্জন বা মেঘসদৃশ মৃদঙ্গগর্জ্জন শিখিচরিত্রে এক অব্যক্ত উত্তেজনা আনয়ন করে; তাহার ফলে ঘন ঘন কেকারব শোনা যায়।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে যে তপোবনের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে তথায় ময়ূরের দর্শনলাভ স্বাভাবিক; সে চিত্রে ময়ূর নৃত্যপরায়ণ নয়;—

उग्गलिअदब्भकवला मिआ परिच्चत्तणच्चणा मोरा ।

সে যেন শকুন্তলার আসন্ন বিরহে আশ্রমবাসীদের সঙ্গে সমদুঃখভাগী। এই আশ্রম বা মানবাবাসবর্দ্ধিত শিখী যে মানুষের

সঙ্গে মিশিয়া নির্ভীকচিত্তে তাহার স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করিতে অনেক সময় সাহসী হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? এ অবস্থায় বালকের অঙ্কে শিখণ্ডকণ্ডূয়নে সুখবোধ করিয়া শিখীর নিদ্রা যাওয়ার দৃশ্য যে আমরা বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে দেখিতে পাই,—

যঃ সুপ্তবান্মদঙ্কে শিখণ্ডকণ্ডূয়নোপলব্ধসুখঃ ।
তং মে জাতকলাপং প্রেষয় শিতিকণ্ঠকং শিখিনম্ ॥

তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করা চলে না। এই গৃহনীলকণ্ঠ বনানী পরিত্যাগ করিয়া মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদশিখরে আরোহণ করে তাহার উল্লেখ যে অভিজ্ঞানশকুন্তলে হইয়াছে,—

তস্যাগ্রভাগাদ্গৃহনীলকণ্ঠৈরনেকবিশ্রামবিলঙ্ঘ্য শৃঙ্গাত্ ।

তাহাতেও বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

মানুষের সঙ্গে ময়ূরের সম্বন্ধ দেখা গেলেও বাস্তব পক্ষিজীবনের কোনও ব্যতিক্রম মহাকবিবর্ণিত ময়ূরচিত্রে লক্ষিত হয় নাই ইহা পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে আলোচনা করিয়া বলা যাইতে পারে।

ময়ূরের রূপবর্ণনায় "শুক্লাপাঙ্গ", "নীলকণ্ঠ" আখ্যাদ্বয়ের সার্থকতা কি তৎসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা মেঘদূতপ্রসঙ্গে * করিয়াছি। এই আখ্যাদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিশ্চয়রূপে আমরা তাহার জাতিবিচার করিতে পারিয়াছি। সেই প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন আবশ্যক করে না।

* ৪০-৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ময়ূর, গৃধ্র ও কুররী

ময়ূরকে ছাড়িয়া গৃধ্রের কথা পাড়া যাক। বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে তাহার সম্বন্ধে যেরূপ উল্লেখ হইয়াছে তাহা পাঠকসমক্ষে উপস্থাপিত করা আবশ্যক।

हद्धी हद्धी। एसो तलावेन्तपिधाणं णिक्खिविअ णीअमाणो अच्छराविरहिदेण मोलिरअणादाए योइदो मणी आमिससङ्किणा गिद्धेण आक्खित्तो।

*　　*　　*

राजा—वेधक वेधक,

> **आत्मनो वधमाहर्ता क्वासौ विहगतस्करः।**
> **येन तत्प्रथमं स्तेयं गोप्तुरेव गृहे कृतम्॥**

किरातः—एसो अग्गमुहलग्गहेमसुत्तेण मणिणा अणुरज्जअन्तो विअ आआसं भमदि।

राजा—पश्याम्येनम्।

> **असौ मुखालम्बितहेमसूत्रं**
> **बिभ्रन्मणिं मण्डलशीघ्रचारः।**
> **अलातचक्रप्रतिमं विहङ्ग-**
> **स्तद्रागलेखावलयं तनोति॥**

कथय। किं खल्वत्र कर्त्तव्यम्।

विदूषकः—(उपेत्य।) भोः, अलं एत्थ घिणाए। अवराही सासणीओ

राजा—सम्यगाह भवान् । धनुर्धनुस्तावत् ।

परिजनः—जं भट्टा आणवेदि । (इति निष्क्रान्तः ।)

राजा—न दृश्यते हि विहगाधमः ।

विदूषकः—इदोइदो दक्खिणान्तरेण चलिदो सउणिहदासो ।

राजा—(दृष्ट्वा ।) इदानीं

प्रभापल्लवितेनासौ करोति मणिना खगः ।

अशोकस्तबकेनेव दिङ्मुखस्यावतंसकम् ॥

यवनी—(धनुर्हस्ता प्रविश्य ।) भट्टा, एदं ससरं चावम् ।

राजा—किमिदानीं धनुषा । बाणपथातीतः क्रव्यभोजनः । तथाहि ।

आभाति मणिविशेषो दूरमिदानीं पतत्रिणा नीतः ।

नक्तमिव लोहिताङ्गः परुषघनच्छेदसंपृक्तः ॥

आर्य लातव्य ।

कञ्चुकी—आज्ञापयतु देवः ।

राजा—मद्वचनादुच्यन्तां नागरिकाः सायं निवासवृक्षाग्रे विचीयतां विहगाधमः ।

* * *

कञ्चुकी—जयति जयति देवः ।

अनेन निर्भिन्नतनुः स वध्यो ।

रोषेण ते मार्गगतां गतेन ।

प्राप्तापराधोचितमन्तरीक्षा-

त्समौलिरत्नः पतितः पतत्री ॥

*　　*　　*

कञ्चुकी—नामाङ्कितो दृश्यते । नात्र मे वर्णविभावसहा दृष्टिः ।

राजा—तदुपश्लेषय शरं यावन्निरूपयामि ।

*　　*　　*

(वाचयति ।)

उर्वशीसंभवस्यायमैलसूनोर्धनुष्मतः ।

कुमारस्यायुषो बाणः संहर्ता द्विषदायुषाम् ॥

विदूषकः—दिट्ठिआ संताणेण वड्ढदि महाराओ ।

*　　*　　*

कञ्चुकी—(प्रविश्य ।) जयति जयति देवः । देव, च्यवनाश्रमात्कुमारं गृहीत्वा तापसी संप्राप्ता देवं द्रष्टुमिच्छति ।

राजा—उभयमव्यविलम्बितं प्रवेशय ।

*　　*　　*

तापसी—महाराअ, सोमवंसं धारअन्तो होहि । (आत्मगतम् ।) भो, अणाचक्खिदो वि विण्णादो एव्व तस्स राएसिणा आउसो अ ओरसो संबन्धो । (प्रकाशम् ।) जाद, पणम गुरुम् ।

(कुमारो बाष्पगर्भमञ्जलिं बद्ध्वा प्रणमति ।)

राजा—वत्स, आयुष्मान्भव ।

*　　*　　*

राजा—भगवति, किमागमनप्रयोजनम् ।

तापसी—सुणादु महाराओ । एसो दीहाऊ आऊ जादमेत्तो एव्व उव्वसीए किंवि णिमित्तमवेक्खिअ मम हत्थे णासीकिदो ।

জং খত্তিঅস্স কুলীঅস্স জাদকম্মাদিবিহানং তং সে তত্তভবদা অব-
ঘোষ্য সব্বং অণুট্ঠিদম্। গিহীদবিজ্জো ধণুব্বেদে অ বিণীদো।

রাজা—সনাথঃ খলু সংবৃত্তঃ।

তাপসী—অজ্জ ফুল্লসমিধকুসণিমিত্তং ইসিকুমারেহিং সহ
গদেণ হমিণা অস্সমবাসবিরুদ্ধং সমাঅরিদম্।

বিদূষকঃ—কথং বিঘ্ন।

তাপসী—গহীদামিসো কিল গিদ্ধো অস্সমপাদবসিহরে ণিলী-
অমাণো লক্খীকিদো বাণস্স।

নাটকের পঞ্চম অঙ্ক হইতে উদ্ধৃত ঘটনাটি অনুধাবন করিলে
দেখা যায়, যে মণিটি উর্ব্বশীপুরুরবার মিলন ঘটাইয়াছিল, রাজা
তাঁহার বেশ রচনাকালে সেই মণিটি রক্তভালবৃন্তে আচ্ছাদিত করিয়া
রাখিয়াছিলেন; তাহা আমিষভ্রমে একটা গৃধ্র সহসা আকর্ষণপূর্ব্বক
লইয়া প্রস্থান করিল। বিষম গোল উপস্থিত। রাজা অস্থির
হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন,—"সেই বিহগতস্করের অনুসন্ধান কর;
উচ্চে অদূরে মুখাগ্রে চঞ্চুপুটে জ্বলন্ত মণিটি লইয়া সে যে মণ্ডল-
শীঘ্রচার অবস্থায় উড়িতেছে, তাহাকে দণ্ডপ্রদান করাই কর্ত্তব্য,
প্রথমেই যখন সে রক্ষকের গৃহে চুরি করিল। ঐ যে বিহগাধম
দক্ষিণ দিকে চলিয়া যাইতেছে; মণির প্রভায় তাহার কান্তি
ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে দীপ্ত ঔজ্জ্বল্যে যেন বোধ
হইতেছে অশোকস্তবকগুচ্ছে দিগঙ্গনার কর্ণভূষণ রচিত হইয়াছে।
ঐ দেখ! ক্রব্যভোজন গৃধ্র বাণপথ অতিক্রম করিল। এখন আর
শরাসন লইয়া ফল কি?" তিনি নাগরিকগণের প্রতি আদেশ

দিলেন সন্ধ্যার সময় যেন ঐ বিহগাধমের নিবাসবৃক্ষের অন্বেষণ করা হয়। অচিরে সহসা শরবিদ্ধ হইয়া শিরোরত্নের সহিত বিহগতস্কর ভূমিতে নিপতিত হইল। শর পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল ইহা উর্ব্বশীপুরুরবার পুত্র "আয়ুঃ" নামাঙ্কিত। বিস্ময়ের সীমা রহিল না। উর্ব্বশী যে জননী হইয়াছেন ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ অবিদিত। এমন সময়ে মহর্ষি চ্যবনের আশ্রম হইতে একজন তাপসী কুমারের হাত ধরিয়া রাজার নিকট আসিলেন। পরিচয়ান্তে রাজা বুঝিতে পারিলেন যে এই বালকটি আশ্রম পাদপশিখরে নিলীয়মান গৃধ্রকে ভূমিতলে পাতিত করিয়া আশ্রমের পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছে বলিয়া তাহাকে রাজসমীপে প্রেরণ করা হইয়াছে।

নাট্যোল্লিখিত বিবরণে আমরা গৃধ্রের পরিচয় পাইতেছি যে আমিষভ্রমে সে মণিটিকে সহসা আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল; আকাশে যখন তাহাকে উড়িয়া বেড়াইতে দেখা গেল তখন তাহার মুখাগ্রে সেই মণিসংলগ্ন হেমসূত্র ঝুলিতেছিল। তাহার উৎপতন-ভঙ্গীর বিবৃতি পাওয়া যায়,—"মণ্ডলশীঘ্রচার" অর্থাৎ মণ্ডলাকারে দ্রুতবিচরণশীল। মহাকবির এই চিত্রে গৃধ্রের যে উৎপতন আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি পূর্ব্বে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। রঘুবংশকুমারসম্ভবের সমরাবেষ্টনে পরোক্ষে গৃধ্রের উৎপতনের সন্ধান আমরা পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখন নাটকচিত্রে যে দৃশ্য আমাদের নয়নপথে পতিত হইল তাহাতে বিহঙ্গটার বিচরণপ্রয়াস ও উড়িবার ভঙ্গী বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। পক্ষিতত্ত্ববিদের *

* EHA., The Common Birds of Bombay (Second Edition), p. 13.

পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে ইহা অনায়াসে মিলাইয়া লওয়া যায়,— "For hours together they will sail in circles, or rather in spirals, without the slightest motion of their wings, beyond trimming them to the wind, like the sails of a boat." মিঃ ফিন * এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল— "You may sometimes see a pair of these Vultures flap heavily from the ground * * into a tree, and presently launch themselves upon the air. Just a flap or two of their wide pinions and then a long glide * *. And so the soaring flight continues in widening circles ever higher and higher, with no visible movement of the wings, until the huge birds are mere specks in the far blue sky, where they will float, motionless as ever but always circling widely, for hours apparently." ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণের পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে নাট্যোল্লিখিত বিবরণের মিল আছে একথা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইলেও, মহাকবিবর্ণিত গৃধ্রকে নিশ্চয়রূপে Vulture বলিয়া সনাক্ত করা যাইতে পারে কিনা তদ্বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক। নাটক-চিত্রে আমরা যে পাখীটার চৌর্য্যবৃত্তির সন্ধান পাইতেছি,

* Finn. F., and Robinson, E. Kay, Birds of our Country, Vol. II, p. 508.

তালবৃন্তাচ্ছাদিত যে মণিটি আমিষভ্রমে আকর্ষণ করিয়া লইয়া পলাইবার নিমিত্ত 'বিহঙ্গতস্কর', 'বিহগাধম' প্রভৃতি আখ্যা তাহার প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাকে 'ক্রব্যভোজন' বলিয়া সম্বোধনে যে বিহঙ্গস্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—এই সমস্ত বিচার করিয়া তাহার স্বরূপনির্ণয়ের চেষ্টা করা যাক। প্রথমতঃ বিচার্য্য এই যে Vulture বিহঙ্গ কোনও বস্তু ভূমি হইতে এইরূপ অপহরণ করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যায় কিনা, এবং যদিচ তাহার এই অভ্যাস থাকে, তবে কি প্রকারে সেই বস্তু সে স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হয়, চঞ্চুপুটে গ্রহণ করিয়া অথবা পদনখর সাহায্যে। নাটকের বিবরণে মাত্র এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় যে গৃধ্র মণিটি আকৃষ্ট করিয়া লইয়া গেল; চঞ্চুপুটে অথবা পদাঙ্গুলির সাহায্যে এই অপহরণ ক্রিয়া সম্পাদিত হইল কি না তৎসম্বন্ধে কোনও উল্লেখ হয় নাই, তবে যখন অব্যবহিত পরে ঊর্দ্ধে আকাশে গৃধ্রকে দেখিতে পাওয়া গেল তখন অপহৃত মণিটি হেমসূত্র সহিত তাহার অগ্রমুখে অর্থাৎ চঞ্চুপুটে সংলগ্ন ছিল এইরূপ বিবৃতি হইয়াছে। পক্ষিতত্ত্ববিৎ তাহার স্বভাব যতদূর প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাতে জানা গিয়াছে যে সাধারণতঃ পায়ের সাহায্যে কোনও দ্রব্য Vulture বিহঙ্গ বহন করে না; এমন কি শাবকের আহারার্থ কোনও ভক্ষ্য বস্তু পায়ের অথবা ঠোঁটের সাহায্যে সে বহন করিয়া আনয়ন করে না; আমিষখণ্ড অথবা অন্য কোনও ভক্ষ্য বস্তু গলাধঃকরণ করিয়া সে স্বীয় নীড়ে উড়িয়া আসে এবং উদ্গার করিয়া শাবকের আহার যোগায়। তবে চঞ্চুপুটে Vulture বিহঙ্গ

যে কোন দ্রব্যই বহন করে না এমন নহে। বস্তুতঃ দেখা যায় যে তাহার নীড়রচনার সামগ্রী (বৃক্ষশাখাদি) সে ঠোঁটে করিয়া বহন করে। এ সম্বন্ধে পক্ষিতত্ত্ববিৎ * লিখিয়াছেন—"And indeed I never saw a vulture carrying food, or anything else, except a stick for its nest, and that in its beak." নাটকচিত্রে গৃধ্রমুখাগ্রে অপহৃত মণিটির দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে; পাখীটার পায়ের সাহায্যে সেই মণি ধৃত হইয়াছিল কি না কালিদাস তাহার উল্লেখ করেন নাই। অতএব পায়ের সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উঠিয়া আমাদের মনে দ্বিধা উৎপাদন করে না। তবে যে আমিষভ্রমে গৃধ্র মণিটি অপহরণ করিল নাটকমধ্যে এইরূপ উল্লেখ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমাদের মনে কিঞ্চিৎ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, যেহেতু Vulture বিহঙ্গকে সাধারণতঃ আহার্য্য বস্তু বহন করিতে পক্ষিতত্ত্ববিৎ দেখেন নাই। বাস্তবিক কিন্তু মণিটিকে গৃধ্র যে আমিষ মনে করিয়া অপহরণ করিয়াছিল কিম্বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে তাহা আকৃষ্ট করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহার সন্ধান নাটকমধ্যে কিরূপ পাওয়া বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। গৃধ্র কর্তৃক অপহরণ কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে যে নেপথ্যধ্বনি শোনা গেল তন্মধ্যে "আমিষশঙ্কিনা" বাক্য প্রয়োগ হইল। গৃধ্রটি যে সহসা এইরূপ করিল তাহা আমিষভ্রমে এই অনুমান করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য সেই নেপথ্যধ্বনি উচ্চারিত হইল। আমিষভ্রম ব্যতীত পাখীটার চৌর্য্য সম্ভবপর নয়

* EHA, The Common Birds of Bombay, Second Edition, p. 13.

সাধারণের মনে এইরূপ অনুমান স্বাভাবিক। তাই সেই অনুমানের বশে পাখীটার মণি-অপহরণ সংবাদ প্রচারের সময় "আমিষশঙ্কিনা" বাক্য স্বতঃ উচ্চারিত হইয়াছিল ইহা পাঠক সহজে বুঝিতে পারিবেন। নাটকের সমুদয় বিবরণ পাঠ করিয়া কিন্তু এমন কোন সন্ধান আমরা পাই না যে গৃধ্র সেই মণিটিকে খাদ্যহিসাবে গণ্য করিতে যত্নবান হইল। অতএব উল্লিখিত নেপথ্যধ্বনি যে অহেতুক অনুমান মাত্র তাহা বুঝা যায়, কিন্তু এরূপ বুঝা গেলেও আমাদের সন্দেহভঞ্জন হয় না। আমরা যদিও বুঝি অপহৃত বস্তু গৃধ্রের নিকট আমিষ গণ্য হয় নাই, তাহার এই আচরণের হেতু নির্ণয় একটা সমস্যা দাঁড়াইয়া যায়। কি উদ্দেশ্যে তবে সে মণিটি অপহরণ করিল? আকাশে উড্ডীয়মান থাকিয়াও সে তাহার গ্রাসত্যাগ করিল না। নাটকের বিবরণ পাঠ করিয়া দেখা যায় যে এই বিহঙ্গের নিবাসবৃক্ষের সন্ধান করিবার জন্য রাজা আজ্ঞা দিলেন। সেই নিবাসবৃক্ষের অনুসন্ধান সন্ধ্যায় করিতে হইবে। নাট্যোল্লিখিত গৃধ্রের নিবাসবৃক্ষের সঙ্গে সেই অপহৃত বস্তুর সম্বন্ধ কিছু আছে কি? না থাকিলে রাজার ঐরূপ আদেশ কেন হইল? নিবাসবৃক্ষের অর্থ কি? গৃধ্রজীবনে ইহার কি প্রকার প্রয়োজনীয়তা? সত্যসত্যই কি গৃধ্র তাহার নিবাসবৃক্ষে কোনও সামগ্রী বহন করিয়া লইয়া যায়? নিবাসবৃক্ষের তাৎপর্য্য পক্ষিতত্ত্বজিজ্ঞাসার দিক হইতে Vulture সম্পর্কে যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে কোন কোন বিশিষ্ট বৃক্ষের উপরে প্রায়ই সে কয়েকটা জ্ঞাতির সঙ্গে বিশ্রাম করে। দিনের বেলায় আহারান্তে (Vulture

বিহঙ্গ সাধারণতঃ শবভুক্ এবং মৃতদেহ পাইলে আকণ্ঠ উদরপূর্ত্তি ব্যতীত তাহার ভোজন শেষ হয় না) তাহার এইরূপ বিশ্রাম অনিবার্য্য। অতএব নিবাসবৃক্ষ অর্থে তাহার resting place অর্থাৎ বিশ্রামস্থান বুঝায়। কিন্তু রাত্রিযাপনের নিমিত্তও তাহার নির্দ্দিষ্ট নিবাসবৃক্ষ থাকে, তাহা তাহার roosting place। অনেক স্থলে resting place এবং roosting place একই, কোনও বিশিষ্ট বৃক্ষের আশ্রয়ে হইয়া থাকে; অভ্যাস মত আহারান্তে অথবা রাত্রিযাপনের জন্য কয়েকটা সঙ্গী সহ পুনঃপুনঃ তাহাকে ঐ নিবাসবৃক্ষের শরণ লইতে হয়। তাহার নীড়রচনার জন্য কিন্তু Vulture যে সমস্ত বৃক্ষ বাছিয়া লয় তাহাদিগকেও নিবাসবৃক্ষ বলা যাইতে পারে; এই নিবাসবৃক্ষে তাহার নীড়রচনার সামগ্রী চঞ্চুপুটে তাহাকে পুনঃপুনঃ বহন করিতে হয়; অণ্ড প্রসূত হইলে তাহার এই বৃক্ষে রাত্রিযাপন অবশ্যম্ভাবী। অতএব ইহা তাহার nesting place হইলেও roosting place বটে। অপহৃত মণিটির খোঁজে নিবাসবৃক্ষের কথা নাটকে তোলা হইয়াছে। বাস্তবিক কি Vulture বিহঙ্গের স্বভাব দেখা গিয়াছে যে নিবাসবৃক্ষে সে কোনও দ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যায়? ইতঃপূর্ব্বে তাহার নীড়রচনার চেষ্টায় উপকরণসামগ্রী চঞ্চুপুটে আহরণের উল্লেখ করিয়াছি। এখন বিচার্য্য এই যে নাট্যোল্লিখিত হেমসূত্রসম্বলিত মণিটি তাহার নীড়রচনার উপকরণ হিসাবে গণ্য হইয়া অপহৃত হইয়াছিল কি না। সাধারণতঃ বৃক্ষশাখার সাহায্যে Vulture বিহঙ্গের নীড় রচিত হয়। অতএব কিরূপে সেই মণি

গৃধ্রের চক্ষে বৃক্ষশাখার ন্যায় প্রতিভাত হইতে পারে? তবে কি বৃক্ষশাখা ছাড়াও অন্য উপকরণ সাহায্যে তাহার নীড় রচিত হয়? এই ভাস্বর মণিটি কি সেই হিসাবে গৃধ্র কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াছিল? এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে Vultureবিশেষের নীড়রচনাকল্পে চৌর্য্যবৃত্তি পক্ষিতত্ত্ববিদের নয়নগোচর হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে মিঃ ফিন্ * সবিস্তারে লিখিয়াছেন—It builds its nest * * usually lining it with rags which it picks up in the course of its investigations among rubbish-heaps. Sometimes, however, it takes advantage for this purpose of a semi-religious practice of native travellers in India to hang strips of their garments upon certain trees which are well-known land-marks on their route. These trees consequently become adorned with a collection of many-coloured rags, and the Neophron comes thither for material to upholster its nest withal; and, according to the well-known Indian ornithologist, Mr. A. O. Hume, the rags of various colours are sometimes laid out neatly in the nest, 'as if a deliberate attempt had been made to please the eye.' If this were so, the detested Neophron of India would deserve

* Finn. F., and Robinson, E. Kay, Birds of our Country, Vol. II, p. 504.

to be classed with the Bower-Birds of Australia for its aesthetic sense—rather an uplift for this 'base and degrading object!' বাস্তব পক্ষিজীবনের দিক হইতে পক্ষিতত্ত্ববিদের যে সাক্ষ্য পাওয়া গেল তাহাতে নাটকবর্ণিত বিহঙ্গটির চৌর্য্যবৃত্তি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। Vulture বিশেষের স্বভাবের যে পরিচয় আমরা পাইলাম তাহাতে বুঝা গেল যে তাহার ভাস্বর পদার্থের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। নানা বর্ণে রঞ্জিত বস্ত্রখণ্ড শুধু যে সে নীড়রচনামানসে অপহরণ করিতে উদ্যত হয় তাহা নহে, তাহার নীড়াধাররূপে নির্দ্দিষ্ট নিবাসবৃক্ষের অনুসন্ধান করিয়া পক্ষিতত্ত্ববিৎ আরও অনেক অপহৃত সামগ্রী লক্ষ্য করিয়াছেন। মিঃ লেগ * লিখিয়াছেন—"The spots chosen by this bird to nest in are * * in the upper branches of large trees in the vicinity of houses. The nests are described by various writers as untidy, rather loosely-put-together structures of sticks and large twigs, with but a slight depression in the centre, which is lined with rags, pieces of cloth, wool, and the many suitable substances to be found about human dwellings. Mr. Hume found nests entirely lined with human hair * *." এখন পাঠক বুঝিতে পারিবেন অপহৃত মণিটির

* A History of the Birds of Ceylon (1880), pp. 3-4.

খোঁজে নিবাসবৃক্ষের অনুসন্ধানের জন্য কোন কথা উঠিলে তাহা সহসা অবান্তর বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

তাহার চৌর্য্যবৃত্তির জন্য 'বিহগতস্কর' আখ্যা বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে পাওয়া যায়; আরও যে কয়টি আখ্যা পাওয়া যায়,—'বিহগাধম', 'শকুনিহতাশ',—সেই আখ্যা প্রদানের তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে পারি যখন পাখীটার শারীরিক গঠন এবং তাহার দেহবিনির্গত সহজ দুর্গন্ধ আমাদের নেত্র ও ঘ্রাণপথবর্ত্তী হয়। পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌ও * তাহার সাক্ষ্য দেন—"On the ground Vultures are clumsy, heavy, and ungainly, as foul in aspect as in smell; but on the wing no bird has a grander and more powerful flight * *." সাধারণ গৃধ্রের পরিচয় এইরূপ হয় বটে, পূর্ব্বে যে বিশিষ্ট গৃধ্রের চৌর্য্যবৃত্তি সম্পর্কে মিঃ ফিন্‌-এর উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার পরিচয়েও 'base and degrading object' বাক্যপ্রয়োগ দেখা গিয়াছে। তাহার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া মিঃ ডেওয়ার † লিখিয়াছেন—there can be no two opinions as to which is the ugliest bird in the world. This proud distinction, I submit, indubitably belongs to the white scavenger vulture

* Blanford, W. T., The Fauna of British India, Birds, Vol. III (1895), p. 316.

† Bombay Ducks (1906), p. 277.

(*Neophron ginginianus*), better known as 'Pharaoh's chicken.' Naturalists vie with one another in calling the creature names. 'Eha' stigmatises it as 'that foul bird.'

এখন এই বিহগাধম গৃধ্রের স্বরূপনির্ণয় বোধ করি পাঠক-পাঠিকার পক্ষে সহজ হইয়া উঠে। নাট্যোল্লিখিত 'ক্রব্যভোজন' সংজ্ঞায় যাহার আহার্য্যের সন্ধান আমরা পাই, তাহার ভোজনের রীতি সম্বন্ধেও কালিদাস তাঁহার শকুন্তলানাটকে আভাস দিয়াছেন,—

গিজ্ঝবলী ভবিস্সসি শুণো মুহং বা দেক্খিস্সসি।

গৃধ্রের সেই ভোজনব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার স্বরূপনির্ণয় আরও সহজসাধ্য হয়। নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে রাজপুরুষের মুখে ঐরূপ উক্তি হইয়াছে; চোরসন্দেহে ধীবরকে গ্রেফ্‌তার করিয়া ভয় দেখান হইতেছে—"তুই গৃধ্রবলি হইবি অথবা কুকুরের মুখে যাইবি।" 'গৃধ্রবলি' যে বাস্তবিকই ভীতিসূচক, একটা নিতান্ত নৃশংস ব্যাপার তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। পূর্ব্বে রঘুবংশকুমারসম্ভবপ্রসঙ্গে * আমরা গৃধ্রের ভোজনরীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছি। এখন এসম্বন্ধে বিদেশীয় বৈজ্ঞানিকের প্রত্যক্ষদর্শনের আরও কয়েকটি পরিচয় সন্নিবেশিত করা সমীচীন মনে করি;—

"The first bird at a 'kill' in Western India

* ১৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

is usually the crow, the second the Pariah kite, and the third Neophron ginginianus * *. Before these birds have got far with their meal, there comes from the upper air perhaps a typical vulture (V. monachus), but more commonly a griffon (G. fulvus), or his relative, the long-billed vulture (G. indicus). * * These four large vultures are pretty well-matched, and can seldom drive one another away. But the Neophrons and kites must stand off from them. Their revenge comes with the last vulture (commonly) at dinner; a fine blackish bird with a red head and legs; Otogyps calvus."*

"As interesting, though somewhat repulsive, is it to watch a number of them collected round a carcase and fighting for a position from which they can tear out a lump of flesh."†

"Horrible beyond measure they certainly are whilst gorging over the corpse of some large

* Journal, Bombay Natural History Society, Vol. X, p. 506.

† Stebbing, E. P., The Diary of a Sportsman Naturalist in India (1920), p. 36.

animal, struggling with one another for favourable places, buffeting with their huge wings, and foully besmeared with blood and grease. When so occupied they become quite reckless in their devouring greed."*

"In starting their meal, the eyes and other soft parts are usually attacked first, then the abdomen is pierced—a revolting sight of selfish greed." †

উদ্ধৃত বিবরণপাঠে নাটকোক্ত গৃধ্রবলি সম্পর্কে পাখীটার বীভৎস আচরণের পরিচয় হয় বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ সে যে ভীরু তৎসম্বন্ধে কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে উল্লেখ দেখা যায়,—

ভবং পি সুণাপরিচ্চরো বিঅ গিদ্ধো আমিসলোলুবো ভীরুও অ।

রাজা অগ্নিমিত্রের দশা বিদূষকবাক্যে বুঝা যাইতেছে। তিনি মালবিকাদর্শনমুগ্ধ, কিন্তু রাণী ধারিণীর ভয়ে এত সন্ত্রস্ত যে বিদূষক তাঁহার অবস্থার বিবৃতি দিতেছেন—"আপনি শূনাপরিচর (অর্থাৎ বধ্যভূমিতে বিচরণশীল) আমিষলোলুপ গৃধ্রের মত ভীরু হইয়াছেন।"

এই আমিষলোলুপ ক্রব্যভোজন বিহঙ্গটি বাস্তবিক ভীরুস্বভাব

* Cunningham, Lt. Colonel D. D., Some Indian Friends and Acquaintances (1903), pp. 239-40.

† Meinertzhagen, Colonel R., Nicoll's Birds of Egypt, Vol. II (1930), p. 425.

কি না পক্ষিতত্ত্ববিৎ তৎসম্বন্ধে কিরূপ সাক্ষ্য দেন তাহা দেখা আবশ্যক। একজন * লিখিয়াছেন—"Great cowards, and will be scared off their meal by a jackal or pariah-dog." অন্যত্র † লিখিত হইয়াছে—"As no one disturbs them, they are not shy, but are cowardly birds, giving way to dogs, jackals, and even crows. (Extract from Dr. F. Buchanan Hamilton's Notes on Indian Birds)."

নাট্যোল্লিখিত গৃধ্রপ্রসঙ্গে অনেক কথার অবতারণা পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে আবশ্যক হইয়াছে তজ্জন্য আমাদের আলোচনা সুদীর্ঘ হইয়া পড়িল। ধৈর্য্যশীল পাঠকপাঠিকার দৃষ্টি এখন আর একটি বিহঙ্গের প্রতি আকর্ষণ করিতে চাই। পূর্ব্বে ‡ তাহার কথা উত্থাপন করা হইয়াছে বটে, এখন নাটকের উপাখ্যান হইতে যে পরিচয় পাইতে পারা যায় তাহা লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বজিজ্ঞাসার দিক হইতে কালিদাসের নাটকবর্ণিত বিহঙ্গ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের কুররীর কথা পাড়িতে চাই। তাহার সম্বন্ধে উল্লেখ

* Meinertzhagen, Colonel R., Nicoll's Birds of Egypt, Vol II (1930), p. 425.

† Horsfield. T., & Moore, F., A Catalogue of The Birds in the Museum of the East India Company, Vol. I (1854), p. 3

‡ ১৬৭-১৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে,—

सूत्रधारः—(कर्णं दत्वा।) अये, किं नु खलु मद्विज्ञापनान-न्तरमार्तानां कुररीणामिवाकाशे शब्दः श्रूयते।

নাটকের বিবরণে দেখা যায় যে উর্ব্বশী অস্থরের হস্তে বন্দী হইতেছেন কি না এ সংবাদ যখন কেহই অবগত ছিলেন না তখন সহসা আকাশ হইতে কুররীর কণ্ঠধ্বনির ন্যায় যেন কাহার করুণ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতেছে এইটুকু সূত্রধার প্রমুখাৎ জানিতে পারা গেল।

উদ্ধৃতাংশ হইতে কুররীর আর্ত্ত কণ্ঠস্বর ব্যতীত পাখীটার বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেও রঘুবংশের মধ্যে ইহার পরিচয়ে বিগ্না কুররীর পুনঃপুনঃ উচ্চারিত ক্রন্দনধ্বনির সন্ধান আমরা পাইয়াছিলাম। নাটকের বিবরণে এখন তাহার সম্বন্ধে এইটুকু অতিরিক্ত সন্ধান লাভ হইতেছে যে পাখীটার করুণ স্বর আকাশে শুনা গেল। ইহাতে বুঝিতে হয় যে ব্যোমপথে উড্ডীয়মান অবস্থায় তাহার সেই কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হইয়াছিল।

কুররী সম্বন্ধে সংস্কৃত অভিধানে যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ রঘুবংশের বিহঙ্গপ্রসঙ্গে করিয়াছি; সে পরিচয়ে মাত্র তাহার মৎস্যনাশন স্বভাবের সন্ধান আমরা পাইয়াছি। অভিধানোক্ত তাহার এই মৎস্যনাশন স্বভাব ও মহাকবিবর্ণিত তাহার আর্ত্ত কণ্ঠস্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে osprey বিহঙ্গ বলিয়া সাব্যস্ত করায় দোষ দেখা যায় না ইহা পূর্ব্বালোচনায় বলা হইয়াছে। পক্ষিতত্ত্ববিদের পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানা যায় যে জল

হইতে ছোঁ মারিয়া মৎস্য শিকার করিয়া osprey বিহঙ্গ উর্দ্ধে উড়িতে উড়িতে চীৎকার করিতে থাকে; তখন প্রায়ই সেই মৎস্যের লোভে শ্যেনবংশের অপর বৃহৎকায় বিহঙ্গ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে এবং এরূপ স্থলে তাড়নায় ও ভয়ে osprey বিহঙ্গের ধ্বনি উচ্চ আর্ত্তনাদে পরিণত হয়। আকাশে উৎপতনশীল বিহঙ্গটার চীৎকার এখন স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করা চলে এবং ইহার সঙ্গে নাটকবর্ণিত কুররীর আকাশমার্গে শ্রুত আর্ত্তনাদ মিলাইয়া লইলে তাহার স্বরূপ-নির্ণয় সহজ হইয়া পড়ে। তাহার এই আর্ত্ত কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনায় পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহার পুনরুক্তির আবশ্যকতা নাই। এখন সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্যে কিন্তু কুররীর পরিচয় লইতে ক্ষতি দেখা যায় না। পূর্ব্বালোচনায় সংস্কৃত অভিধানের উল্লেখ হইয়াছে। অমরকোষে কুররীর নামান্তর ব্যতীত অন্য পরিচয় নাই,—উৎক্রোশকুররৌসমৌ। সুশ্রুতসংহিতায় আমরা দেখিতে পাই যে কুরর প্রসহ বিহঙ্গের (গৃধ্র, শ্যেন, চিল্লি প্রভৃতি) অন্যতম। আবার উক্ত গ্রন্থেই হংস, সারস, কাদম্ব, কারণ্ডব প্রভৃতি প্লব বিহঙ্গগুলির মধ্যে উৎক্রোশ বিরাজ করিতেছে। এখন দাঁড়াইল এই যে অভিধানকারের মতে কুরর ও উৎক্রোশ একই পাখী; কুরর কিন্তু বিশেষভাবে প্রসহ বিহঙ্গপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া দেখা দিতেছে; আর উৎক্রোশ প্লব বিহঙ্গের মধ্যে এক পংক্তিতে বসিয়া গিয়াছে। সোজাসুজি দাঁড়াইল এই যে, কুরর = উৎক্রোশ = প্লব ও প্রসহ। প্লব পাখীগুলি জালপাদ হংসাদির ন্যায় জলচর; আর প্রসহ পাখীগুলি বলপূর্ব্বক চঞ্চুপুটে অথবা পদদ্বয়সাহায্যে আততায়ীর

মত আক্রমণ করিয়া আহার্য্য আহরণ বা শিকার করে। তাহা হইলে এই কুরর অথবা উৎক্রোশের প্রকৃতিতে এই উভয়বিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয় কি না? Osprey সম্বন্ধে বিদেশীয় জনসাধারণের ধারণা এতাবৎ এই ছিল যে, সে প্লবও বটে, প্রসহও বটে। ফ্রাঙ্ক ফিন্ * সেকেলে জীবতত্ত্ববিদের আপেক্ষিক অবৈজ্ঞানিকতার প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন—"We laugh at the error of the old naturalists who credited the osprey, as a fishing bird of a prey (প্রসহ) with one taloned foot and one webbed one (প্লব)"। এরূপভাবে বিষয়টাকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবার জিনিষ নহে। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ দুইটি পরস্পর বিরোধী বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে, এইজন্য মিঃ ফিন্ ইহাদিগকে "odd extremities" বলিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া যদি পুরাতন পাশ্চাত্য বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্‌গণ এই বিরুদ্ধ লক্ষণগুলির সামঞ্জস্য যথাযথ বিবেচনা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ একটা পাখীর প্রকৃতিতে প্লবের ও প্রসহের স্বভাবের অদ্ভুত সংমিশ্রণ সম্ভবপর হইতে পারে একথা যদি তাঁহারা বলিয়া থাকেন, তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। অবশ্য একটা পা web-footed আর একটা taloned এ রকম বর্ণনা হাস্যকর বটে, কিন্তু বস্তুগত্যা যদি কোন বিশিষ্ট পাখীর স্বভাবে web-footed পাখীর ও taloned পাখীর বিশিষ্টতা প্রকট হয়, তাহা হইলে পক্ষিবিজ্ঞান হিসাবে বর্ণনাটা স্থূলভাবে গ্রহণ না করিলেও উহার

* Bird Behaviour, p. 10.

সার মর্ম্ম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? কুরর পাখীকে প্লব বলা যাইতে পারে এই হিসাবে যে, সে জলাশয়প্রিয়, মৎস্য তাহার প্রধান খাদ্য; সুতরাং তাহাকে জলসন্নিকটে ঘুরিতে ফিরিতে হয়। সুশ্রুতের টীকাকার ডল্লনমিশ্র তাহার পরিচয় দিয়াছেন এইরূপ—"নদোত্থাপিতমৎস্যঃ" অর্থাৎ নদী হইতে মাছ উঠাইয়া খায়। আবার প্লবান্তর্গত উৎক্রোশের পরিচয় তিনি দেন—"উৎক্রোশঃ কুররভেদঃ মৎস্যাশী"। কুরর সম্বন্ধে তিনি আরও লিখিয়াছেন—"কুররঃ (প্লবান্তর্গতঃ) তস্য প্রসহেষ্বপি পাঠঃ তত উভয়েষামপি গুণা বোধব্যাঃ", অর্থাৎ প্লব এবং প্রসহ এই উভয়বিধ গুণ কুররে দৃষ্ট হয়।

কালিদাসের পাখীর তালিকা

সংস্কৃত নাম	ইংরাজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
উদকলোল বিহঙ্গ	Water-fowl	
কঙ্ক	Purple Heron	*Ardea purpurea manillensis* Meyen.
কপোত	Rock Pigeon ; also Dove	
কমলাকরালয় বিহঙ্গ	Water-fowl	
কাদম্ব	Grey Lag Goose	*Anser anser* (Linn.)
কারণ্ডব	Coot	*Fulica a. atra* Linn.
কুরর, কুররী	Osprey	*Pandion h. haliaetus* (Linn.)
ক্রৌঞ্চ	Pond-heron	*Ardeola grayii* (Sykes.)
গৃধ্র	Vulture	

কালিদাসের পাখীর তালিকা

সংস্কৃত নাম	ইংরাজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
গৃহবলিভুক্	House Crow ; also House Sparrow	
চকোর	Chukar	*Alectoris g. chukar* (Gray)
চক্রবাক, হিরণ্যহংস	Brahminy Duck (Ruddy Goose)	*Oasarca ferruginea* (Vroeg.)
চাতক	Pied Crested Cuckoo	*Clamator j. jacobinus* (Bodd.)
দিবাভীত	Owl	
নীলকণ্ঠ, কলাপী, বর্হী, ময়ুর, শিখী	Peacock	*Pavo cristatus* (Linn.)
নীরপতত্রী	Water-fowl	
পরভৃত, কোকিল, পিক	Koel	*Eudynamis scolopaceus* (Linn.)
পারাবত	Rock Pigeon	*Columba livia intermedia* Strickl.
বলাকা	Heron	
রাজহংস	Bar-headed Goose	*Anser indicus* (Lath.)
শুক	Parrot	
শ্যেন	Falcon	
সরিদ্‌বিহঙ্গ	Water-fowl	

কালিদাসের পাখীর তালিকা

সংস্কৃত নাম	ইংরাজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
সারস	Sarus Crane	*Antigone a. antigone* (Linn.)
সারিকা	Common Myna	*Acridotheres t. tristis* (Linn.)
হারীত	Green Pigeon	

বর্ণানুক্রমিক সূচি

বর্ণানুক্রমিক সূচি

বর্ণানুক্রমিক সূচি

বর্ণানুক্রমিক সূচি

বর্ণানুক্রমিক সূচি

বর্ণানুক্রমিক সূচি

বর্ণানুক্রমিক সূচি

বর্ণানুক্রমিক সূচি

বর্ণানুক্রমিক সূচি

বর্ণানুক্রমিক সূচি

বর্ণানুক্রমিক সূচি

বর্ণানুক্রমিক সূচি

বর্ণানুক্রমিক সূচি

বর্ণানুক্রমিক সূচি

বর্ণানুক্রমিক সূচি

বর্ণানুক্রমিক সূচি

বর্ণানুক্রমিক সূচি

বর্ণানুক্রমিক সূচি

বর্ণানুক্রমিক সূচি